চতুর্দশ বর্ষ

সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

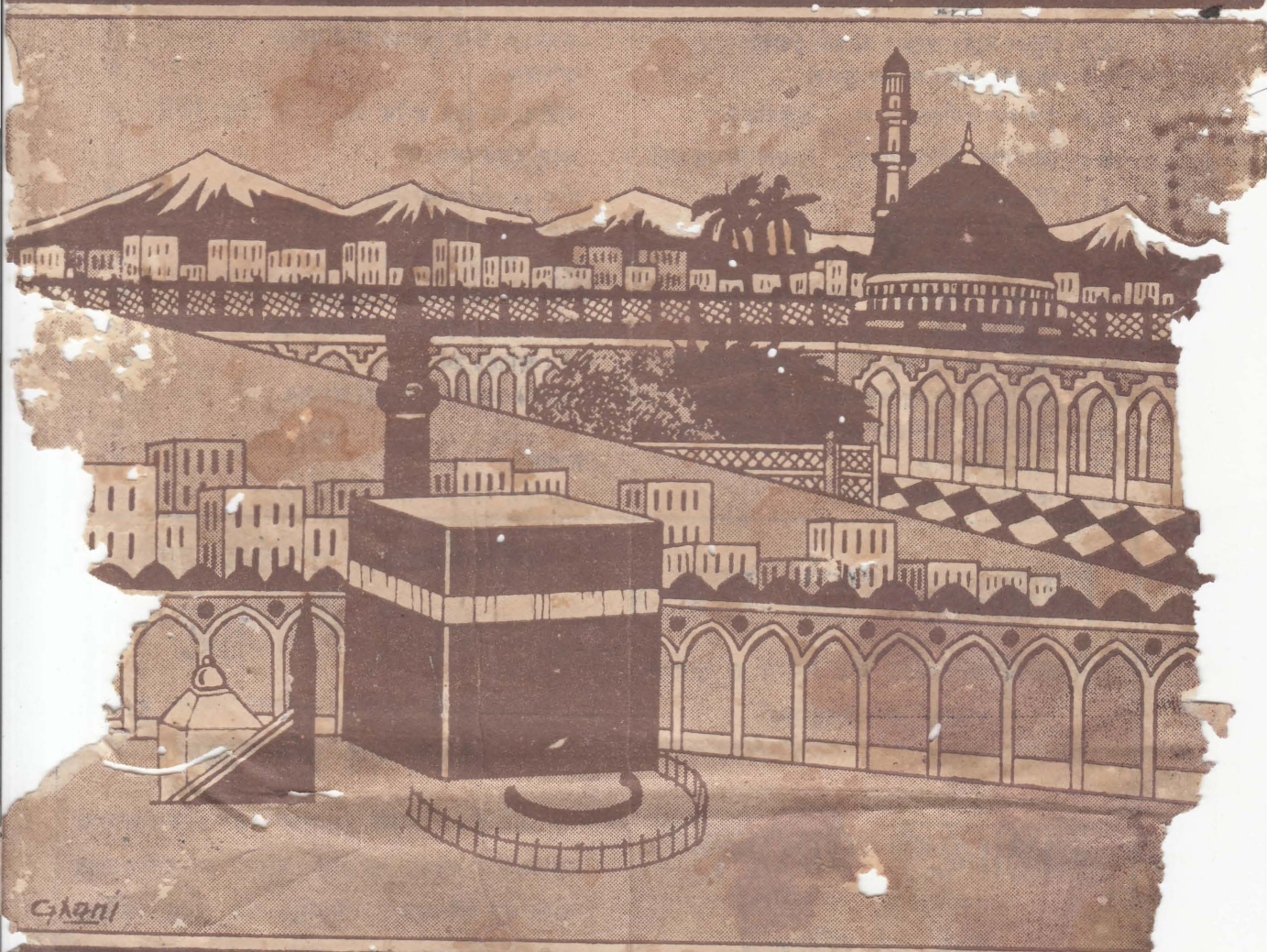

সম্পাদক

মোহাম্মদ মওলা বখ্‌শ নদভী

এই
সংখ্যার মূল্য
৫০ পয়সা

বার্ষি
মূল্য স

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

চতুর্দশ বর্ষ—প্রথম সংখ্যা

আষাঢ়—১৩৭৪ বাং জুন,—১৯৬৭ ইং

রবিউল আওওয়াল—১৩৮৭ হিঃ

বিষয়-সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। চতুর্দশ বর্ষেঃ সুচনার আরবী খোৎবা	মওলানা আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন	১
২। আরবী খোৎবার বঙ্গানুবাদ	সম্পাদক	৩
৩। কুরআন মজীদের ভাষ্য (তফসীর)	শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি-টি	৫
৪। মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা (হাদীস অনুবাদ)	আবু য়ুসুফ দেওবন্দী	৮
৫। জিজ্ঞাসা ও উত্তর	আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন	১৩
৬। তৃপ্তি (কবিতা)	শামসুর রহমান রেজা	১৭
৭। শয়তানী ধোকা ,,	আবুল কাছিম কেশরী	১৮
৮। মিশনারী তৎপরতার আর এক দিক	আলহাজ্জ আবদুন নঈম চৌধুরী বি, এল,	২১
৯। সাহিত্যের সুর	মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী	২৭
১০। সলাৎ ও যকাৎ এবং উহাদের পারস্পারিক সম্পর্ক	শাইখ আবদুর রহীম	৩৩
১১। মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক যুদ্ধ ও পাকিস্তানের আদর্শ	(অনুবাদ) মোহাম্মদ আবদুর রহমান	৩৯
১২। তর্জুমানুল হাদীসের চতুর্দশ বৎসরের যাত্রা	,, ,, ,,	৪৫
১৩। সাময়িক প্রসঙ্গ	সম্পাদক	৪৬
১৪। জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার	আবদুল হক হক্কানী	৪৯

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

১০ম বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৬.৫০ ষান্মাষিক : ৩.৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলহেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৬শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে "আল ইসলাহ" সুন্দর অঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিষ্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ

জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলহেট

www.ahlehadeethbd.org

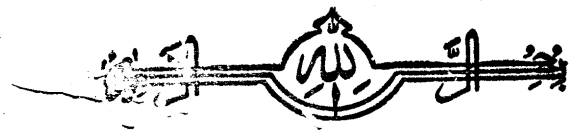

فاتحة السنة الرابعة عشرة

الحمد لله الذى لا اله الا هو الواحد الرحمن وخالق الجن والانس وعلمهم البيان ومن على العباد بارسال الرسول وتنزيل القران الفرقان من بعد ما بدل اليهود والنصارى كتاب الله بالظلم والعدوان فمن اعتصم به ناصرا دينه فهو فى الحفظ وحماية الرحمن ومن خالف امره واتبع هواه كانوا فى المغلوبين وانهزموا فى الميدان وانقلبوا الى اهلهم خاسرين واحلوا انفسهم وقومهم دار الذلة والهوان وهو الذى اهلك عادا وثمود واصحاب مدين وقبلهم قوم نوح بالطوفان - واهلك فرعون وهامان وجنود هما اولئك حزب الشيطان واورث بنى اسرائيل دورهم وزروعهم وما غرسوه من الاشجار والجنان ثم لما عصوه وبدلوا سنن الانبياء اذاق باسه بتخريب المبابد وقتل الرجال والذرارى والنسوان، وكذالك يفعل بكل من يوثرون انفسهم على الاسلام والايمان فان هذه سنة الله على عباده فلن تجد لسنته تبديلا فى زمان من الزمان والصلوة والسلام على رسوله المبعوث بالنور والبرهان وفرض طاعته على الخلق كلهم كائنا من كان حتى لو كان كليم الله حيا ما وسعه الا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم بحكم اله الجن والانسان وان عيسى بن مريم روح الله ليصلى خلف امته بعد النزول من السماء لقتل الدجال الذى معه سبعون الفا من اليهود فى آخر الزمان، فامته صلى الله عليه وسلم وان كانوا آخرين فى الدنيا فهم السابقون يوم القيامة وهم اول من يدخل من الامم مع نبيهم الجنان وعلى اله واصحابه الذين هم امناء الله فى خليقته والوسائط بين النبى وامته، اصحاب السيوف والسلطان كم لهم من المآثر فى معارك يوم موتة واليمامة ويرموك والقادسية مع اهل العناد والطغيان هزم الله بايديهم الطاهرة الغالبة اولياء الشيطان من اليهود والنصارى الضالين واهل الشرك من اهالى سان والصلوة والسلام على اتباعهم اهل الحديث الطائفة المنصورة على الحق فى كل زمان ومكان لا يضرهم من خذلهم وان فزعوا من القبائل والاوطان فالكتاب

www.ahlehadeethbd.org

امامهم والسنة حجتهم والرسول قائدهم واليه نسبتهم فهم حزب الله واولياء الرحمن وهذه مجلتهم الصادرة من شرق باكستان لبيان طريقتهم الصحيحة فهي لها الترجمان قد اقدمت سنة اربع وعشرة من عمرها فى زمانها اللمعان •

اما بعد، فترجمان الحديث هي المجلة الوحيدة تنادى للائتلاف بين الامة المسلمة فى اقطار باكستان الشرقى باتباع الطريقة المحمدية بترك القيل والقال من اراء الرجال فهي التى تؤذن على منارة الدين المتين بأن ليس للامة المسلمة كتاب كاف سوى القرآن المبين، وما لهم امام مرد اليه عند التنازع الا محمد رسول رب العلمين صلى الله عليه وعلي اله واصحابه والذين اتبعوهم باحسان من المحمديين الى يوم الدين وهذا الترجمان القائم على غصن الشجرة الطيبة داعية لمن كان يريد الله ورسوله والدار الاخرة بان احيوا سنة نبيكم التى اماتها اهل الهواى ولكم اجر مائة شهيد قتلوا فى معارك اعداء السنة، من مقدمى الدراية البشرية على الرواية المصطفوية، واكسروا مناجيقهم التى نصبوها لرد ظواهر الكتاب والسنة واهدوا عباد الله الى كواكب المنيرة التى افلت من افق قلوب الكافة بابراز البراهين الساطعة والحجج القاطعة من الكتاب والسنة الصريحة الثابتة، فارفعوا الوية الهدى فهذه المجلة الخطيب الحكيم الا وهى النذير العريان ممن جاء من طور سيناء واشرق من ساعير واستعلن من فاران، قوا انفسكم واهليكم من النيران وسابقوا بالخيرات الى رضوان الرحمن فكونوا لها من الحاميين والناصرين فان فى نصرها نصر الدين ومن ينصر الله ينصره واعلنوا شانها بين ابناء الوطنيين، ففى اشاعتها خدمة الاسلام والمسلمين وخير الاعمال النصيحة لكتاب الله وسنة رسوله وهي من امور الدين، حيانا الله وكل المشتغلين بها بصالح النية حياة طيبة ويحفظها الى يوم الدين، امين •

www.ahlehadeethbd.org

চতুর্দশ বর্ষের আরবী খোৎবার বঙ্গানুবাদ

সমুদয় প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যই নির্দিষ্ট, তিনি একমাত্র উপাস্য ও একক এবং দয়াশীল। তিনি জিন ও ইনসান সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে বাক্য প্রদান করিয়াছেন। তিনি ইয়াহুদ ও নাসারাগণ কর্তৃক দ্বীনের সীমা লঙ্ঘন ও আল্লাহর কিতাব সমূহের পরিবর্তন করার পর একজন রসূল প্রেরণ এবং সত্য মিথ্যা পৃথককারী আলকুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন; অতএব যাহারা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী তাহারা তাঁহার কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিবে। তাহারাই পরম করুণাময়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও আশ্রয়ে রহিবে আর যাহারা তাঁহার নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করিবে, তাহারা শত্রুর সহিত সংগ্রামে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, পরাভূত এবং নিরাশ ও বঞ্চিত হইয়া পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে আর নিজেদেরকে ও জাতিকে চরম লাঞ্ছনা এবং অপমানের মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। তিনিই সে আল্লাহ যিনি আ'দ, সমূদ এবং মাদায়েনবাসীগণকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন এবং উহার পূর্বে হযরত নূহ আঃ এর কওমকে তুফান দ্বারা হালাক করিয়াছেন আর ফেরআউন ও হামান এবং তাহাদের সৈন্য সামন্তকে নিস্তনাবুদ করিয়া দিয়াছেন।

তাহারাই শয়তানের সহচর ছিল এবং তিনিই বনূ ইসরাইলকে উক্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলির ঘরবাড়ী, ক্ষেত খামার, তাহাদের রোপিত বৃক্ষাদি এবং উদ্যান সমূহের উত্তরাধিকারী করিয়া দিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে যখন বনূ ইসরাইল আল্লাহর নাফরমানী করিতে লাগিল এবং নবীগণের তরীকা পালটাইয়া দিল তখন আল্লাহ তাহাদের উপাসনালয় সমূহকে ধ্বংস, পুরুষগণকে হত্যা এবং সন্তান সন্ততি ও রমণীগণকে দাসে পরিণত করিয়া তাহাদিগকে স্বীয় প্রভাব ও প্রভুত্বের আস্বাদ গ্রহণ করাইলেন। তিনি এই প্রকার ব্যবহার ঐ সকল লোকেরই সহিত করিয়া থাকেন যাহারা ইসলাম ও ঈমান অপেক্ষা নিজেদের ব্যক্তিত্বকেই অধিক গুরুত্ব দিয়া থাকে, ইহাই আল্লাহ তাআলার স্বীয় বান্দাগণের জন্য চিরাচরিত নীতি, কোন কালেই এই নীতির পরিবর্তন হয় না। অসংখ্যক দরূদ ও সালাম আল্লার ঐ রসূলের প্রতি যিনি একটা জ্যোতি এবং অকাট্য দলীল সহকারে প্রেরিত হইয়াছেন, তিনি এমন এক রসূল যাহার আনুগত্য স্বীকার করা আল্লাহ সমগ্র মানব কুলের জন্য ফরয করিয়া দিয়াছেন। এমন কি যদি মূসা কলীমুল্লাহ আজ জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে মুহাম্মদ সঃ এর তাবেদারী করা ছাড়া তাঁহার গত্যন্তর থাকিত না এবং ঈসা আঃ শেষ যুগে দাজ্জালকে নিধন করার জন্য আসমান হইতে অবতরণ করিয়া রসূলুল্লাহ সঃ এর উম্মতের পিছনে নামায আদা করিবেন সে সময় দাজ্জালের সঙ্গে সত্তর হাজার ইয়াহুদ থাকিবে এবং উম্মতে মুহাম্মদীয়া যদিও দুনিয়ার সর্ব শেষ উম্মত কিন্তু কিয়ামত দিবসে তাহারা সকলের অগ্রবর্তী হইবে, নিজেদের রসূলের সহিত জান্নাতে প্রবেশ করিবে। অতঃপর তাঁহার বংশধর এবং সহচরবৃন্দের উপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হউক যাঁহারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে আমানতধারী এবং নবী ও উম্মতের

www.ahlehadeethbd.org

সম্পর্ক স্থাপনকারী আর তরবারীধারী ছিলেন। তাঁহাদের অমর স্মৃতি চিহ্ন কাফিরদের বিরুদ্ধে মু'তা, ইমামা, ইয়ারমুক এবং কাদেসীয় রণক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছে। তাঁহাদেরই বিজয়ী হস্তে পথভ্রষ্ট ইয়াহুদ, নাসারা এবং পারস্যের মুশরিকগণ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল আর আল্লাহ তাআলার রহমত হউক তাঁহাদের অনুসারী আহলে হাদীস জামাআতের উপর যাহারা চিরকাল হকের উপর থাকিয়া বিজয়ী হইয়া রহিলেন। তাহাদের অবজ্ঞাকারীগণ তাহাদের কোনই অনিষ্ট সাধনা করিতে পারিবে না, আল্লাহর কিতাব তাহাদের ইমাম, রসূলুল্লাহ সঃ এর সুন্নত তাহাদের দলীল এবং রসূলেরই (দঃ) সহিত তাহাদের সম্বন্ধ। এই মাসিক পত্রিকাটি তাহাদের মুখপত্র ও তাহাদের সঠিক তরীকার ব্যাখ্যাকারী। ইহা তাঁহার গৌরবোজ্জ্বল জীবনের চতুর্দশ বর্ষে পদার্পণ করিল।

ইহা একমাত্র পত্রিকা যাহা পূর্বপাকিস্তানে সর্বত্র মুসলিম উম্মতকে মানুষের গতানুগতিকতা ও প্রবৃত্তিপরায়ণতা পরিত্যাগপূর্বক তরীকা-এ মুহাম্মদীয়ার অনুসরণ করিয়া একতাবদ্ধ হইবার জন্য আহ্বান জানাইয়া থাকে। সে সুদৃঢ় দ্বীনের মীনারে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করে যে মুসলিম উম্মতের জন্য সুস্পষ্ট কুরআন ব্যতীত আর কোন স্বয়ং সম্পূর্ণ কিতাব নাই এবং আল্লাহ রব্বুল আলামীনের রসূল হযরত মুহাম্মদ সঃ ছাড়া তাহাদের এমন কোনই ইমাম নাই যাহার নিকট মতবিরোধ ফয়সালা করার জন্য পেশ করা যাইতে পারে। তাঁহার উপর তাঁহার বংশধর ও সহচরবৃন্দের উপর এবং তাঁহার অনুসারী মুহম্মদীগণের উপর আল্লাহর আশিষ এবং করুণা বর্ষিত হউক। তর্জুমান পবিত্র কালেমা-এ-তায়ইবার পবিত্র বৃক্ষ-শাখার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। যারা আল্লাহ ও তাঁহার রসূল এবং পরকালের মঙ্গল চান তাহাদিগকে এই বলিয়া আহ্বান করিতেছে, হে ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনারা কুরআন এবং রসূলুল্লাহ (দঃ) ঐ সমস্ত মতকে যিন্দা করুন যাহাকে প্রবৃত্তিপরায়ণগণ বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে, তাহা হইলে সুন্নতের বৈরীদের এই সংগ্রামে আপনারা এক শত শহীদের সমতুল্য সওয়াব পাবেন। তাহারা কিতাব ও সুন্নতের প্রকাশ্য অর্থকে পরিবর্তন করার যে ক্ষেপণাস্ত্রাগার নির্মাণ করিয়াছে উহাকে ধ্বংস করিয়া ফেলুন এবং হিদায়েতের ঝাণ্ডা উর্ধে তুলিয়া ধরুন. মনে রাখিবেন এই পত্রিকা একটা প্রকাশ্য সতর্ককারী—যাহা তূরে সীনা হইতে আসিয়াছিল, সাঈর পর্বত হইতে উদিত হইয়াছিল এবং ফারান পাহাড় হইতে প্রকাশ পাইয়াছিল।

আপনারা নিজেদেরকে ও নিজেদের বংশধরকে দুঃখের অগ্নি হইতে রক্ষ করুন এবং আল্লাহর রিযামন্দী হাসিলের জন্য সৎকর্ম করার দিকে সর্বাগ্রে ধাবিত হউন, আপনারা এই পত্রিকার রক্ষণাবেক্ষণ এবং সহায়তা করুন। কারণ ইহাকে সাহায্য করার অর্থ হইতেছে দ্বীনকে সাহায্য করা। দেশবাসীগণের মধ্যে উহার মর্যাদা বাড়াইয়া তুলুন, উহার প্রচারের মধ্যে ইসলাম ও ও মুসলমানদের খেদমত নিহিত। উত্তম আমল হইতেছে আল্লাহর কিতাব এবং রসূলুল্লাহর (দঃ) সুন্নতের জন্য নসীহত করা, উহা দ্বীনেরই অংশ। আল্লাহ আমাদিগকে এবং উহার পাঠক পাঠিকাগণকে উত্তম নিয়ত ও বিশুদ্ধ জীবন সহ বাঁচাইয়া রাখুন এবং ইহাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অক্ষুণ্ন রাখুন। আমীন!

লেখক—
মওলানা আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন
মুদারিস, মাদরাসাতুল হাদীস, ঢাকা
সম্পাদক কর্তৃক অনূদিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ মহল : ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

চতুর্দশ বর্ষ	আষাঢ়, ১৩৭৪ বংগাব্দ ; রবিউল আওওয়াল, ১৩৮৭ হিঃ জুন-জুলাই, ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দ :	প্রথম সংখ্যা

تفسير القرآن العظيم

কুর্‌আন-মজীদের ভাষ্য

'আম পারার তফসীর

সূরা' আল্‌-'কারিআহ্‌

শাইখ আবদুর রহীম এম-এ, বি-এল বি-টি, কারিগ-দেওবন্দ

سُوْرَةُ الْقَارِعَةِ

সূরা আল্‌ কারিআহ্‌

এই সূরার প্রথম আয়াতে 'আল্-কারি'আহ্' শব্দ থাকায় ইহার এই নাম হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দাতা আল্লার নামে।

১। প্রচণ্ড আঘাতকারিণীটি !—১

١ اَلْقَارِعَةُ ۝

২। প্রচণ্ড আঘাতকারিণীটি কী বস্তু ?

٢ مَا الْقَارِعَةُ ۝

৩। আর কোন্ জিনিসে তোমাকে অবগত করাইল, প্রচণ্ড আঘাতকারিণী বস্তুটি কী ?—২

٣ وَمَا اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝

৪। [উহা তখন ঘটিবে] যে সময়ে মানুষ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের ন্যায় [লক্ষ্যহারা অবস্থায় ইতস্ততঃ বিচরণকারী] হইবে ;—৩

٤ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۝

১। প্রচণ্ড আঘাতকারিণী বলিয়া কিয়ামৎ বুঝানো হইয়াছে। তফসীরকারগণ কিয়ামতের এই নামকরণের কয়েকটি কারণ বর্ণনা করেন, তন্মধ্যে এখানে দুইটি বলা হইতেছে। (এক) কিয়ামতের প্রাক্কালে লোকে নিজ নিজ কাজে লিপ্ত থাকাকালে হঠাৎ 'সুরে' ফুঁ দিয়া ভয়ঙ্কর ধ্বনি করা হইবে। ঐ সুরের ধ্বনি লোকের হৃৎপিণ্ডে এমন প্রচণ্ড আঘাত হানিবে যে, উহার ফলে সকলে অজ্ঞান হইয়া পড়িবে। এই কারণে কিয়ামৎকে প্রচণ্ড আঘাতকারিণী বলা হইয়াছে। অথবা (দুই) মহাপ্রলয়ের আগে ভূমণ্ডলীয় ও সৌরমণ্ডলীয় বস্তুসমূহের মধ্যে প্রচণ্ড ঘাত-প্রতিঘাত হইতে থাকিবে বলিয়া কিয়ামৎকে প্রচণ্ড আঘাতকারিণী বলা হইয়াছে।

২। আল্লাহ তা'আলা যেখানেই ما ادراك যোগে কোন বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন সেইখানেই তাৎপর্য এই যে, ঐ বিষয়টি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অপর কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়, এমনকি রসূল-নবীদের পক্ষেও উহা সম্ভব নয়। এখানে আয়াৎটির তাৎপর্য এই যে, দুন্‌য়াতে যত বড় আঘাতই দেখিয়া বা শুনিয়া থাক না কেন ঐ প্রচণ্ড আঘাতের সামনে সে সব আঘাতই অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য। অনুরূপ ভাবে এই সূরার শেষের দিকে হাবিয়া সম্পর্কে ঐ প্রকার প্রশ্নের তাৎপর্য এই যে, ঐ আগুনের সামনে দুন্‌য়ার সব আগুনই অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য।

৩। এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, কিয়ামতে মানুষের অবস্থা হইবে ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের ন্যায় যে সব পতঙ্গ আগুনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া উহাতে পড়িয়া মরিতে যায় ; আর সূরা আল্ কমর, সপ্তম আয়াতে বলা হইয়াছে,

يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر ۝

"তাহারা কবরগুলি হইতে এমনভাবে বাহিরে আসিতে থাকিবে যেন তাহারা পরিব্যাপ্ত পঙ্গপাল [দল]।" সাদৃশ্যের বিষয়বস্তুর উল্লেখ আয়াৎ দুইটির কোনটিতেই করা হয় নাই। এ সম্বন্ধে তফসীরকারগণ বলেন

www.ahlehadeethbd.org

৫। এবং পাহাড়গুলি ধোনাই করা রঙ্গিন পশমের ন্যায় [শূন্যে উড্ডীয়মান] হইবে।—৪

٥ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ٥

৬। অনন্তর যাহার নেকীর পরিমাণ ভারী হইবে।

٦ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ

৭। সে তৃপ্তিদায়ক জীবন যাপনের মধ্যে থাকিবে।

٧ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ٥

৮। আর যাহার নেকীর পরিমাণ লঘু হইবে

٨ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ٥

৯। তাহার মা (আবাস-স্থল) হাবিয়া (জাহান্নাম)।

٩ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ٥

১০। আর কোন্ জিনিসে তোমাকে অবগত করাইল, ঐ হাবীয়া কী বস্তু?

١٠ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ٥

১১। [উহা হইতেছে] অত্যন্ত উত্তপ্ত এক প্রকার আগুন।

١١ نَارٌ حَامِيَةٌ ٥

যে, তাহারা পতঙ্গের ন্যায় দুর্বল, অসহায় ও বিভ্রান্ত অবস্থায় এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিবে। কেহই একমুখে দৌড়িবে না। আবার তাহারা সংখ্যায় হইবে পঙ্গপালের ঝাঁকের ন্যায়। তাই পঙ্গপাল যেমন একটির উপর আর একটি তার উপর তৃতীয়টি স্থান অধিকার করিয়া বসে, সেইরূপ মানুষের মধ্যে অত্যধিক ভিড় হওয়ার কারণে একজন অপরজনের গায়ে, ঘাড়ে পড়িতে থাকিবে এবং অগ্রসর হইতে থাকিবে।

৪। দুনিয়ার সকল পাহাড়ের রং একরূপ নয়। কোনটি সাদা, কোনটি লাল, কোনটি কাল ইত্যাদি। আবার এই সাদার মধ্যেও যেমন তারতম্য দেখা যায় সেইরূপ লালের মধ্যে, কালোর মধ্যে এবং অপর রংয়ের মধ্যেও তারতম্য রহিয়াছে। ফলে, ঐ পাহাড়গুলি যখন ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া উড়িতে থাকিবে তখন সেগুলি বিভিন্ন রংয়েরই হইবে। এইদিকে ইংগিত করিয়া এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, পাহাড়গুলি ধুনাই করা রঙ্গিন পশমের মত হইবে। [দেখুন সূরা আল্-ফাতির, ২৭ আয়াৎ: ঐ আয়াতে বলা হইয়াছে, "আর পাহাড়-গুলির কোন কোনটি সাদা, কোন কোনটি লাল ও কোন কোনটি কাল। আর এই সাদা, লাল, কালো ও বিভিন্ন বর্ণের"।)

www.ahlehadeethbd.org

মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

(বুলুগুল মারামের বঙ্গানুবাদ)

॥ আবু য়ুসুফ দেওবন্দী ॥

بَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ

স্মরণ-বর্ণন ও দু'আ প্রার্থনা অধ্যায়

৬৫৬। আবূ-হুরাইরা রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا مَعَ عَبْدِىْ

مَا ذَكَرَنِىْ وَتَحَرَّكَتْ بِىْ شَفَتَاهُ •

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমার বান্দা যতক্ষণ আমাকে স্মরণ ও আমার গুণগান করিতে থাকে এবং আমার যিকরে যতক্ষণ তাহার ওষ্ঠদ্বয় নড়িতে থাকে ততক্ষণ আমি [আমার রহমৎসহ] তাহার সঙ্গে থাকি।"—ইব্‌ন মাজা। ইব্‌ন-হিব্বান ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন এবং ইমাম বুখারী তাঁহার সহীহ গ্রন্থে বিনা সনদে উধৃত করিয়াছেন। সহীহ বুখারী, ১১২২ পৃষ্ঠায় এইরূপ রহিয়াছে—আবূ হুরাইয়া রাঃ রসূলুল্লাহ সঃ হইতে রিওয়াৎ করিয়া বলেন, আল্লাহ বলেন.....

৬৫৭। মু'আয ইব্‌ন জাবাল রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

مَا عَمِلَ ابْنُ اٰدَمَ عَمَلًا اَنْجٰى لَهٗ

مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ •

"আদম-সন্তান এমন কোন আমলই করে না যাহা আল্লার যিকরের তুলনায় আল্লার আযাব হইতে অধিকতর নাজাৎ-দানকারী হইতে পারে। অর্থাৎ আদম সন্তান যত কিছুই আমল করে তাহার মধ্যে আল্লার যিকরই তাহাকে আল্লার আযাব হইতে সর্বাধিক নাজাৎ দানকারী হইবে।"—ইব্‌ন আবী শাইবা ও তাবরানী, হাসান সনদযোগে।

৬৫৮। আবূ হুরাইয়া রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ

فِيْهِ اِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ

الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهٗ •

"যে কোন [মুসলিম] দল কোন মজলিসে একত্র বসিয়া সেখানে আল্লার যিকর করে সেই দলকেই রহমতের ফিরিশতাগণ ঘিরিয়া বসেন, আল্লার রহমৎ সেই দলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে এবং আল্লার নিকট যাঁহারা আছেন (মালাইকা মুকার্‌রাবূন) তাঁহাদের সামনে আল্লাহ ঐ দলের কথা [সুনামসহ] উল্লেখ করেন।"—মুসলিম।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

[২য় খণ্ড ৩৪৫ পৃঃ কয়েকটি শব্দের পার্থক্য রহিয়াছে—অনুবাদক]। ১

৩৫৯। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرُوا فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ٭

"কোন মুসলিম দল যদি কোন বৈঠকে বসে এবং তাহাতে যদি তাহারা আল্লার যিক্‌র না করে এবং নবী সঃ র উদ্দেশ্যে সলাৎ পাঠ না করে তাহা হইলে তাহাদের ঐ বৈঠক কিয়ামৎ দিবসে তাহাদের জন্য আক্ষেপে পরিণত হইবে।"—তিরমিযী ; এবং তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

[সংকলনকারী হাদীসটি যে শব্দযোগে উধৃত করেন আমরা তিরমিযীতে ঐরূপ শব্দ পাই না। আমাদের নিকট যে তিরমিযী রহিয়াছে তাহাতে হাদীসটি এইরূপ :—

مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَي نَبِيِّهِمْ اِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُمْ ٭

"কোন মুসলিম দল যদি কোন মজলিসে বসে এবং তাহাতে যদি তাহারা আল্লার যিকর না করে এবং **তাহাদের নবীর উদ্দেশ্যে** সলাৎ পাঠ না করে তাহা হইলে তাহাদের ঐ মজলিস তাহাদের জন্য [পরকালে] দণ্ডে ও ক্ষতিতে পরিণত হইবে। অনন্তর আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন এবং ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে মাফ করিবেন।"—তুহ্‌ফা (তিরমিযীর ভাষ্য) ৪র্থ খণ্ড, ২২৬ পৃঃ ; অনুবাদক। ২

৩৬০। আবূ আইয়ূব আনসারী রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

مَنْ قَالَ لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ لَـهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ

১। নির্জনে একাকী আল্লার যিক্‌র করাও যেমন বৈধ, সেইরূপ দলবদ্ধ হইয়া আল্লার যিক্‌র করার বৈধতাও এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়। ওয়ায-নসীহতের মজলিস, দীনী আলোচনা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

২। এই হাদীসে শাস্তির উল্লেখ থাকার কারণে মুমিনদের যে কোন বৈঠক, মজলিস, সভা-সমিতিতে আল্লার যিকর করা ও নবী সঃ-র উদ্দেশ্যে সলাৎ পাঠ ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। আর ইহাও প্রমাণিত হয় যে, কোন বৈঠকে আল্লার যিকর ও রসূলুল্লাহ সঃ-র প্রতি সলাৎ পাঠ করা হইলে ঐ বৈঠকে অবান্তর কথাবার্তায় যে সময় অনর্থক নষ্ট করা হয় তাহা মাফ হওয়ার আশা করা যাইতে পারে।

www.ahlehadeethbd.org

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ •

"আল্লাহ ছাড়া কোনই মা'বূদ নাই ; তিনিই একমাত্র মা'বূদ ; তাঁহার কোনই অংশী নাই ;

وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيْلَ •

"যে ব্যক্তি এই যিক্‌রটি দশ বার বলে সে ঐ লোকের মত হয় যে লোক ইসমা'ঈল (আঃ) এর বংশধর হইতে চারি জন গোলামকে আযাদ করে। ৩ যিক্‌রটি এই :—

৩। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম তাঁহাদের সহীহ হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে এবং ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে আবূ আইয়ুব আনসারীর যে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে يُحْيِي وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ অংশটি নাই। অধিকন্তু সহীহ বুখারীর হাদীসটিতে চারিজন গোলামের স্থলে একজন গোলামের উল্লেখ রহিয়াছে (বুখারী, ৯৪৭ পৃষ্ঠা ; সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড, ৩৪৪ পৃঃ ; এবং তিরমিযীর ভাষ্য তুহ্‌ফা ৪র্থ খণ্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা।

তারপর, সহীহ বুখারীর একজন গোলাম সম্পর্কিত হাদীসটি সম্পর্কে সংকলনকারী তাঁহার সহীহ বুখারীর ভাষ্যে বলেন যে, অধিকাংশ সহীহ রিওয়ায়াতে চারিজন গোলামের উল্লেখ দেখা যায়। কাজেই বুখারীর একজন গোলাম সম্পর্কিত হাদীসটি 'বিরল' (شاذ) বলিয়া গণ্য হইবে এবং অপরগুলিকে যথাযথভাবে সংরক্ষিত (محفوظ) গণ্য করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে আমার বলার কিছু নাই। একজন ইসমাঈল-বংশীয় গোলাম আযাদ করার সওয়াবই কি আর কম!

এখন অতিরিক্ত শব্দগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই অতিরিক্ত শব্দগুলি সংযোজনের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছে (দেখুন কাস্‌তাল্লানী ৮ম খণ্ড, ২২৮—৯ পৃঃ)। এ সম্পর্কে মুহাদ্দিসদের সর্বসম্মত মত এই যে, যে শব্দযোগে যে দু'আ বা যে যিকর সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সঃ যে সুসংবাদ দিয়াছেন কেবল মাত্র সেই শব্দযোগে ঐ দু'আ বা ঐ যিকর করা হইলে ঐ সুসংবাদ লাভের অধিকার জন্মে ; অন্যথায় নহে। ফরয নামাযের রাক'আত সংখ্যার ন্যায় ইহাও অক্ষরে অক্ষরে পালনীয় (توقيفي)। উহাতে বৃদ্ধি বা সংকোচন করা হইলে হাদীসে বর্ণিত সওয়াব লাভের কোনই নিশ্চয়তা থাকিতে পারে না। বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযীতে যে যিকর দশ বার পড়ার ফল হিসাবে এক বা চারিজন ইসমা'ঈলীয় গোলাম আযাদ করার সওয়াবের অনুরূপ সওয়াবের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেছে এই :

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ •

ইহা ছাড়া এই ধরণের আরো অন্যান্য যিকর পাঠ করিতে কোন দোষ নাই। তাহাতেও বহু সওয়াব পাওয়া যাইবে। কিন্তু সেগুলি সম্পর্কে এই ধরণের কোন প্রতিশ্রুতি না থাকায় এই ধরণের সওয়াবের আশা করা চলিবে না। অপর যিকরও পড়ুন। যথা পড়ুন,

www.ahlehadeethbd.org

রাজক্ষমত, একমাত্র তাঁহারই এবং প্রশংসাও একমাত্র তাঁহারই। একমাত্র তাঁহারই হাতে রহিয়াছে সকল মঙ্গল ; তিনিই জীবন দান করেন ; তিনিই মরণ দেন ; আর তিনি প্রত্যেক ব্যাপারে ক্ষমতাবান।"—বুখারী ও মুসলিম।

৩৬১। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ۔

"কেহ যদি এক শত বার سبحان الله وبحمده বলে তাহা হইলে তাহার পাপ সমুদ্রের ফেনার সমান হইলেও উহা অপসারিত (মাফ) হইয়া যায়। سبحان الله وبحمده এর অর্থ এই ঃ "আল্লার প্রশংসা সহকারে আমি তাঁহার পবিত্রতা, দোষ-ত্রুটিশূন্যতা ঘোষণা করিতেছি।"

৩৬২। হারিসের কন্যা [নবী সঃ র স্ত্রী] জুওইরিয়া রাঃ বলেন,

[একদা রাসূলুল্লাহ সঃ ফজর নামায পড়িয়া সকাল সকাল কোথাও বাহির হইয়া যান, আর আমি আমার নামাযের স্থানে বসিয়া তসবীহ পড়িতে থাকি। অনন্তর এক প্রহর বেলা হইলে তিনি ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে, তখনও আমি তসবীহ পড়িতেছি। ঐ সময়ে] রসূলুল্লাহ সঃ আমাকে বলেন—

لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ ۔

"তোমার নিকট হইতে চলিয়া যাইবার পরে আমি এমন চারিটি কথা বলিয়াছি যে, তুমি আজ সকাল হইতে যাহা বলিয়াছ তাহার সহিত ঐ কথাগুলি ওযন করিলে উহা ওযনে তাহার সমান হইবে। উহা এই ঃ

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ۔

এই প্রসঙ্গে আর একটি উদাহরণ দিতেছি। রসূলুল্লাহ একটি দু'আ উল্লেখ করিয়া বলেন যে, মুআযযিন যখন আযান দিতে থাকে তখন শ্রোতা যদি ঐ বাক্যগুলির পুনরাবৃত্তি করে এবং আযান শেষে যদি এই দু'আ করে তাহা হইলে তাহার জন্য আমার শাফা'আৎ অবধারিত হয়। ঐ দু'আটি সম্পর্কে আমার উস্তাদ মরহুম মওলানা মুহম্মদ ইস্‌হাক বর্ধমানী (রহঃ) মিশকাৎ পড়াইবার সময় বলিয়াছিলেন যে, কেহ কেহ الوسيلة والفضيلة র পরে الدرجة الرفيعة বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। ঐরূপ বৃদ্ধি করিয়া যে ব্যক্তি দু'আ করে সে হযরতের শাফা'আৎ নাও পাইতে পারে। কারণ ইহা বলা সঙ্গত হয় না যে, সে হযরতের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করিল

www.ahlehadeethbd.org

Contents

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ عَدَدَ خَلْقِهٖ

وَرِضٰى نَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ

তরজমা : "আল্লাহ তা'আলার মখলূকাতের সংখ্যার সমান, তাঁহার নিজের সন্তোষ ও তাঁহার আরশের ওযন পরিমাণ এবং তাঁহার বাণীসমূহের সমান সংখ্যক (অর্থাৎ অসংখ্য) প্রশংসাসহকারে আমি তাঁহার নিষ্কলুষতা ও পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি।"—মুসলিম।

৩৬৩। আবূ সাঈদ খুদরী রাঃ বলেন রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

اَلْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ •

"চিরস্থায়ী নেকীর কাজ হইতেছে এই (পাঁচটি) কথা বলা। ৪

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ

اَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

اِلَّا بِاللّٰهِ •

তরজমা : "আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নাই; আল্লাহ পবিত্র; আল্লাহ সবচেয়ে বেশী মহান; প্রশংসা আল্লারই এবং আল্লার সাহায্য ব্যতিরেকে পাপ হইতে নিবৃত্তও থাকা যায় না এবং নেক কাজের ক্ষমতাও আসেনা।"—নাসা'ঈ। ইব্ন-হিব্বান এবং হাকিম ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

৪। ইহার তাৎপর্য এই যে, এই কথাগুলির যিকর যে কেহ করিবে সে তাহার মৃত্যুর পরেও ইহার সওয়াব সদ্কা জারিয়ার ন্যায় পাইতে থাকিবে।

www.ahlehadeethbd.org

نحمد الله العظيم ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت السميع العليم ٠

[অনিবার্য কারণে অনেকদিন পর্য্যন্ত মসলা-মাসায়েল সংক্রান্ত জওয়াবদান বন্ধ ছিল। আল্লার ফযলে অপরিহার্য অসুবিধার কারণসমূহ দূরীভূত হইয়াছে। অনেক জিজ্ঞাসার সংক্ষিপ্ত উত্তর পত্রযোগে ইতিমধ্যেই প্রদান করা হইয়াছে এবং হইতেছে। তজুমানের বর্তমান সংখ্যায় দুইটি মসআলার আলোচনা করা হইতেছে। ইনশা আল্লাহ এখন হইতে প্রতি সংখ্যায় গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসাসমূহের উত্তর প্রমাণপঞ্জীসহ প্রকাশিত হইতে থাকিবে —লেখক]

১। আযান সম্পর্কে একটি জিজ্ঞাসা

প্রশ্ন—আযানে হাই 'আলাস সালাহ কেবল ডানদিকে এবং হাইআলাল ফালাহ শুধু বামদিকে বলা হয় কেন ? একদিকের লোকদিগকে নামাযের জন্য এবং অপরদিকের লোকদিগকে মুক্তির জন্য আগমন করার আহ্বান জানানোর তাৎপর্য কি ? উভয়দিকে একবার করিয়া হাই 'আলাস সালাহ এবং একবার করিয়া 'হাই 'আলাল ফালাহ' উচ্চারণ করা চলে কি না ? —প্রশ্নকারী

মৌঃ আবদুর রাযযাক, দিনাজপুর

উত্তর—

প্রশ্নকারীর মনে যে জিজ্ঞাসা জাগ্রত হইয়াছে উহা অনেকের মনেই জাগিতে পারে। আর সত্যই অতীতেও এই ধরণের প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে এবং এখনও হয়। কারণ একথা সত্যই যুক্তিসাপেক্ষ যে, আযানে যেহেতু "হাই 'আলাস সালাহ" শব্দগুলি দ্বারা নামাযের জন্য আহ্বান এবং "হাই 'আলাল ফালাহ" দ্বারা মুক্তি ও কল্যাণের জন্য আহ্বান জানান হয়, সুতরাং উভয় দিকেই নামায এবং মুক্তির জন্য ডাকা বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ হাই 'আলাস সালাহ ১ম বার ডাহিনদিকে মুখ ঘুরাইয়া এবং দ্বিতীয়বার বামদিকে মুখ ঘুরাইয়া এবং অনুরূপ ভাবে হাই 'আলাল ফালাহ ১ম বার ডাহিনদিকে মুখ ঘুরাইয়া এবং দ্বিতীয়বার বামদিকে মুখ ঘুরাইয়া বলা যুক্তির দিক দিয়া সুসঙ্গত। অনেক প্রসিদ্ধ ফকীহও এই কথাই বলিয়াছেন যে, ক্বিয়াস ইহাই চায়। শাইখ তাকীউদ্দীন ইবনে দাকীকুল ঈদ স্বীয় কিতাব উমদাতুল আহকামের শরায় শাফেয়ী মযহাবের ফকীহ কাফফাল মারওয়াজীর ঐ মত নকল করিয়াছেন। হানাফী মযহাবের জনপ্রিয় গ্রন্থ হেদায়ার শরাহ ফতহুল কাদীরের শরাহতে (শরাহ ফতহুল কাদীর) এবং বুখারীর শরাহ ইরশাদুস্ শারী-তে ঐরূপ করাকে ক্বেয়াসের সহিত সুসমঞ্জস বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ইবনে দাকীকুল ঈদ এবং আল্লামা কসতল্লানী ঐরূপভাবে দুইদিকে আহ্বান

www.ahlehadeethbd.org

করাকে কেয়াসসম্মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াও মন্তব্য করিয়াছেন যে, 'হাই 'লালাস সালাহ' দুইবারই ডানদিকে ঘুরিয়া এবং 'হাই 'আলাল ফালাহ' দুইবারই বামদিকে ঘুরিয়া বলাই হাদীস-সম্মত।

প্রকৃত কথা এই যে, শরীঅতের মস'আলা কিয়াস বা যুক্তির উপর নির্ভরশীল নয়। যেমন হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, দ্বীনের মু'আমেলা যদি রায়-কিয়াস তথা যুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত তাহা হইলে মোজার উপরাংশ অপেক্ষা নিম্নাংশ মাসাহ করিতে হইত।" কিন্তু দ্বীনের প্রতিটি বিষয় রসূলুল্লার (দঃ) শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। তিনি যাহা শিক্ষা দিয়াছেন এবং যেভাবে শিক্ষা দিয়াছেন তেমনভাবেই তাহা করিতে হইবে।

আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ বিন আব্দ রাব্বিহী সাহাবী—স্বপ্নযোগে ফেরেশতার মারফত নামাযের জন্য আহ্বান জানানর পদ্ধতি শিক্ষা করিয়া রসূলুল্লার (দঃ) খেদমতে উহা বলায় তিনি বলিয়াছিলেন

انها لرؤيا حق ان شاء الله

'ইন্‌শা আল্লাহ ইহা সত্য স্বপ্ন'

অতঃপর তিনি উহা বেলাল (রাঃ)কে শিখাইয়া দিতে বলিলেন। বেলাল (রাঃ) উহা শিখিয়া সেই মুতাবিক আযান দিলেন। উহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) গৃহ হইতে দ্রুত হযরতের (দঃ) খেদমতে হাজির হইয়া বলিলেন, "আমিও স্বপ্নে ঠিক এইরূপ আযান শ্রুত হইয়াছি।" (আবূদাউদ) ইমাম ইসহাক ইবনে রাহ্‌ওয়াহ (রহঃ) তদীয় মসনদে এতদসংক্রান্ত যে হাদীস সঙ্কলন করিয়াছেন —যাহা হাফিয যয়লয়ী তদীয় নসবুর রায়াহ তে (১ম খণ্ড : ২৮৫ পৃঃ) সহীহ সনদে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে, ফেরেশতা আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ বিন আব্দ রাব্বিহীকে স্বপ্নে আযান শিক্ষাদান কালে আল্লাহু আকবর হইতে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ পর্যন্ত কেবলামুখী হইয়া বলিলেন। অতঃপর

قال عن يمينه حيى على الصلوة مرتين ثم قال عن يساره حى على الفلاح مرتين •

তিনি ডানদিকে মুখ ঘুরাইয়া দুইবার 'হাই 'আলাস সালাহ' বলিলেন, তৎপর বাম দিকে মুখ ঘুরাইয়া দুইবার 'হাই 'আলাল ফালাহ' বলিলেন।"

এই হাদীসের সনদ ও রাবীদের সম্বন্ধে নসবুর রায়াতে (১ম খণ্ড : ২৬৭ পৃঃ) বলা হইয়াছে।

وهذا رجال الصحيح وهو متصل

এই হাদীসের রাবীগণ সহীহ বুখারীর পুরুষ এবং উহার সনদ মুত্তাসিল—সংযুক্তসূত্র।

ইবনে হযম তদীয় মুহাল্লায় (৩য় খণ্ড, ১৫৮ পৃঃ) বলিয়াছেন,

هذا اسناد فى غاية الصحة

'এই সনদ চূড়ান্ত সহীহ'।

তাবারাণীর সগীর গ্রন্থে অপর একটি হাদীসে বলা হইয়াছে, হযরত বিলাল (রাঃ) আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলার পর

ثم ينحرف عن يمين القبلة فيقول حي على الصلوة مرتين ثم ينحرف عن يسار القبلة فيقول حى على الفلاح مرتين •

"তিনি কিবলার ডানদিকে মুখ ঘুরাইতেন এবং দুইবার 'হাই 'আলাস সালাহ' বলিতেন, অতঃপর কিবলার বামদিকে মুখ ঘুরাইয়া দুইবার 'হাই আলাল ফালাহ' বলিতেন।"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এই হাদীস মাষ্ মাউয্ যাওয়ায়েদ ১ম খণ্ড— ৩২৯ পৃঃ এবং মুস্তদরক হাকিম, ৩য় খণ্ড ৬০৭ পৃষ্ঠায় সঙ্কলিত হইয়াছে।

উপরোক্ত হাদীসদ্বয় দ্বারা যাহা সাব্যস্ত হইল তাহাই আমল করিতে হইবে। হাদীসের মুকাবেলায় কয়াসের কোনই মূল্য নাই।

২। মসবুকের নামায

প্রশ্ন কোন মুসল্লী মাগরিবের নামাযে ইমামের সহিত মাত্র ১ রাকাত পাইল অথবা এশার নামাযে মাত্র ২ রাকাত পাইল এই অবস্থায় সেই মুসল্লী কি ভাবে অবশিষ্ট নামায আদায় করিবে ?

উত্তর—

এ সম্বন্ধে আলিমদের মধ্যে দুই প্রকার মত দেখিতে পাওয়া যায়।

قوم قالوا : ان ما ياتي به بعد سلام الامام هو قضاء وان ما ادرک هو ليس اول صلاته وقوم قالوا : ان الذی یاتی به بعد سلام الامام هو اداء وان ما ادرک هو اول صلاته •

একদল বলেন, ইমাম ছালাম ফিরানোর পর মুকতাদী যে নামায পড়িবে উহা তাহার 'কাযা' বলিয়া গণ্য হইবে। এবং সে ইমামের সঙ্গে যে নামায পাইয়াছে উহা তাহার নামাযের প্রথম অংশ নহে। (অর্থাৎ উহা যেমন ইমামের নামাযের শেষাংশ মাসবুক মুক্তাদিরও উহা তেমনি শেষাংশ ; যাহা পায় নাই তাহাই প্রথমাংশ) আর একদল বলেন, ইমামের ছালাম ফিরানোর পর মসবুক মুক্তাদি যাহা পড়িবে উহা তাহার 'আদায়' বলিয়া গণ্য হইবে। ইমামের সহিত সে যে নামায পাইয়াছে তাহাই হইবে তাহার প্রথম নামায অর্থাৎ ইমামের সহিত তাঁহার নামাযের শেষাংশে সে এক বা দুই রাকাত যাহা পাইল তাহা ইমামের নামাযের শেষাংশ হইলেও সেই মসবুক মুক্তাদির জন্য হইবে তাহার নামাযের প্রথমাংশ। [বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ১ম খণ্ড, ১৪৮ পৃঃ]

যাঁহারা ইমামের সহিত পাওয়া মসবুক মুক্তাদীর নামাযকে তাহার শেষাংশ নামায বলিয়া গণ্য করেন তাঁহাদের অভিমত এই যে, মুকতাদী ইমামের সহিত মাগরিবের নামাযের এক রাকাত পাইলে ছালামের পর উঠিয়া পর পর ২ রাকাত বিনা উপবেশনে এবং মাঝে তাশাহহুদ না পড়িয়া সশব্দে কেরাত ইত্যাদি পড়িয়া লইবে। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) বুখারী শরীফের শরাহ ফয়যুল বারীতে (১ম খণ্ড, ১৮৬ পৃঃ) এই প্রসঙ্গে বলেন,

ترتيب صلاة المسبوق عندنا كترتيب صلاة الامام فما يصليها مع امامه هو اخر صلاته وما يقضيها بعده هو اول صلاته •

আমাদের অর্থাৎ হানাফীদের মতে মসবুকের নামাযের তরতীব ইমামের নামাযের তরতীবেরই মত। সুতরাং সে ইমামের সঙ্গে যে নামায পড়িবে উহাই তাহার নামাযের শেষাংশ আর তাহার নামায শেষ হওয়ার পর অবশিষ্ট নামায যাহা পড়িবে উহা তাহার প্রথম নামাযের অংশ রূপে পরিগণিত হইবে।

এই মত পার্থক্যের প্রধান কারণ এই যে, এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (দঃ) এর বাচনিক যে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে

www.ahlehadeethbd.org

উহার অর্থ লইয়াই মতভেদ দেখা দিয়াছে। সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রাহ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,

فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا

তোমরা (ইমামের সহিত) যাহা পাও তাহা পড়িয়া লও আর যাহা তোমাদের ছুটিয়া গিয়াছে তাহা পূরণ করিয়া লও।" (বুখারী—ফত্হুল বারী সহ, ২য় খণ্ড : ৮১ পৃঃ)

আর সহীহ মুসলিমে উক্ত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হইতে অন্য সনদে বর্ণিত হাদীসে আছে,

صل ما ادركت واقض ما سبقك

(ইমামের সহিত) যাহা পাও তাহা পড় এবং যাহা পূর্বে হইয়া গিয়াছে তাহা আদায় কর।

বুখারীর 'আতেম্মূ' এবং মুসলিমের 'ওয়াক্যে' শব্দদ্বয়ের অর্থ ও তাৎপর্য লইয়া উভয় মতের সমর্থক ওলামায়ে মুহাক্কেকীন সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। তাহাদের আলোচনা অনেকটা শাব্দিক বাহাসে পর্যবসিত হইয়াছে। আমাদের নিকট—হাফিয ইবনে হজর আসকালানী উভয় মতের সমন্বয় সাধন করিয়া যে সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন তাহাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত এবং প্রমাণসিদ্ধ। তিনি বলেন,

والحاصل ان اكثر الروايات ورد بلفظ فاتموا واقلها بلفظ فاقضوا •

"সারকথা এই যে, অধিকাংশ রেওয়াতেই 'ফা আতেম্মূ' শব্দে আসিয়াছে এবং খুব অল্পস্থানে ফাকযু উল্লেখিত হইয়াছে।" তারপর তিনি বলিয়াছেন যে, উভয় শব্দের অর্থ এক এবং হাদীসের রাবীগণও প্রায় একরূপ। উভয়ের অর্থই পূরণ করা। ইমাম নওবী সহী মুসলিমের টীকায় লিখিয়াছেন. 'কাযা'র অধিক ব্যবহার হইয়াছে কোন কিছু সম্পন্ন করার অর্থে যেমন—কুরআনে বলা হইয়াছে, فان قضيتم مناسككم যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করিবে.... (নববী ১ম খঃ ২২০ পৃঃ)।

হাফিয ইবনে হজর এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর লিখিতেছেন,

فلا حجة فيه لمن تمسك برواية فاقضوا على ان ما ادركه المأموم هو اخر صلاته •

যাহারা ফাকযূ এর রেওয়ায়ত দ্বারা মাসবূক মুক্তাদী ইমামের সহিত পাওয়া নামাযকে তাহার নামাযের শেষাংশরূপে গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের দাবী উহা দ্বারা সাব্যস্ত হয় না।

সুতরাং মগরিবের ওয়াক্তে ইমামের সহিত ১ রাকাত পাইলে ইমামের সালামের পর—সূরা ফাতিহার সহিত অন্য একটি সূরা মিলাইয়া সশব্দে পাঠ করিয়া এক রাকাত পূর্ণ করিয়া তাশাহহুদ পড়িবে। অতঃপর বাকী এক রাকাত কেবল ছুরা ফাতিহা মনে মনে পড়িয়া নামায সম্পূর্ণ করিবে।

ইমাম মালিক যুহরী হইতে তিনি সাঈদ বিনে মুসাইব হইতে এই মর্মেই মসলার উল্লেখ করিয়াছেন। (দেখুন মুওয়াত্তা মালিক মুসাফ্ফা সহ ১ম খঃ ১৪৯ পৃঃ)

ঐ একই নিয়মে এশার বাকী নামায মাসবূক মুক্তাদীকে সমাধা করিতে হইবে। খোলাসা কথা এই যে, মুক্তাদী ইমামের পিছনে যতটুকু নামায

www.ahlehadeethbd.org

পাইবে উহাকেই তাহার নামাযের প্রথম অংশ গণ্য করিয়া অবশিষ্ট রাকাতকে তাহার নামাযের শেষাংশের তরতীবে পড়িয়া লইবে।

সর্বশেষে আল্লামা নওয়াব সিদ্দীক হাসান মরহূমের এ সম্পর্কিত মত উধৃত করিয়া আমাদের আলোচনা শেষ করিতেছি।

কিন্তু হযরত ওমর, হযরত আলী, হযরত আবূ দাউদ ইবনে ওমর প্রভৃতি বিশিষ্ট সাহাবীগণ হইতে যাহা প্রমাণিত হইয়াছে তাহা এই যে, ইমামের সহিত মুক্তাদী যে নামায পাইল উহাই তাহার প্রথম নামায। অনেক তাবেয়ীও এই মত পোষণ করিয়া গিয়াছেন। এ সম্পর্কিত বয়হকীর রেওয়ায়ত নিম্নে উধৃত হইল:

ان عمر بن الخطاب وابا الدرداء رضى الله عنهما قالا ما ادركت من اخر صلاة الامام فاجعله اول صلوتك قال الشيخ وقد روينا عن سعيد بن المسيب وعطا ابن ابى رباح والحسن بصرى ومحمد بن سيرين وابي قلابة وعن قتادة ان على بن ابى طالب رضي الله عنه قال ما ادركت مع الامام فهو اول صلاتك وفى المعرفة له عن ابن عمر باسناد صحيح كما فى الجوهر النقي

তিনি বলেন,

وهرچه باامام دريافته اول نماز مؤتم ست وهمين ست قول راجح ومذهب صحيح •

যাহা কিছু ইমামের সহিত পাইবে মুক্তাদীর উহাই প্রথম নামাযরূপে গণ্য করিতে হইবে—এইদিকেই অধিকাংশের মত ঝুকিয়াছে এবং উহাই সহীহ মযহব। [বুদূরুল আহিল্লাহ ৬৫ পৃঃ)

মোহাম্মদ আলীমুদ্দীন—

তৃষ্ণার্তি

—শামসুর রহমান রেজা

ইচ্ছারা ফিরে আসে হৃদয়ের অন্ধকার খোপে,
এক ঝাঁক পোষমানা সাংসারিক পায়রার মত;
বিধ্বস্থ হয় কিছু বাস্তবের আগ্নেয় কোপে।
কামনার তক্ষক ফনা তুলে নাচে ইতস্ততঃ।

নিরক্ষীয় উষ্ণতায় ঝলসানো শ্যাম আস্তরণ,
আমার একক সুধা স্পর্শময় শিশু পৃথিবীর;
এখনো অবাধ নয় দামঘন হৃদে সন্তরণ
বিস্বাদ লাগে আজ সন্তপ্ত লবনাক্ত নীর।

আশার নক্ষত্র জ্বলে নীলকান্ত হীরকের মত,
মেলে রাখে সঙ্গহীন অবিচ্ছেদ চলার নির্দেশ।
পাঁজর আমার আজ ব্যর্থতার বেয়োনিটে আহত
কবিতার আতিশয্য তৃষ্ণার্তিতে সব নিঃশেষ।

ম'রে গেছে স্মরণীয় দৃশ্য পান্থী দর্শকের চোখ
জীবনের অধ্যয়নে শুধু দেখি রুদ্ধবাক শোক।

www.ahlehadeethbd.org

শয়তানী ধোকা

আবুল কাছিম কেশরী—

শয়তানী ধোকা হ'তে বাঁচিবে সকলে,
আল্লাহ পাক ইহা সদা মানবেরে বলে।
ভ্রান্ত মানব বুঝেও বুঝেনা তা কভু,
তবুও সতর্ক করেছিলেন মহাপ্রভু।
কিরূপে মানুষে ধোকা দেয় সে শয়তান,
কিছ্ছা তাহার এক করি যে বয়ান।

কোন এক দেশে এক গাছের পূজায়,
মত্ত ছিল বোকা মূর্খ লোকেরা তথায়।
মানত মানিত ভেট চড়াইত গাছে,
নজরানা দিত—সুফল পাইবেক পাছে!
এইরূপে শেরেকিতে লিপ্ত ছিল সবে,
জানিত না ভবিষ্যতে তাদের কি হ'বে।

সেই দেশে ছিল দরবেশ একজন,
নিরত রহিত খোদা-ধ্যানে তার মন।
হেরিয়া এমন অনাচার তার হৃদে,
কাঁটার মতন জ্বালাসহ যেন বিঁধে।
না হেরি উপায় লয় কুঠারতে হাতে,
চলিলেন তিনি সেই বৃক্ষটী নিপাতে।

চালাবে কুঠার সেই গাছের গোড়ায়,
দেখিলেন বৃদ্ধ এক পথে চলে যায়।
জ্ঞান-বৃদ্ধরূপী সেই ইবলীছ শয়তান,
আসিল নিকটে তার হয়ে পেরেশান।
দার্শনিক যুক্তি দিয়া শুধাইল তারে,
কেন এই গাছটিরে চাও কাটিবারে?

এই বৃক্ষ করে নাই কভু কারো ক্ষতি,
সকলেরে ছায়াদান করে থাকে অতি।
তাপিত মানব এই গাছের ছায়ায়,
বসিয়া আরামে ক্লান্ত শরীর জুড়ায়।

এই গাছ কাটা কভু মুনাছিব নয়,
গাছের এই দোষ নহে, মানুষের হয়।

দোষ যাহা করিবার করিতেছে নর,
বদ্‌লা লওয়া ঠিক নহে গাছের উপর।
উচিত তুমি হেন দরবেশের,
হেদায়েত করা ভ্রান্ত পাপী মানুষের।
দেখাইয়া দেওয়া অপরাধ তাদের,
গাছ নহে, একমাত্র আল্লাহ কাদের।

ইহা শুনি দরবেশ কুঠারে ঠেলিয়া,
দাঁড়াইল ইবলীছের সম্মুখে যাইয়া।
দিলেন জবাবে তারে বিশ্বস্ত প্রমাণ,
ন্যায়বান যুক্তি ছিল, ছিল খুব শান।
কহিলেন তিনি—শুন হে জ্ঞানী প্রবর!
বুঝিলাম মনে প্রাণে তোমার ওজর।

কিতাবেতে আমি দেখিয়াছি সবিস্তার,
তোমারে জানাই নিখুঁত খবর তাহার।
আল্লাহর নামে এক গাছের তলায়,
বায়াত গ্রহণ করে ছাহাবা সবায়।
পিয়ারা রছুল এই দীক্ষা কারে দান,
"হয় জয়, নয় ক্ষয়"—শিক্ষাটী মহান।

সকলে জানিত এরে "বাইতুশ শাজার"

কালক্রমে শুরু হলো ভক্তির অপার।
পবিত্র বলিয়া এই বৃক্ষটীরে সবে,
অতিরিক্ত ভক্তিভরে দেখিত এ ভবে।
ইহা দেখি হযরত খলিফা ওমর,
কাটিলেন বৃক্ষটীরে না রেখে গুমর।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শুন জ্ঞানীবর, যুক্তি শাস্ত্রের প্রমাণ,
যাহার কারণে হয় দোষের বিধান।
করিতে হইবে দূর অবশ্য তাহারে,
হিদায়েত করিবেক ক'জন কাহারে।
এই হেতু গাছটীরে কাটিব নিশ্চয়,
তবেই হইবে পাপ প্রবৃত্তির ক্ষয়।

অন্ধজন বুঝিবেক গাছ খোদা নহে,
অপদার্থ বৃক্ষ হেতু নর পাপে দহে।
এ গাছ কাটিলে তবে বুঝিবেক নর,
এর পূজা করে যারা তাহারা বর্বর।
বুঝিবে সকলে ইহা জঘন্য অন্যায়,
অবশ্য কাটিব গাছ শুন মহাশয়।

কুঠার লইয়া হাতে গাছ কাটিবারে,
ফিরে দাঁড়াইল দরবেশ নির্বিকারে।
যুক্তিতে হারিয়া মরদুদ শয়তান,
বিছাইল কুটিল নীতির জাল খান।
দরবেশে হেরি, সদাসিধা লোক ভালো,
তুলে ধরে সামনেতে ধর্মের আলো।

কহিল সে—শুনুন সাহেব মন দিয়া,
শান্তি কি পাবেন শুধু এগাছ কাটিয়া?
জরুরী কি ইহা কন আপনার 'পরে?
কত স্থানে কতরূপে লোকে পাপ করে।
সে সব পারেন কভু করিবারে রোধ?
এ গাছটি না কাটিবেন করি অনুরোধ।

আপনি তো করেন না—এগাছের পূজা?
আপনার হইবে না পাপ—কথা সোজা।
আল্লাহ হন সকল শক্তির আধার,
যা'কিছু করেন সকলি ক্ষমতা তার।
তাঁহার ইচ্ছায় সকলি তো হয় তবে
কেন এ বৃক্ষেরে তিনি পাঠালেন ভবে?

কেন না মারেন তিনি এহেন বৃক্ষেরে?
ধ্বংস হলে গায়েবী শক্তিতে—কে রক্ষেরে!
তাহা যবে হয় নাকো—তবে তুমি কেন,
সময় করিছ নষ্ট ক্ষতি করে হেন?

এবাদত বন্দেগীতে সদা রহ রত,
খোদা রাখিবেন আপে কল্যাণে নিরত।

দরবেশ সাধাসিধা ছিল, ছিল ধীর,
হৃদয়ে তাহার ছিল আকল্ গভীর।
উন্নত শিরে কহিলেন—শুন ভাই,
কূট নীতি—কুমন্ত্রণা, কুচক্রান্তে নাই।
নিশ্চয় কাটিব আমি এই বৃক্ষ বরে,
কুঠার লইল হাতে কাটিবার তরে।

পলিদ হেরিল যদি তার চক্র জাল,
কোনরূপ হলোনাকো যদিচ বহাল।
যত যুক্তি, কূটনীতি হইল বিফল,
দরবেশ তারে যদি করিল বিকল।
তখনি জাগিল তার পাপদগ্ধ চিতে,
দরবেশে জোর করি' ধরি' বাধা দিতে।

দুইজনে হুড়াহুড়ি ধরাধরি করে,
অবশেষে দরবেশ ফেলে জমি পরে।
শয়তানের বুকে যবে বসিল চাপিয়া,
ভয়েতে তাহার হিয়া উঠিল কাঁপিয়া।
আর কূট জাল তবে বিছাইয়া দিল,
দরবেশে নানা ভাবে তুষিতে লাগিল।

শুনুন ছাহেব কান দিয়া মোর কথা,
মোর সাথে করিছেন বিবাদ অযথা।
আপনি গরীব লোক পর ভোজী হ'য়ে;
বহু কষ্টে যাপিছেন ক্ষুব্ধমন লয়ে।
কত লজ্জা আছে তাতে কত অপমান,
ছেলে মেয়ে ভুগিতেছে দুঃখের ভোগান।

এতে কি নিজের মনে হয় নাকো কষ্ট?
ছাহেব বলুন দেখি মন খুলে স্পষ্ট!
আমি শুধু আপনার হিতের লাগিয়া,
এত কথা বলিতেছি যাচিয়া যাচিয়া।
আমি যাহা কহি তাহা ক্ষতি তরে নয়
যেন তব মহা উপকার তাতে হয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ফিরে যাও ঘরে মিয়া গাছ না কাটিবে,
প্রতিদিন তিন তিন আশরফী পাইবে।
জায়-নামাযের নীচে পাবে নাহি ভুল,
তাহা দিয়ে পুণ্য কাজ করিবে অতুল।
গাছ কেটে এক পুণ্য, পুঁতে যদি ফের,
আবার চলিবে ভবে গুণাহের জের।
স্বল্প জ্ঞানী দরবেশ ফেরেবে পড়িল,
হিতাকাংখী ভেবে তার বাক্যেরে ধরিল।

টাকার লোভেতে সাধু হইল মশগুল,
প্রলোভনে টানিয়া আনিল মহাভুল।
ছিল তার পরিবারে টাকার দরকার,
গাছ না কাটিয়া ঘরে ফিরে আপনার।

পরদিন হতে রোজ সকাল বেলায়,
মোছল্লার নীচে তিন গিনি খুঁজে পায়।
লালসা তাহার যবে ভুলাইল মন,
চতুর্থ দিবসে গিনি আসে না তখন।
দরবেশ রাগি' চলে গাছ কাটিবারে,
এইবার কোন্ জন রুখিবারে পারে?

পথমাঝে দেখা হলো সেই বৃদ্ধ সনে,
ঘাড়েতে কুঠার আর সংকল্প মনে।
বৃদ্ধ কহিল তবে—কোথা যান ভাই?
দরবেশ কহে—গাছ কাটিবারে যাই।

হাসিয়া তখন দরবেশেরে বৃদ্ধ কয়,
সে গাছ কাটিতে তোর ক্ষমতা না হয়।

তবুও চলিল দরবেশ বৃক্ষপানে,
ফিরাইল শয়তান তারে হেঁচকা টানে।
কথা কাটাকাটি, ধরাধরি, বাড়াবাড়ি,
অবশেষে শুরু হলো খুব মারামারি।
দরবেশে জোরে ধরি ফেলিয়া যমিনে,
বুকেতে বসিল যেয়ে পলিদ কমিনে।

ইহা দেখি দরবেশ হইল অবাক,
শুধায় বৃদ্ধেরে—বল, কেন এ বিপাক?
সেদিনের চেয়ে তুমি হও নাই তাজা,
তবুও আমারে দিলে এত বড় সাজা!
অর্থ পেয়ে ভাল খেয়ে হ'য়ে বলবান,
তবুও তোমার কাছে হই হয়রান?

গম্ভীরে কহিল বৃদ্ধ—শুনরে নাদান,
শতজন বলে মম না হ'বে সমান।
শারীরিক বলে আমি পুছিনা কাহারে,
খোদা বলে বলীয়ান, ভয় শুধু তারে।
সে বল গিয়াছে চলি' খেলে যবে টাকা,
রূহানী তাকত তব হ'য়ে গেছে ফাঁকা।

(ইমাম গাযালী রহঃ হইতে)

www.ahlehadeethbd.org

মিশনারী তৎপরতার আর এক দিক

আলহাজ্ব আবদুল নঈম চৌধুরী বি, এল,

বিগত কিছু দিন যাবৎ পাকিস্তানের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় মিশনারী তৎপরতা সম্বন্ধে বহুবিধ আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে। এরূপ আলোচনার ফলে দেশের জনসাধারণ মিশনারী তৎপরতা সম্বন্ধে বহু বিষয়ে জানার সুযোগ পাইয়াছে। মিশনারীগণ তাহাদের তথাকথিত সেবামূলক কার্য্যের অন্তরালে যে ষড়যন্ত্র জাল বিস্তারের চেষ্টা করিতেছে সে সম্বন্ধে বহু চাঞ্চল্যকর সংবাদ ইদানীং প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

বিগত ৪-২-৬৭ইং তারিখে ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকায় কূটনৈতিক সংবাদ দাতার পরিবেশিত এক খবরে প্রকাশ — "কূটনৈতিক পদের আস্তরালে আগত গুপ্তচর বৃত্তিতে সিদ্ধহস্ত কিছু লোক আর সেই সঙ্গে এখানে চালু মিশন ও মিশনারীদের কেহ কেহ প্রদেশের কতিপয় এলাকায় নাশকতামূলক কাজে জড়িত রয়েছে বলে জানা গেছে।"

"এমন কি যশোরের সীমান্তে জনৈক মার্কিন মিশনারী ফাদার X কতিপয় আপত্তিজনক কাগজ পত্র ও গুপ্তচর বৃত্তির মালপত্র সহ হাতে নাতে ধরাও পড়ে।"

"কূটনৈতিক রীতি অনুযায়ী কোন বিদেশী কূটনীতিবিদ বা মিশনারী সীমান্তের দশ মাইলের মাঝে সরকারের বিনানুমতিতে যেতে পারে না। অথচ গত ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ কালে যশোরের সীমান্তে মিশনারী অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছিল। পরে এই সীমান্ত থেকেই গুপ্তচর বৃত্তির কাগজ পত্রসহ ফাদার X হাতে নাতে গ্রেপ্তার হয়।"

"এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই র‍্যামপার্টস ম্যাগাজিন ও নিউইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকায় সি, আই, এর কার্য্যকলাপের ফিরিস্তি দিয়ে বলা হয়েছে যে, মিশনারী নামে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা এজেন্সির কিছু লোক এশিয়ার অনুন্নত কয়েকটী দেশে গুপ্তচর বৃত্তিতে লিপ্ত রয়েছে। এরা কূটনৈতিক মিশনের সাথে আসা কোন কোন এজেন্ট মারফত প্রয়োজনীয় অর্থ পেয়ে থাকে। আর এরা শিক্ষা ক্ষেত্রে, সমাজ কল্যাণ কাজে ও অন্যান্য 'মানব-সেবা' কাজের মাধ্যমে নাশকতামূলক কাজ কারবার চালিয়ে থাকে।"

....

"বর্তমানে পূর্বপাকিস্তানে ১৭০টী মিশন রয়েছে ও তাতে ৪০০ মিশনারী কাজ করছে। গত ১৫ বছরে এরা ১৩ হাজার পাকিস্তানী নাগরিককে তাদের ধর্মে দীক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছে।"

"এদের অনেকেই ময়মনসিংহে গারো ও খাসিয়াদের মাঝে কাজ করছে। তাছাড়া তফসিল শ্রেণীর লোকদের মাঝেও এদের তৎপরতা বেশী। পাকিস্তান হওয়ার পর এরা কিছু মুসলমানকেও খৃষ্টান করেছে।"

প্রদেশে এদের পরিচালিত ৫০টি স্কুল ও কলেজ রয়েছে। ঢাকা জেলার বান্দুরা গ্রামের নির্জন এলাকায় এদের পরিচালিত মিশন স্কুল এদের প্রধান কেন্দ্র। ১২টি হাসপাতালও এরা চালায়। আপন ধর্মে দীক্ষা দেওয়া ছাড়াও এরা

www.ahlehadeethbd.org

মিশনারীরা কোন কোন দেশে ছাত্র ও যুবকদের কতগুলো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে তাদের মাধ্যমে সেইসব দেশে নাশকতামূলক কাজ চালিয়ে থাকে।"

উপরে উদ্ধৃত খবরের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করিলে একথা পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় যে, মিশনারী তৎপরতার মূল লক্ষ্য কোন ছোট খাট উদ্দেশ্য সাধন নহে। তাঁহাদের ধর্ম প্রচারের অন্তরালে এক বিরাট স্বার্থ লুক্কায়িত রহিয়াছে। মিশনারীগণ প্রকাশ্যে ধর্ম প্রচারের কাজ করেন। কিন্তু এই ধর্ম প্রচারণা কাজের অন্তরালে তাহারা মুসলমানদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করিবার অশেষ চেষ্টায় নিয়োজিত রহিয়াছেন। সদ্য আজাদী প্রাপ্ত মুসলিম দেশগুলির মুসলিম জনসাধারণ যেন ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ না হইতে পারে তৎপ্রতি তাহাদের সজাগ দৃষ্টি রহিয়াছে। বিশেষতঃ আজাদ মুসলিম দেশগুলির মুসলিম অধিবাসীদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও উহা জিয়াইয়া রাখিবার জন্য এবং ধর্মীয় বন্ধনে যেন কদাচিৎ তাহারা একতাবদ্ধ হইতে না পারে এজন্য মিশনারীগণ ইসলাম ধর্মের উৎস কোরআন ও সুন্নাত সম্বন্ধে নানা বিভ্রান্তিকর বই পুস্তক প্রণয়ন করিয়া মুসলমানদের মধ্যে অহরহ বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচারে ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

মিশনারীগণ বাইবেল প্রচারের অন্তরালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বুনয়াদি আদর্শ—কোরআন ও সুন্নতের বিরুদ্ধে যে বিষাক্ত চিন্তাধারা প্রচার করিয়া চলিয়াছে তাহা পাকিস্তানী মুসলিম জনসাধারণের রাষ্ট্রীয় এবং ধর্মীয় স্বার্থের ঘোর পরিপন্থী। কোরআন ও সুন্নাতের বিরুদ্ধে মিশনারীদের বিভ্রান্তিকর বই পুস্তক তাহাদের প্রচার কেন্দ্রগুলির মারফতে দেশের সর্বত্র সহজলভ্য করা হইয়াছে। এই ধরণের বিষাক্ত বই পুস্তকের প্রচার দ্বারা এমন এক শ্রেণীর লোক সৃজিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে যাহাদের দ্বারা মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা সহজসাধ্য হইবে।

উল্লেখিত মিশনারী-প্রচারিত বই পুস্তকে মুসলমানদের প্রতি অতিশয় দরদ প্রকাশ করিয়া অতি কৌশলে কোরআন ও সুন্নাতের বিরুদ্ধে মুসলমানগণকে বীতশ্রদ্ধ ও অবিশ্বাসী হইবার প্ররোচনা দেওয়া হইতেছে। মিশনারীগণ এই সকল বই পুস্তকের সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করে যে, আলেম সমাজ কোরআনের অপব্যাখ্যা করিয়া মুসলমানগণকে বিভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। আলেমদের 'বিভ্রান্তির কবল' হইতে মুসলমানদিগকে মুক্ত করিবার জন্য ইউরোপীয় খৃষ্টান পণ্ডিতগণ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। তথাকথিত মুসলিম দরদী ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে মিশনারীগণ সেল সাহেবের নাম বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়া থাকেন। এ দেশীয় মুসলিমদের মধ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ ও খান বাহাদুর নবির আহমদকে মিশনারীগণ আদর্শ আলেম বলিয়া উল্লেখ করেন যদিও বহু ক্ষেত্রে মিশনারীগণ তাহাদের বিরূপ সমালোচনা করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই।

মিশনারী প্রচারিত অসংখ্য বিষাক্ত বই পুস্তকের মধ্যে পাঞ্জাব রিলিজিয়াস সোসাইটি, আনারকলি, লাহোর হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত পাদ্রী আকবর মসিহী কর্তৃক প্রণীত—"তান্‌ভীরুল্ আয্‌হান ফী ফাসহাতিল কোরআন" নামক পুস্তকটি অন্যতম। ১৯৫৯ ইং সনের পূর্বে এই পুস্তকটির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যায়। পুনঃ ১৯৫৯ ইং সালেই ইহা দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইয়া পাকিস্তানের মিশনারী কেন্দ্র মারফতে দেশের সর্বত্র বহুলভাবে প্রচারিত হইতেছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উল্লেখিত মিশনারী পুস্তকটীর মূল বিষয় হইতেছে এই: কোরআন আল্লাহ তালার কালাম নহে। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও তাহার ছাহাবীগণ প্রয়োজন বোধে কোরআন তৈয়ার করিয়া লইয়াছেন। আলেম সমাজ যুক্তিহীন ভাবে নিছক বিশ্বাসের জোরে কোরআনকে মুসলিম সমাজে আল্লাহ তালার কিতাবরূপে চালাইয়া যাইতেছে। কোরআনে ফাসাহাত ও বালাগাতের কোন নিদর্শন নাই। বহু ভ্রান্ত আরবী বাক্যকে গলার জোরে জবরদস্তী ভাবে ফাসাহাত ও বালাগাতসমৃদ্ধ বলিয়া চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

পুস্তকটীর প্রারম্ভে ইহার প্রণেতা একটী ভূমিকা সংযোজন করিয়াছেন। এই ভূমিকার উপসংহারে লেখক আলেমদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিয়া বলেন,—"যুগের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, দীনের মসলা মসজিদের হুজরা ও দরবেশের খানকা হইতে বাহির হইয়া রেল ষ্টেশনে এবং দপ্তর খানায় সকলের নিকট প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। এখন কেবল আরবী শিক্ষায় কাজ চলিবেনা। সাধারণ মৌলবীদের দ্বারা কাজ হইবে না। বরং মৌলবীগণকে তাহাদের অতীত বিদ্যা ভুলিতে হইবে এবং এমন শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে যদ্দ্বারা তাহারা নব্যদের সহিত তাল মিলাইয়া চলিবার উপযুক্ততা অর্জ্জন করিতে পারেন।"

পাদ্রী আকবর তাহার উক্ত পুস্তকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কোরআন করিম স্বীয় যুগের জ্ঞানী সমাজকে আকৃষ্ট করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। মক্কার কোরায়শ সর্দ্দার এবং কবিগণ কোরআনের সমতুল্য এবং বহু ক্ষেত্রে কোরআনের চেয়েও উচ্চমানের সাহিত্য রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কোরআনকে চির অতুলনীয় করিবার জন্য মুসলমানগণ প্রাগ-ইসলামীয় সকল সাহিত্য ধ্বংস করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন পাদ্রী সাহেব তাহার উক্ত পুস্তকে আরও বলেন যে, কোরআন কখনও নিজগুণে আরববাসীদের কাছে সমাদৃত হয় নাই। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তরবারীর জোরে তাহা আরব জগতে চাপাইয়াছেন। তিনি কোরআনের সমতুল্য কিংবা তাহা হইতে উন্নত ধরণের যাবতীয় আরবী সাহিত্য ধ্বংস করেন। পাদ্রী সাহেব মত প্রকাশ করেন যে, প্রাগ ইসলামীয় আরবী সাহিত্য অদ্যাবধি বাঁচিয়া থাকিলে কোরআন তাহার তুলনায় আরবী সাহিত্যের নিম্ন পর্যায়ের মানে অবনমিত হইত।

পাদ্রী সাহেব তাহার উক্ত পুস্তকের ৫৭ পৃষ্ঠায় বলেন, "কোরআনকে মক্কাবাসীগণ তাহাদের রুচির তুলনায় নিতান্ত নিম্নমানের সাহিত্য মনে করিত। ঐ যুগের মক্কাবাসীগণ কোরআনকে মনুষ্যরচিত বলিয়াই মনে করিত। তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এরূপ পুস্তক রচনা করিতে সক্ষম। হজরতের রচনাশক্তিকে তাহারা কদাচ মোযেযারূপে গ্রহণ করে নাই। মক্কাবাসীদের দৃষ্টিতে কোরআন আশ্চর্য্য জিনিষ ছিল না। তাহারা কখনও কোরআনের ফাসাহাত ও বালাগাতের সামনে মাথা অবনত করে নাই। তাহারা কোরআনের সমালোচনা করিয়া মত প্রকাশ করিত যে, কোরআনের ভাষা সাহিত্যের দিক দিয়া নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর। তাহারা মনে করিত যে, কোন অনারবের পক্ষে এরূপ রচনা গৌরবের বিষয় হইলেও তাহা খোদাতা'আলার জন্য মোটেই শোভনীয় নহে।"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পাদ্রীসাহেব তাহার উক্ত পুস্তকের ৭৪ পৃষ্ঠায় বলেন,—("মক্কা বিজয়ের পর) কোরআন শুনিয়া তাহার সমুচিত উত্তর দেওয়ার কেহই বাকী ছিল না। সুতরাং আমরা বলিব যে, কোরআনের মো'যেষ মূসার লাঠি কিংবা ঈসার মৃতের পুনর্জীবন দান অথবা এলিয়ার ফাসাহাতের সমতুল্য নহে। কোরআনের মো'যেষা একটি খোলা তরবারী যাহার দরুন সকলেই দুর্বল হইতে বাধ্য হয় এবং যাহার নিকট সকলেই মস্তক অবনত করে। কোরআনের যুগে ইহার ফাসাহাত ও বালাগাত সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। কোরআনের লক্ষ্য ছিল যে, আরব জগত ইহাকে অতুলনীয় মনে করুক, ইহাকে খোদার কালাম বলিয়া গ্রহণ করুক, ইহার উপর ঈমান আনয়ন করুক। কিন্তু কোরআন ইহার বাহক স্বয়ং নবীকেই নিষ্ফল করিয়া দেয়।"

পাদ্রীসাহেব তাহার উক্ত পুস্তকের ৭৬ পৃষ্ঠায় বলেন,—"কোরআন নিজেই নিজকে পরোক্ষভাবে খোদার কালাম বলিয়া প্রকাশ করে। কোরআনের এবারতের প্রতি মনোনিবেশ করিলে প্রতীয়মান হয় যে, এই কিতাব কতক নবীর বচন এবং কতক ফেরেশতার বচন। ইহার বিষয়বস্তুকে অবশ্যই খোদার ইলহাম বলিয়া প্রকাশ করা হয়" পাদ্রীসাহেব বিছমিল্লাহ প্রসঙ্গে তাহার উক্ত পুস্তকের ৮৫ পৃষ্ঠায় বলেন,—"কিন্তু দুঃখের বিষয় পুরাতন আলেমগণ অনুসন্ধানের পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হন নাই। নিতান্ত নিয়মিত কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ তাহারা ভ্রান্তপথে পরিচালিত হইয়া তকলিদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বসেন।"

পাদ্রীসাহেব তাহার উক্ত পুস্তকের ৮৬ পৃষ্ঠায় বলেন,—"একথা অবধারিত যে, কোরআনে বহুলভাবে মানুষের কালাম রহিয়াছে এবং সেগুলি খোদার কালামের ন্যায় মাধুর্য্যশীল।" পাদ্রী সাহেব মুসলমানগণের কোরআন তেলাওৎ প্রসঙ্গে তাহার উক্ত পুস্তকের ১৯০ পৃষ্ঠায় বলেন,—"মোটকথা মুসলমানগণ কোরআনের তর্জমা পাঠ করেন না এবং এটা ভালই করেন। কেননা আল্লামা শিবলীর মত—কোরআনে বিচ্ছিন্নতা ও অসংলগ্ন ভাব লক্ষ্য করিয়া নেহায়েত বিশ্বাসের জোরে—আল্লাহতা'আলা কাদের, তিনি যেভাবে মনে করেন—কালাম করিতে পারেন, আমরা শ্রবণ করিতে বাধ্য—এই আশ্বাসে অশ্বস্ত হওয়া ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। যদি তাহারা অর্থ বুঝিতে পারিতেন তবে বিতৃষ্ণ হইয়া তেলাওত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেন।"

পাদ্রীসাহেব তাহার এই সকল প্রলাপোক্তির সমর্থনে কোরআন, হাদীছ ও ইতিহাস হইতে দলিল দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বরেণ্য আলেমদের মধ্যে কাহারও কাহারও মতামত উদ্ধৃত করিবার অপচেষ্টাও করিয়াছেন। কিন্তু পাদ্রীসাহেব তাহার প্রদত্ত উদ্ধৃতির সর্ব স্থানেই বিশেষ সাবধানতার সহিত বিকৃত, ভ্রান্ত ও অসম্পূর্ণ উদ্ধৃতি পেশ করিয়াছেন। আরবী ভাষা সম্বন্ধে পাদ্রী সাহেবের অপ্রচুর জ্ঞান থাকার কথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। এই অবস্থায় তাহার উক্ত পুস্তকের মূল্যমান কতখানি হইতে পারে তাহা তিনি নিজেও অনুভব করিতে পারিয়াছেন। তবু তিনি এইরূপ ন্যাক্কারজনক পুস্তক প্রণয়ন করিবার জন্য কেন শ্রম স্বীকার করিলেন তাহা দিনের আলোর মতই স্পষ্ট। পুস্তকটির আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে মনে হয় যে, হয়ত শয়তান মনুষের রূপ ধারণ করিয়া পাদ্রী আকবর নামে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কারণেই তাহার দ্বারা এরূপ অভূতপূর্ব বেহায়াপনা সম্ভব হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলার হুকুম হওয়া সত্ত্বেও শয়তান আদমকে সেজদা করে নাই। আল্লাহ তা'আলা তাহার নিকট কৈফিয়ত তলব করিলে, অতি নির্লজ্জের মত শয়তান আদেশ অমান্যের যাবতীয় দোষ আল্লাহর প্রতি চাপাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়া জবাব দেয়,—"লাকাদ্ আগ্ওয়াইতানি" অর্থাৎ তুমি আমাকে ধোকা দিলে। পাদ্রী আকবর সাহেব এরূপ শঠতামূলক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া শয়তানের অনুসরণে অনুরূপ কৃতিত্ব অর্জন করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

বর্তমান প্রবন্ধে পাদ্রী সাহেবের উক্ত পুস্তকটির রদ করা অথবা উহার সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। ইনশা আল্লাহ, অচিরেই ইহার জন্য চেষ্টা করা হইবে। আজ এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হইতেছে, মিশনারী পাদ্রীগণ মুসলমানদের মধ্যে কেবল বাইবেলই প্রচার করেন না; তাহারা ইসলামও ইহার সুদৃঢ় আকায়েদকে মুসলমানদের হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য কিরূপ অক্লান্ত চেষ্টা চালাইয়াছেন তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় পাঠকগণের সামনে তুলিয়া ধরা। হাটে, বাজারে, হাসপাতালে, বিদ্যালয়ে এবং রিলিফ সেন্টারে মিশনারী পাদ্রীদের যে চেহারা দেখা যায় সেটা তাহাদের মুখোশ মাত্র। মুখোশের অন্তরালে পাদ্রীদের ভয়ঙ্কর শয়তানী চেহরাটা পাঠকের সামনে খুলিয়া দেওয়াই এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

সারা দেশ জুড়িয়া অসংখ্য মিশনারী-প্রচার সেন্টারের পাঠাগারগুলিতে এই সকল বিষাক্ত পুস্তক পুস্তিকার ছড়াছড়ি দেখা যায়। বাইবেল শিক্ষার নাম করিয়া এইসব প্রচার সেন্টারে যে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় তাহার মাধ্যমেও এই সকল বিষাক্ত পুস্তকের মালমসলা অবাধে ছড়ান হয়। দেশের সর্বত্র মিশনারীগণ কর্তৃক পরিপোষিত ও পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির মারফতে মুসলমান যুবক যুবতীর মধ্যে এই ঘৃণ্য পুস্তকের বিষয়বস্তু অতি সুকৌশলে পরিবেশন করা হয়।

মিশনারীদের এরূপ বিষাক্ত প্রচারণার ফলে অধুনা কোথাও কোথাও ইহার বিষক্রিয়ারও কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া গিয়াছে। ইসলামী শিক্ষায় অনভিজ্ঞ এক শ্রেণীর মুসলমান পাদ্রীদের মিথ্যা চটকের মোহে মুগ্ধ হইয়া ইসলামের বুনিয়াদী আকায়েদ সম্বন্ধে অবাঞ্ছিত ও অযৌক্তিক খেয়াল প্রকাশ করিতে ইদানীং দ্বিধাবোধ করেন না। এই শ্রেণীর সকলেই ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ —এমন কথা বলা যায় না। ইসলাম সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা এবং মিশনারীদের বিষাক্ত প্রচারণাই ইহাদের বিভ্রান্তির বিশেষ কারণ। ইহারা ধর্মকে যুগের আজ্ঞাবহ দাসরূপে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ধর্ম, বিশেষতঃ ইসলাম ধর্ম যুগের দাসত্ব করিতে আগমন করে নাই বরং যুগকে বশীভূত করিয়া আবর্জনামুক্ত করিবার জন্যই ইহার আবির্ভাব।

বিগত ১৯৬৩ ইং সনের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে ঢাকা হইতে প্রকাশিত দৈনিক মর্নিং নিউজ পত্রিকার ম্যাগাজিন সংখ্যায় প্রকাশিক Re-interpretation of Islam শীর্ষক প্রবন্ধে জনৈক মুসলমান লেখক বলেন, "মুসলমানদের নূতন বিজয়ের সাথে সাথে নূতন সমস্যার উদ্ভব হয় এবং উদ্ভূত নূতন প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কোরআন একা যথেষ্ট ছিল না। তখন হাদীসের আশ্রয় লওয়া হয় এবং এখান হইতেই প্রাচীন ও সম্ভবতঃ বলিষ্ঠ মানসিকতার বিকাশ হয়। ইহারই নাম 'মতভেদ'। লেখক হানাফী মযহাব প্রসঙ্গে বলেন, 'হানাফী মযহাবের মত অন্য কোন মযহাবই (দীনের) আযাদ আলোচনা পোষণ করে না। নিতান্ত কিয়াসের উপর নির্ভর করিয়া রায় দেওয়া হানাফী মযহাব উদার ভাবে সমর্থন করে।" উলামাদের প্রসঙ্গে লেখক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বলেন, "ইসলামের সচল প্রকৃতি কালক্রমে মোল্লাদের নিশ্চল গোড়ামিতে পর্য্যবসিত হয়।" লেখক আরও বলেন, 'ইসলাম পুরোহিত-হীন হওয়ার গৌরব করিত, কিন্তু ইসলাম এক বিচ্ছিন্ন পুরোহিত গোষ্ঠীর অধীন হইয়া পড়ে। মুসলমানগণও তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের আবির্ভাব দেখিতে পায়। ব্রাহ্মণের মত ইহারাও আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধির জগতে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করে।" তৎপর লেখক বলেন, (মোল্লাদের আধিপত্যে) দীনের নূতন ব্যাখ্যাকে বিদাত এবং মৌলিক চিন্তা অথবা সমন্বয় সাধনকে (readjustment) কুফর আখ্যা দেওয়া হয়।" কোরআন ও হাদীসের প্রতি আমল এবং হানাফী মযহাবের নীতি সম্বন্ধে কি অদ্ভুত আবিষ্কার!

উল্লেখিত প্রবন্ধের লেখকের মতে যুগে যুগে দীনের নূতন ব্যাখ্যা হওয়া আবশ্যক। ইহার প্রমাণরূপে তিনি বিগত যুগের মুহাদ্দিছ, ফকিহ এবং ইমামদের সাধনার কথা অবতারণা করেন। তাহাদের অক্লান্ত শ্রমলব্ধ সাধনাকে তিনি দীনের নূতন ব্যাখ্যা বলিয়া প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে উক্ত প্রবন্ধকার বলেন, "উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলমানগণ দীনের ব্যাপক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।...যেহেতু তখন ধর্মই ছিল মুসলমান সমাজের ভিত্তিভূমি। সহগামীগণকে বুঝাইবার জন্য নব্যদিগকেও ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় এবং কোরআনকে পুনরায় নূতন ব্যাখ্যায় প্রকাশ করিতে হয়। স্যার সৈয়দের তফসীর এবং নযীর আহমদের কোরআনের তর্জমা নব্যদের দেওয়া ইসলামের নূতন ব্যাখ্যার দুইটি জলন্ত দৃষ্টান্ত।" এতদ্ভিন্ন উক্ত লেখক তাহার দীর্ঘ প্রবন্ধে আলেমদের বিরুদ্ধে নিষ্ফল উষ্মা প্রকাশ করিয়া ইসলামের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া জোর সুপারিশ করেন এবং নযীর স্বরূপ নাসেরীয় মিসরের কথা উল্লেখ করেন।

উল্লেখিত প্রবন্ধ হইতে কয়টী উদ্ধৃতি উপরে পেশ করা হইয়াছে যদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম সম্বন্ধে লেখকের জ্ঞান মৌলিক নহে। লেখক সাহেব হয়ত কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের পুস্তক হইতে এরূপ বিষাক্ত মালমসলা আমদানী করিয়া থাকিবেন। কিংবা কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত কোন অজ্ঞাতনামা মুসলমানের নামে উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। উল্লেখিত প্রবন্ধের উৎস খোঁজ করিলে দেখা যাইবে যে, পাদ্রী আকবরের "The Interpretation of the Koran" নামক পুস্তকের সহিত বহুলাংশে ইহার মিল রহিয়াছে। এই প্রবন্ধটীকে পাদ্রী আকবরের "তাবীলুল কোরআন" পুস্তকের সার মর্ম্মও বলা চলে। আর মহাজন ব্যক্তিরা একই রূপ চিন্তা করিয়া থাকেন—এই প্রবাদ বাক্যে যদি বিশ্বাস করা যায় তবে বলা যাইতে পারে যে, উক্ত প্রবন্ধের লেখক এবং পাদ্রী আকবর উভয়েই মহাজন ব্যক্তি সন্দেহ নাই!

ইসলাম সম্বন্ধে মিশনারীদের এরূপ বিভ্রান্তিকর অসংখ্য বই পুস্তক দেশের সর্বত্রই ছড়ান হইয়াছে এবং হইতেছে। ইসলামী বিষয়ে অনভিজ্ঞ নব্যদের কাছে মিশনারীগণ এইসব পুস্তক পুস্তিকা পৌঁছাইয়া দিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া যাইতেছেন। মিশনারীগণ জনসেবামূলক কার্য্যের মাধ্যমে তাহাদের বিষাক্ত চিন্তাধারা মুসলমানদের মধ্যে প্রচার ও প্রসার করিবার ব্যবস্থায় বিশেষ তৎপর রহিয়াছেন। এই সকল বিষাক্ত বই পুস্তকের প্রণয়ন, মুদ্রণ, প্রকাশ ও প্রচার অচিরে বন্ধ না হইলে মুসলমানদের ধর্ম্মীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইহার বিষক্রিয়া ব্যাপক আকার ধারণ করিয়া তাহাদের সর্বনাশ সাধন করিবে—এরূপ আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। এ বিষয়ে মুসলিম সমাজের প্রত্যেকটি চিন্তাশীল ব্যক্তির আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

www.ahlehadeethbd.org

সাহিত্যের সুর

মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী

(৩৫ বৎসর পূর্বের একটি অনবদ্য রচনা)

আধুনিক সাহিত্যের মানুষ আকাশের পানে তাহার শৃঙ্খলিত দুই বাহু তুলিয়া ব্যগ্র আকুল সুরে বলিতেছে, আলো চাই! মানুষের জীবনের উৎস-মূলে কী যেন এক অভাবনীয় বিপত্তি জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসিয়াছে, যেন তাহার জীবনের পাকে পাকে যত নৈরাশ্য ও বিড়ম্বনা জমিয়া উঠিয়াছে, তাহারই গুরুভারে ক্লিষ্ট আজিকার সাহিত্যের মানুষ অবসাদের অন্ধকার হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আলোক ভিখারী হইয়াছে। স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, আধুনিক সাহিত্যে দারুণ অতৃপ্তির বেদনা উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে—যেন জীবনের পথে চলিতে চলিতে মানুষের চলার সঞ্চয় ফুরাইয়া গিয়াছে, তাহার মনে আজ ক্লান্তি আসিয়াছে, অবসাদক্লিষ্ট বিষণ্ণতা তাহাকে নিরন্তর ব্যথিত করিতেছে; এ যেন কোলরিজের সেই মহামুদ্রের বুকে পথভ্রান্ত তৃষ্ণার্ত নাবিক, যাহার চারিদিকে সীমাহীন জলধির বিস্তার, অথচ এক বিন্দুও জল পান করিবার উপায় নাই। আজিকার সাহিত্যে বর্ণিত মানুষকে লক্ষ্য করিয়া দেখি, তাহার জীবনের মর্মস্থলে কী এক অশান্তি ও অনিশ্চয়তা আশ্রয় লইয়াছে যাহাতে তাহার জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি কিছুই তাহাকে প্রাণময় করিয়া তুলিতে পারিতেছে না। কী এক সংশয়ের দোলায় দুলিতে দুলিতে এই মানুষের জীবনের গ্রন্থিমূল শিথিল হইয়া গিয়াছে। মানুষ তাহার জীবনের উন্নততর, মহত্তর পরিণতি সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছে। বাস্তবিকই জগতের কোন সাহিত্য আজ আনন্দের বাণী বহন করিয়া আনিয়া বলিতে পারিতেছে না; "মানুষ তুমি না দুঃখ সহিতেছ! যত বেদনা তোমার জীবনে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, এ সকলের কিছুই ব্যর্থ হইবে না, তোমার দুঃখের তমসা ভেদ করিয়া নব-দিবসের অরুণ রাগ দেখা দিবেই।" এই ভবিষ্যৎ কল্পনা, মানুষের জীবনের বৃহত্তর পরিণতির এই ইঙ্গিত, যাহা বিশেষ বিশেষ কালে সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, আধুনিক সাহিত্যে তাহা দুর্লভ। শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, আধুনিক বিশ্ব সাহিত্যে সমগ্র ভাবেই সংশয় ও বেদনার সুর বাজিতেছে। সত্যই দেখিতেছি, আজিকার সাহিত্যে আকাঙ্খা আছে, আশা নাই; ব্যাকুলতা আছে, বিশ্বাস নাই; সৌন্দর্য্য আছে, সুস্থতা নাই। আধুনিক সাহিত্য মানুষের জীবনকে, তাহার জীবনের কঠিন সমস্যা সমূহকে রূপায়িত করিতেছে বটে—কিন্তু নিরাশার ভিতর দিয়া, সংশয়ক্লিষ্ট ব্যাকুলতার মধ্য দিয়া। আজিকার সাহিত্য কোন খানেই মানুষের জীবনকে নবীন বিশ্বাসে সঞ্জীবিত করিবার সুরে বলিতে পারিতেছে না; "If winter comes, can spring be far behind."

"নিদারুণ দুঃখ রাতে,
মৃত্যু ঘাতে,
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা,
তখনো দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?"

আধুনিক সাহিত্যের ভাব-প্রবাহের সহিত পরিচিত হইলে দেখা যায়, আনন্দোচ্ছল গতিবেগ ইহার বিশেষত্ব নয়, মৃত্যুপাণ্ডুর নিষ্ঠুরতা এই

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সাহিত্যের রূপ-নিদর্শন। আজিকার কবির কণ্ঠে তীব্র বেদনার গীতি ধ্বনিয়া উঠে :

"আমার পরাণ নিঙাড়ি' নিঙাড়ি' আকাশ হয়েছে নীল,
রহেনি কোথাও ফাঁক,
আমার পরাণে জমেছে বিশ্ব বেদনার মৌচাক।
অন্ধকারের কাতর কাকুতি, ঝরা মুকুলের ব্যথা,
দীর্ঘশ্বাসের দরিয়া দুলিছে মরুভূর শূন্যতা,
আমার পরাণ ভার
মূর্চ্ছিত আছে যুগান্তরের মৃত্যু বিভাবরী।"

প্রশ্ন হইতেছে আধুনিক সাহিত্যের এই নৈরাশ্যপীড়িত অবসন্নতার কারণ কি? একই যুগে একই সময়ে বিশ্ব-সাহিত্যের ধারায় এই বিশেষত্ব দেখা যাইতেছে কেন? ইহা আলোচনা করিবার পূর্বেই বলিয়া রাখি, সাহিত্য-সমালোচকের চিরাভ্যস্ত দৃষ্টিভূমি হইতে সাহিত্যের রস বিকীর্ণ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। সমাজ ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্বন্ধকে জানিবার জন্যই সাহিত্যের যুগ-লক্ষণগুলিকে বিশ্লেষণ করিতে চাহিতেছি। দেখাইতে চাই যে, আধুনিক সাহিত্যের এই বিশিষ্টতা কোন অলৌকিক শক্তির লীলারূপে সাহিত্যিকের স্বাধীন রুচির বিকাশানুযায়ী দেখা দেয় নাই, সাহিত্যের ভাবাদর্শ ও প্রকাশ-ভঙ্গিমার মূলগত বৈশিষ্ট্য সর্বদাই সমাজের গতি বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে।

আধুনিক সাহিত্যের এই সার্বজনীন বৈশিষ্ট্যের কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া আদর্শবাদীরা বলিবেন, যে-বিশেষ ভাব আজ পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষের মনকে প্রভাবিত করিয়াছে, যুগ-সাহিত্যে তাহাই প্রতিপালিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই ধরণের মত ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন: "পৃথিবীতে এক একটা যুগে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানব-সমাজে একই ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। অবশ্য সভ্যতার তারতম্যানুসারে সেই ভাবের রূপান্তর ঘটিয়া থাকে, কিন্তু হওয়াটা একই। সমস্ত মানুষের মনের সঙ্গে সকলের মনের একটী অখণ্ড যোগ আছে, তাহার এক জায়গায় যে-শক্তির ক্রিয়া ঘটে, অন্যত্র গূঢ়ভাবে তাহা সংক্রমিত হইয়া থাকে।"

কিন্তু কেন যে বিশেষকালে বিশেষ একটী ভাব সর্বত্রই সংক্রমিত হয়, তাহার মৌলিক কারণ আদর্শবাদীগণ নির্দেশ করেন না। হয়ত কেহ কেহ ইহাকে কোন চিরন্তন অদৃশ্য শক্তি বা বা বিশ্বসত্বার বৈচিত্রময় প্রকাশের অঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারেন। সাহিত্যের সহিত প্রত্যক্ষ জীবনের সম্বন্ধ নির্দেশ করিতে গিয়া এই প্রত্যক্ষ-অতীন্দ্রিয় ব্যাখ্যা আমরা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না।

Mathew Arnold সাহিত্যকে criticism of life বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সাহিত্য জীবনের সমালোচনা; জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ দৈন্যকে ছন্দে ও ভাষায় মুখর করিয়া তোলায় সাহিত্যের সার্থকতা। যে-ভাবধারা সাহিত্যের মধ্যে প্রবাহিত, তাহা মানুষকে কেন্দ্র করিয়াই বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। এইজন্যই সাহিত্যের ক্রম-পরিবর্তনের কারণ দেখাইতে বসিয়া বস্তু-নিরপেক্ষ লোকাতীত কোন শক্তির লীলাকে আমরা স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করিতে পারি না। আজিকার সাহিত্যের এই যে ছায়াচ্ছন্ন বিষাদ ইহার মধ্য দিয়া কোন দেহহীন আত্মার লাবণ্য ক্ষরিয়া পড়িতেছে না। মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত তাহার জীবনের বিরোধ বাঁধিয়াছে, অসামঞ্জস্য দেখা দিয়াছে বলিয়াই এই ব্যগ্র ব্যাকুলতা—এই সংশয়-দগ্ধ মনোবেদনা মানুষের অন্তর মথিত করিয়া তুলিতেছে। সাহিত্যিকও তো

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সামাজিক মানুষ; সেই হিসাবে সমাজ-জীবনের বিচিত্র তরঙ্গাভিঘাত সাহিত্যিকের মনকে স্পর্শ করিবেই। সাহিত্যিকের অসীম নীলিমাভিয়াসী কল্পনা যখন লঘুপক্ষ বিহঙ্গের মত ঊর্ধ হইতে ঊর্ধতর আলোক রাজ্যের সন্ধানে ব্যস্ত, তখনও তাহাকে কল্পলোক ও প্রতি দিবসের এই বাস্তব লোকের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিতে হইতেছে। ওয়ার্ডস ওয়ার্থের ভাষায় true to the kindered spirit of heaven and home—মানস রাজ্য ও বাস্তব জীবন এই উভয়ের মিলনে সাহিত্যিকের রসসৃষ্টি সার্থক ও সুন্দর হয়।

দেখা যাইতেছে, আমি সাহিত্যিকের ধারণা-সীমাকে সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিলাম, বহুকাল ধরিয়া সাহিত্যিকের মানস লোক সম্বন্ধে যে রহস্য-জাল রচিত হইয়াছে, আমি তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিতে চাহিতেছি, সমাজ ও সাহিত্যের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়া আমরা সাহিত্যের ভাব-লোককে একটী সুনির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আনিয়া ফেলিতেছি। কিন্তু একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয় যে, কবি ও সাহিত্যিক সমাজের আদর্শবাহক মাত্র, অথবা সমাজের দশ জনের যাহা ভাবনা সাধনা সাহিত্যিকের কল্পনাও অন্ধভাবে তাহারই অনুসরণ করিয়া রসসৃষ্টি করে। বাস্তবের অন্ধ অনুকরণ, প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতার প্রাণহীন রোমন্থন প্রকৃত সাহিত্যের ধর্ম নয়। এ জীবনের সুখ-দুঃখ মিলন-বিরহের বাস্তবতাকে কল্পনার আলোক মালাতে উজ্জ্বল করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ; সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্বের মূল্য এই খানে। যেখানে আলো পড়ে নাই, সেখানে আলো ফুটাইয়া তোলা যেখানে সাধারণ মানুষের কল্পনা শুধুই ব্যবধান ও বিভেদ দেখিতেছে, সেখানে সমগ্র রূপের ঐক্য টীকে ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা কেবল মাত্র সাহিত্যিকেরই আছে, কারণ সাধারণ মানুষের সহিত তাহার পার্থক্য শুধু এইখানেই যে, সাহিত্যিকের অনুভূতি তীব্র, কল্পনাশক্তি প্রখর। সাহিত্যিকের কল্পনাশক্তি কেবলমাত্র জীবন যাত্রার বিভিন্ন মুখী গতির খণ্ডরূপ দেখিয়া তৃপ্ত হয় নাই, জীবনের সমগ্ররূপ ও বৈচিত্রের গতি সমগ্রভাবে তাহার নিকট প্রতিভাত হইয়াছে। যে প্রখর কল্পনা-শক্তি সাহিত্যিকের তীব্র চেতনাবোধের বৈশিষ্ট্য, তাহাই সমাজের সমষ্টিগত ভাবধারাকে উজ্জ্বল ও প্রাণময় করিয়া সাহিত্যের মায়ালোক রচনা করে। এই হিসাবে সাহিত্যিক যুগ প্রকাশক। সাহিত্যিক কোন বিশেষ যুগের সাহিত্যকে, সেই সময়ের ভাবধারাকে, তখনকার মানুষের জীবন যাত্রার বৈশিষ্ট্যকে তীব্র অনুভূতি দিয়া উপলব্ধি করিয়া তাহার সুসমঞ্জস রসঘন রূপ-রস-পিপাসুগণের সম্মুখে ধরিয়া দেন। সমাজ জীবনে ইহাই সাহিত্যিকের বিশেষ ভূমিকা। কিন্তু আদর্শবাদিগণের মতে সাহিত্যিক যুগ-স্রষ্টা, কোন এক বিশেষ কালের মোহনায় দাঁড়াইয়া যুগস্রষ্টা সাহিত্যিক যখন নব আদর্শের বাণী ঘোষণা করেন, তখনই যুগপ্রবর্তন আরম্ভ হয় এবং নব-ভাবের প্লাবনে মানুষের জীবন ধারা ও জীবনাদর্শ পরিবর্তিত হইয়া যায়। আদর্শ বাদি-গণ সাহিত্যিকের এই অতিমানুষিক ক্ষমতায় বিশ্বাসবান। যেমন দেখা যায়, ইহাদের মতে ফরাসী বিপ্লব যে নবযুগ প্রবর্তন করিল, তাহার মূলে রহিয়াছে রুশো ভল্‌টেয়ারের সাহিত্য। এই মত অনুসরণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন; "যেদিন Le contract social প্রচারিত হইল, সেদিন ফরাসী রাজার হস্তে রাজদণ্ড ভগ্ন হইল। Le contract social গ্রন্থের চরম ফল

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ষোড়শ লুইএর সিংহাসন-চ্যুতি ও প্রাণদণ্ড।" সাহিত্যিকের এই যুগস্রষ্টারূপ পরিকল্পনাকে অবতারবাদের প্রকারান্তর বলিলে অন্যায় হইবে না; কিন্তু সমাজ-চিত্ত তো কোন রূপকথার ঘুমন্ত রাজ কন্যা নয় যে, বিশেষ একটি ব্যক্তির সোনার কাঠির স্পর্শেই তাহার চিত্তবৃত্তির সমস্ত বন্ধন খসিয়া পড়িয়া নবযুগ প্রবর্তিত হইবে! যুগে যুগে সমাজের অন্তর্গত শক্তিসমূহের ঘাত-প্রতিঘাতে, পরস্পর-বিরোধিতায় মানুষের জীবনের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে নানা দুঃখ, নানা সমস্যা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে; সমগ্র ভাবে সমাজ যতদিন এই অসামঞ্জস্য ও বিরোধকে ধারণ করিয়াও বাড়িয়া উঠিতে পারিয়াছে, ততদিন সাহিত্য ও সমাজের মূলগত ভাবধারাকে কেন্দ্র করিয়া রসসৃষ্টি করিয়াছে। যখন সমাজের অন্তর্বিরোধ দুঃসহ ও দুর্বহ হইয়া সমাজকে নূতন ভাবে দৃঢ়তর বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠা করিবার আকাঙ্খাকে তীব্র করিয়া তুলিয়াছে, তখন সাহিত্যিকের মানস-রাজ্যেও নবীন ভবিষ্যৎ গড়িবার কল্পনায় বিশ্বাস-প্রদীপ্ত ভাবের জোয়ার আসিয়াছে। সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও গতি বৈশিষ্ট্যের সহিত সাহিত্যের ভাবধারার যে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে, ইহাকে সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিবার পূর্ব কয়েকটী যুগ-সাহিত্যের লক্ষণ ও তৎকালীন সামজ জীবনের বৈশিষ্ট্য মিলাইয়া দেখিতে চাই। এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছি, তাহাতে সমাজ ও সাহিত্যের সম্পর্ককে সাধারণভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে; কয়েকটী যুগ সাহিত্যের দৃষ্টান্ত দেখাইলে সমাজ ব্যবস্থার উপর সাহিত্যের নির্ভরশীলতা স্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে।

পূর্বেই বলিয়াছি, সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহের মধ্যে অবিশ্রাম সংঘাত চলিতেছে। এই সংঘাত বাস্তব জীবনের এবং ইহার মূল কথা হইতেছে জীবন ধারণের জন্য সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন স্তরের ঘাত প্রতিঘাত। সমাজের কোন মানুষের এই সংগ্রামকে এড়াইয়া চলিবার উপায় নাই—সাহিত্যিকেরও নয়। এই অন্তর্বিরোধে যে শ্রেণী উন্নততর স্থান অধিকার করিয়া সমাজের গতি নিয়ন্ত্রণ করে, সেই শ্রেণীই জীবন সংগ্রামের কঠোর পরিশ্রম হইতে অবসর বাঁচাইয়া রসসৃষ্টি করিবার ও রস উপভোগ করিবার সুযোগ পায়। সাহিত্য রসের সামগ্রী, এই রসসৃষ্টি করিবে যাহারা এবং রস উপভোগ করিবে যাহারা, তাহাদের উভয়েরই চাই অবসর। কেবলমাত্র প্রাণ ধারণের জন্য যাহাদের দেহ বিক্রীত, মন সর্বক্ষণ নিযুক্ত, তাহাদের সূক্ষ্মতর বৃত্তিসমূহের অনুশীলনের সময় কোথায়? এস্কিমো বা জুলু সমাজে সাহিত্য সৃষ্টি হয় নাই, অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে সাহিত্যক্ষেত্রে ভারতীয়, বিশেষতঃ বাঙলার মুসলমান সমাজেরও কোন উল্লেখযোগ্য দান নাই, অথচ সমাজের গতি নিয়ন্ত্রণ কার্য্যে অধিকার-সম্পন্ন মুসলমান সাহিত্যিক শ্রেণীর প্রতিভার কথা অর্ধশতাব্দীকাল পূর্বেও স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার ছিল। বস্তুতঃ আবহমান কাল হইতে সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে সেই সমাজে যেখানে শ্রেণী বিশেষ সমাজ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া কেবলমাত্র জীবন ধারণের সমস্যা হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিয়াছে। এই জন্য সকল যুগের সকল সমাজের সাহিত্যই শ্রেণী-সাহিত্য, বিশেষকালে বিশেষ সমাজে ক্ষমতাশালী শ্রেণী যে সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, সাহিত্যিক তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া সেই শ্রেণীর আশা-আকাঙ্খা, নীতিবোধ প্রভৃতিকে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সাহিত্যের বিষয় বস্তুরূপে গ্রহণ করিয়া রসসৃষ্টি করে।

"শেষের কবিতা"র অমিতকে যদি মার্টিন কোম্পানীর কেরাণী ও লাবণ্যকে দরিদ্র মধ্যবিত্ত ঘরের স্বল্প শিক্ষিতা তরুণী-রূপে কল্পনা করা যায়, তবে কথাশিল্পীর অনির্বচনীয় ভাবরস হাস্যরূপে পরিণত হইবে। "শেষের কবিতা"য় যে-সমস্যাকে রসাভিষিক্ত করা হইয়াছে, বিবাহ বন্ধনাতীত প্রেমের মানসমিলনাকাঙ্ক্ষা কথা সাহিত্যে যে রূপ-পরিগ্রহ করিয়াছে—তাহা এখনও প্রধানতঃ শ্রেণীবিশেষের সমস্যা ও স্বপ্ন। কবি-প্রতিভাও ইহাকে অস্বীকার না করিয়া অমিত ও লাবণ্যকে অভিজাত শ্রেণীর আবেষ্টনীর মধ্যেই গড়িয়া তুলিয়াছেন।

ইউরোপেও দেখি, যখন জীবন-সংগ্রামের তাড়নায় নারীকে স্বাধীনতা দিবার প্রয়োজন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তখনই সেই ভাবকে আশ্রয় করিয়া ইব্‌সেনীয় সাহিত্য নারী-বিদ্রোহের আদর্শকে মুখর করিয়া তুলিয়াছিল। এখন আর নারী স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের বিষয়বস্তু নয়, কারণ মহাযুদ্ধের পর নারী স্বাতন্ত্র্যের দাবী ইউরোপে settled fact রূপে গৃহীত হইয়াছে। আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যে বিবাহ-ব্যাপারে সমাজ বন্ধনের কঠোরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর বাজিতেছে। দায়িত্ববিহীন বিবাহ এর আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া আধুনিক সাহিত্যের একটি ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার কারণটী অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাক।

মহাযুদ্ধের ফলে ইউরোপীয় সমাজ-ব্যবস্থায় ভাঙন ধরিয়াছে। ইউরোপীয় সমাজ-চিত্ত আজ নানাবিধ সমস্যার ভারে অবসন্ন। বেকার-সমস্যা, অন্ন-সমস্যা ও অর্থসঙ্কট যে বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার ফলে ইউরোপীয় সমাজ-চিত্ত দিশাহারা ও হতাশ হইয়া পড়িয়াছে, যে অভিজাত শ্রেণী সমাজ-ব্যবস্থাকে এখনও নিয়ন্ত্রণ করিতেছে, তাহার বিঘ্নহীন স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সেই শ্রেণী আজ নিজেই সন্দিহান। আসন্ন বিপ্লবের ভয়ে সমাজ শাসকশ্রেণী কাতর, অর্থনৈতিক সমস্যার পীড়নে তাহার জীবন অশান্তিময়। এই সঙ্কট সময়ে পরিবার প্রতিপালনের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিবার অনিচ্ছা অভিজাত শ্রেণীর মনে জাগিয়া উঠা স্বাভাবিক, অর্থনৈতিক সমস্যা পরিবারের ভিত্তি-মূল শিথিল করিয়াছে বটে, কিন্তু দৈহিক কামনার তো নিবৃত্তি নাই। দায়িত্ববিহীন বিবাহের আদর্শ এই জন্যই আজ ইউরোপীয় সমাজ চিত্তকে চঞ্চল করিয়াছে। সাহিত্যও এই পরিবর্তিত ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বিদ্রোহের সুরে বলিয়াছে, "বিবাহ বন্ধনের এই অর্থ হীন অত্যাচার মানুষের আত্মপ্রসারণকে পদে পদে খর্ব করিতেছে তাহাকে ভাঙ্গিতে হইবেই।"

সাহিত্যের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য দেখাইতে গিয়া যাহা বলা হইল, সমাজের অতিবৈচিত্র্যের সহিত সাহিত্যের সম্পর্ক বিচার করিতে গেলেও তাহাই সমর্থিত হইবে।

মধ্যযুগীয় ইউরোপের সমাজ ও সাহিত্যের দৃষ্টান্ত লইয়া দেখি, এই যুগের ইউরোপীয় সমাজে আহার বিহার বসনের উপকরণ যোগাইবার ভার অধিকার বঞ্চিত গোলাম শ্রেণীর, আর সমাজ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার ভার সামন্ত শ্রেণীভুক্ত ডিউক, ব্যারণ, নাইট প্রভৃতি অভিজাতগণের। এই সমাজ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করিয়া মধ্যযুগের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সাহিত্য, চিত্রকলা ও ধর্মের বুনিয়াদ গড়িয়া উঠিয়াছে। মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় সাহিত্য শি-ভ্যালরী (Chivalry)র সাহিত্য—নারীর সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জনপরায়ণ নাইটগণের বীরত্ব গাথা, ধর্মযুদ্ধে রত সামন্তগণের গৌরব-গান এই যুগের সাহিত্য লক্ষণ, সামন্ত রাজসভা-পালিত চারণ কবিগণ রচিত গাথা ও ধর্মমূলক এপিক কাব্য মধ্যযুগীয় সাহিত্যের বিশেষত্ব। লিরিক বা গীতি-কবিতা এই যুগের সাহিত্যে পাওয়া যাইবে না। গীতি-কাব্য মানুষের আত্মগত সুখ দুঃখের প্রকাশ। মধ্যযুগীয় অর্থনৈতিক অবস্থায় মানুষের আত্ম-প্রসারণের ও আত্ম-সম্মান-বোধ লাভের স্থান কোথায়? ব্যক্তিত্বের দিক দিয়া মানুষের মূল্য কানাকড়িও নয়, এক খৃষ্টান-মণ্ডলীর অধিপতি পোপের পুত্র হিসাবে তাহার মূল্য নিরূপিত, আর সামন্ততন্ত্রের পরিপোষক ডিউক, ব্যারণ, প্রিন্সের ক্রীতদাস হিসাবে তাহার প্রয়োজন। এই নির্দিষ্ট সীমার বাহিরে মানুষের দৃষ্টি প্রসারিত করিতে গেলে চার্চ তাহার গলা টিপিয়া মারিবে। এইজন্যই 'শিভ্যাল্‌রী'র সাহিত্যে ব্যক্তি-গত মানুষের মিলন-বিরহ-কামনাকে আশ্রয় করিয়া গীতিকাব্য রচিত হইতে পারে নাই।

(আগামীবারে সমাপ্য)

[কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের সৌজন্যে প্রাপ্ত মাসিক মোহাম্মদী ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১৩৩৯ বাং হইতে সংকলিত।]

www.ahlehadeethbd.org

সলাৎ ও যকাৎ এবং উঁহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক

—শাইখ আবদুর রহীম

সলাৎ ও যকাৎ কাকে বলা হয় তা সকলেই জানেন ও বুঝেন। তবুও আলোচনার খাতিরে এ সম্পর্কে দুটো কথা বলতে হয়। আল্লাহ তা'আলার উপাসনা আরাধনার যে বিশিষ্ট আকার ও রূপ ইসলামে বিধিবদ্ধ করা হ'য়েছে তাকে বলা হয় সলাৎ। এই সলাতে দৈহিক ও বাচনিক কতকগুলো ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করতে হয়। আর ধন সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত খাতে ব্যয় করাকে বলা হয় যকাৎ। ইসলামের এই অনুষ্ঠান দুটো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আজকের উদ্দেশ্য নয়; তাই এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হলাম। আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সলাৎ ও যকাতের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ। কাজেই এ দুটোর বিধানের মূলে কী রহস্য রয়েছে তা আলোচনা করার প্রয়োজন আছে এবং তাই খুঁজে দেখবার চেষ্টা করবো। এই প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে মূল বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার আগে কয়েকটি ইসলামী তত্ত্বের ও সত্যের কথা ব'লতে হয়। তা হচ্ছে এই: ইসলামে যাবতীয় সৃষ্টি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ সৃজনবাদ স্বীকৃত হ'য়েছে। মানুষ সম্বন্ধে এই সত্য ঘোষণা করা হ'য়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রথম নর আদম ও প্রথম নারী হাওওয়াকে প্রত্যক্ষভাবে পয়দা করেন। তারপর তাঁদের থেকে প্রজনন ক্রিয়াযোগে যাবতীয় মানুষকে পয়দা ক'রে চলেছেন প্রত্যক্ষভাবে। এই প্রজনন ক্রিয়াযোগে সন্তান উৎপাদনের মালিকও স্বয়ং আল্লাহ; পিতামাতা নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "বলো তো; তোমরা যে গর্ভাশয়ের মধ্যে বীর্য নিক্ষেপ করে থাক তার ব্যাপার কি? তোমরাই কি উহা পয়দা ক'রে থাক, না আমিই সৃজনকারী?" (সূরা আল ওয়াকি'আহ ৪৮—৪৯) "আবার বলো তো; তোমরা ক্ষেতে যে বীজ বুনে থাক তার ব্যাপার কী? তোমরাই কি তা থেকে শস্য উৎপাদন ক'রে থাক, না আমিই শস্য উৎপাদনকারী?" (ঐ ৬৩—৬৪) "তারপর বলো তো; তোমরা যে পানি পান করে থাক তার ব্যাপার কী? তোমরাই কি তা মেঘ থেকে নামিয়ে আনো, না আমিই তা নামিয়ে থাকি?" (ঐ ৬৮—৬৯)। কাজেই ইসলামী মতে সব মানুষই হচ্ছে আল্লার প্রত্যক্ষ মখলূক এবং আল্লাহ হচ্ছেন প্রত্যেকের খালিক। মানুষের সাথে আল্লাহ তা'আলার এই মখলূক-খালিকের সম্বন্ধের দরুণ মানুষের পক্ষে আল্লাহ সম্পর্কে কতিপয় বিশ্বাস ও কতিপয় ধারণা পোষণ করা এবং তাঁর উদ্দেশ্যে কতিপয় কার্য সম্পাদন অবধারিত হ'য়ে ওঠে।

আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রকৃতির মধ্যে সমাজবদ্ধ হ'য়ে বাস করার প্রবৃত্তি অবিচ্ছেদ্যভাবে নিহিত ক'রে রেখেছেন বলে প্রত্যেক মানুষের পক্ষে অপর মানুষ সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ আচরণ ও ব্যবহার অবশ্য পালনীয় হ'য়ে দাঁড়ায়। মানুষের এই দ্বিবিধ সম্পর্কের গুরুত্ব মানুষ যাতে যথা-যোগ্যভাবে উপলব্ধি ক'রতে পারে সেইজন্যই আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদের অন্ততঃ পঞ্চাশ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যায়গায় امنوا وعملوا الصلحات ব'লে ঈমানের সঙ্গে সঙ্গে 'আমল-সালিহ' এর উল্লেখ করেন। ১

ইহাও ইসলামের একটি স্বীকৃত সত্য যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের ঐ দ্বিবিধ সম্পর্ককে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে এবং তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে ইসলামের যাবতীয় বিধান প্রণয়ন ও প্রবর্তন করেন। বৃহত্তর মানুষ গোষ্ঠীর পক্ষে অকল্যাণকর অথবা অসুবিধাজনক কোন কিছুই ইসলামে প্রবর্তিত হয় নাই।

এখন মানুষের ঐ দ্বিবিধ কর্তব্যগুলো নির্ধারণ করতে গিয়ে মানুষ বলতে কী বুঝায় সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা ক'রতে হয়। কোন কিছুর সত্তা বুঝাতে ও বুঝতে হ'লে তাকে কতকগুলো গুণের সমষ্টিরূপেই বুঝাতে ও বুঝতে হয়। গুণ বাদ দিয়ে কোন কিছুর সম্বন্ধেই জ্ঞান লাভ সম্ভব হয় না—শুধু জ্ঞানই বলি কেন, কোন কিছুর স্পষ্ট ধারণাই জন্মে না। এই সূত্রটিকে দার্শনিক ও মু'তাযিলীগণ আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ব্যাপারে সাধারণ নীতি হিসেবে প্রয়োগ করবার প্রয়াস পান। এর বিরুদ্ধে আমার ব'লবার কিছু নেই; তবে তাঁরা এই নীতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বিভ্রান্তি উৎপাদন করেন। বিষয়টি আজকের আলোচ্য নয় বলে এখানেই ক্ষান্ত হ'লাম। যা হোক আমার বক্তব্য এই যে, নৈয়ায়িক ও মানতিকীগণ মানুষের সত্তা বুঝাবার জন্য Man is a national animal الانسان حيوان ناطق ইত্যাদি প্রকার সংজ্ঞা দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারেন; এমন কি আত্মতৃপ্তিও লাভ ক'রতে পারেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা সাধারণ লোকেরা তার মধ্যে মানুষ সম্পর্কে কোনই তথ্যের সন্ধান পাই না। মানুষ বলতে আমরা যা বুঝি তা হচ্ছে এই—তার রয়েছে বিশেষ আকারের একটা দেহ, বিশেষ ধরণের একটা প্রাণ, আরো রয়েছে বিবেকবুদ্ধি এবং সর্বোপরি তার র'য়েছে এমন একটা অন্তর বা মন যার মধ্যে থাকে অনুভূতি ও উপলব্ধির ক্ষমতা। এতদসঙ্গে দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিকদের মতে তার মধ্যে আর একটা পদার্থ থাকে যাকে তাঁরা বলেন, 'আত্মা' বা 'রূহ'। 'আত্মা' প্রসঙ্গে দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিকের উল্লেখ এ জন্য ক'রলাম যে, আত্মার সত্তা বিবেকবুদ্ধি দিয়ে বুঝবার অথবা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করবার মত ক্ষমতা আমাদের সাধারণ লোকের নেই। আত্মার অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস ক'রে থাকি একেবারে চোখ মুখ বন্ধ করে। এই কারণেই আত্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসার উত্তরে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, "রূহ হচ্ছে আল্লার অন্যতম পরিচালন বিশেষ; আর তোমাদেরে খুব

(১) আয়াতগুলো এই:—২ আল্ বাকারা: ২৫, ৮২, ২৭৭; ৩ আলু 'ইমরান: ৫৭; ৪ আন্ নিসা: ৫৭, ১২২, ১৭৩; ৫ আল্-মায়িদা: ৯, ৯৩; ৭ আল্ আ'রাফ: ৪২; ১০ য়ূনুস: ৪, ৯; ১১ হূদ: ২৩; ১৩ রা'দ: ২৯; ১৪ ইবরাহীম: ২৩; ১৮ কাহফ: ৩০, ১০৭; ১৯ মরয়ম: ৯৬; ২২ হজ্জ ১৪, ৫০, ৪৯ ৫৬; ২৪ নূর: ৫৫; ২৬ শু'আরা: ২২৭; ২৯ 'আনকাবূত: ৭, ৯, ৫৮; ৩০ রূম: ১৫, ৪৫; ৩১ লুকমান: ৮; ৩২ সজদা: ১৯; ৩৪ সাবা: ৪; ৩৫ ফাতির: ৭; ৩৮ সাদ: ২৪, ২৮; ৪০ মুমিন: ৫৮; ৪১ হা-মীম সজদা: ৮; ৪২ শূরা: ২২, ২৩, ২৬; ৪৫ জাসিয়া: ২১, ৩০; ৪৭ মুহাম্মদ: ২, ১২; ৪৮ আল্-ফাত্হ্: ২৯; ৬৫ আৎ-তালাক: ১১; ৮৫ আল্-বুরূজ: ১১; ৯৫ আৎ-তীন: ৬; ৯৮ আল্-বাইয়িনাহ: ৭; ১০৩ আল্ 'আসর: ৩।

www.ahlehadeethbd.org

কমই 'ইল্‌ম্‌ দে'য়া হ'য়েছে"। (বানী ইসরাঈল, ৮৫) অর্থাৎ রূহ সম্পর্কে মানুষের বিশেষ কোন জ্ঞান সম্ভব নয়। সে যাই হোক এই আলোচনা থেকে বুঝা গেলো যে, মানুষের দেহ, প্রাণ, বিবেকবুদ্ধি ও অন্তর এবং এইগুলির ক্রিয়াকলাপ সবই হচ্ছে মখলূক এবং এ সবেরই সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ এবং একমাত্র আল্লাহই

তারপর, মানুষের কতকগুলো মৌলিক গুণ যা মানুষের সাথে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত সেই গুণগুলো নিয়ে মানুষ গঠিত। ইল্‌ম, ধনসম্পদ ইত্যাদির অধিকারী হওয়া মানুষের সত্তার অন্তর্ভূক্ত নয়। এগুলো হচ্ছে তার অর্জিত, সহকারী, পরোক্ষ গুণবিশেষ।

আল্লার সাথে মানুষের এই 'খালিক-মখলূক' সম্পর্কের অভিব্যক্তি ও প্রকাশ কী ভাবে করতে হবে তা' আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন এই ব'লে وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون "আমি মানুষকে ও জিনকে আমার 'ইবাদৎ ও গোলামী করবার জন্যই পয়দা করেছি। তা'ছাড়া অন্য কোন কাজের জন্য নয়" (আয্‌যারীয়াৎ ৫৬)। অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون •

"হে রসূল তোমার পূর্বে আমি যাকেই রসূল ক'রে পাঠিয়েছি তারই নিকটে আমি অহ্‌ঈ-যোগে এই বাণী পৌঁছে দিয়েছি যে, আমি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই; কাজেই তোমরা আমার ইবাদৎ ও গোলামী কর" (আল-আম্বিয়া, ২৫)। এ থেকে জানা যায় যে, কায়মনোবাক্যে আল্লাহ তা'আলার ইবাদৎ ও গোলামী করাই হচ্ছে মানুষের একমাত্র কর্তব্য। তারপর, ইবাদৎ ও গোলামীর স্বরূপ কী হবে তা' আল্লাহ তা'আলা মোটামুটিভাবে এবং তাঁর রসূল বিস্তারিতভাবে আমাদেরে জানিয়ে দেন। রসূলুল্লাহ সঃ আল্লাহ তা'আলার গোলামী করার কাজগুলোকে মোটামুটিভাবে পাঁচটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করেন। সেগুলো হচ্ছে ঈমান, সলাৎ যকাৎ, সওম ও হজ্জ।

মানুষের অন্তর ও মনের খালিক ও মালিক আল্লাহ। কাজেই মানুষকে তার মনের মধ্যে আল্লাহ সম্পর্কে এমন সব বিশ্বাস রাখতে হবে য' আল্লাহ তা'আলার খালিক হওয়ার সাথে খাপ খায়। আবার মানুষ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার গোলাম। কাজেই আল্লাহ সম্পর্কে মানুষ তার মনের মধ্যে এমন কোন ধারণাকেই স্থান দিতে পারবে না যা' তার গোলাম হওয়ার পরিপন্থী হয়। এই হচ্ছে ঈমানের মূলমন্ত্র। ঈমান মুজমল বলুন, আর ঈমান মুফাস্‌সল বলুন, সবই হ'চ্ছে এরই ব্যাখ্যা। এই ঈমান হচ্ছে ইসলামের মূল। এই ঈমান যার মধ্যে আছে সেই মুসলিম এবং এই ঈমান যার মধ্যে নেই সে মুসলিম নয়।

তারপর, সলাৎ ও যকাতের কথা। ইসলামে এই অনুষ্ঠান দুটিও আল্লার উদ্দেশ্যে মানুষের গোলামী প্রকাশের প্রতীকরূপে প্রবর্তিত হয়েছে। সলাতে মানুষ মুখে আল্লার গোলামী স্বীকার করে এই ব'লে اياک نعبد واياک نستعين "হে আল্লাহ, আমি একমাত্র তোমারই গোলামী করি এবং একমাত্র তোমারই কাছে আমার সকল প্রয়োজনে সাহায্য প্রার্থনা করি।" সে রুকূতে ঝুঁকে, সিজদাতে মুখমণ্ডল ভূমিতে প্রণত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করে দৈহিক ভাবে গোলামী প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মুখে বলে,

سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم

আমার মহান রব্ব সকল দোষ, সকল ত্রুটি সকল অপূর্ণতা থেকে কত মুক্ত। সলাৎ সম্পাদনকারী যে কেবলমাত্র বাহ্যতঃ মৌখিক ও দৈহিক-ভাবে গোলামী স্বীকার ক'রেই ক্ষান্ত হ'বে তা নয়, বরং সে সেই সঙ্গে তার অন্তরের মধ্যে আল্লার উদ্দেশ্যে গোলামী ভাব ও অবস্থা আনবারও আপ্রাণ চেষ্টা করবে। এই ভাবে সলাৎ হ'য়ে উঠবে আল্লার উদ্দেশ্যে মানুষের গোলামীর পরিপূর্ণ ও চরম অভিব্যক্তি। এই দিকে ইংগিত ক'রে রসূলুল্লাহ সঃ ইহ্সানের ব্যাখ্যায় বলেন, ان تعبد الله كانك تراه "তুমি আল্লার উদ্দেশ্যে তোমার গোলামী এমন ভাবে প্রকাশ করবে যেন তুমি তাঁকে চাক্ষুষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে দেখতে পাচ্ছ। সলাতের এই হাকীকাৎ ও স্বরূপের কারণেই রসূলুল্লাহ সঃ বলেন,

من ترک الصلوة متعمدا فقد كفر

"যে ব্যক্তি ইচ্ছা পূর্বক বিনা ওযরে সলাৎ পরিত্যাগ করে সে কুফর করে বা কাফিরের কাজ করে।"২

২। كفر শব্দটি হচ্ছে ক্রিয়াপদ আর কাফির শব্দটি হচ্ছে বিশেষণ পদ। কারো সম্বন্ধে কোন ক্রিয়াপদের ব্যবহার করা হলেই তার প্রতি ঐ ক্রিয়াপদ থেকে গঠিত বিশেষণ পদটির প্রয়োগ নীতিগত ভাবে অবধারিত হয় না। এই নীতি সকল ভাবাতেই সমভাবে প্রযোজ্য। ছোট ছোট কিছু লিখলেই তাকে 'লেখক' বলা হয় না; কিছু বললেই তাকে বক্তা বলা হয় না। মেয়েরা নিজেদের বহু জামা নিজেরা বাড়ীতে সেলাই করে থাকে, কিন্তু তাই বলে তাদেরে দর্জি বলা হয় না। এ থেকে বুঝা যায় যে, কেও কোন কাজে অভ্যস্ত হলেই তার প্রতি সাধারণতঃ বিশেষণ পদটি প্রয়োগ করা হ'য়ে থাকে। كتب র অর্থ 'লিখিল' قرأ র অর্থ 'পড়িল', এদের অর্থ 'লেখক হ'লো' কারী হলো' নয়। সেইরূপ كفر শব্দের অর্থ হ'বে 'কুফর করলো' 'কাফির হ'লো' অর্থ হবে না—হ'তে পারে না

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে কুফর হচ্ছে চরম ও মূল কুফর। এই কুফরই হ'চ্ছে শরীঅতের পরিভাষায় প্রকৃত (حقيقي) কুফর। এই কুফর ছাড়া কোন কোন অন্যায় কাজের প্রতিও হাদীসে 'কুফর' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সেখানে কুফরের ভাবগত (مجازي) অর্থ গ্রহণ করা হ'য়ে থাকে। যথা, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অকৃতজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে রসূলুল্লাহ সঃ কুফর শব্দ ব্যবহার করেন। এই কারণে ইমাম বুখারী 'কুফর' সম্পর্কে ইতর বিশেষ স্বীকার করে বলেন: باب كفران العشير وكفر دون كفر স্বামীর কুফর করা ও ছোট কুফর সম্পর্কে অধ্যায় (বুখারী পৃঃ ৯৮। এই প্রসঙ্গে ইমাম নওবী বলেন, এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার কুফর ছাড়া অপর কোন কোন ব্যাপারকেও হাদীসে 'কুফর' ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আবুবকর ইব্নুল-'আরাবী বলেন, ইমাম বুখারীর উক্তির তাৎপর্য এই যে, কোন কোন طاعات বা আদেশ পালনকে যেমন 'ঈমান' নামে অভিহিত করা হ'য়েছে সেইরূপ কোন কোন معاصى বা পাপ কাজকে কুফর' আখ্যা দেয়া হয়েছে। এই মনীষিদের উক্তি মতে 'সলাৎ পরিত্যাগ করা' এই দ্বিতীয় প্রকার 'কুফর' এর অন্তর্ভুক্ত। ইহা আকায়িদের পারিভাষিক কুফর নয়।

তৃতীয়তঃ আল্লার দীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে যে মুমিন নিহত হন তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত 'শহীদ' কিন্তু অপর কতিপয় অবস্থাতে মারা গেলেও মুমিনকে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সলাৎ পরিত্যাগকারীর উদাহরণ ঐ গোলামের মত যাকে তার মালিক ক্ষিদে পেলে খেতে দেন, কাপড় ছিঁড়লে কাপড় দেন এবং তার যখন যা প্রয়োজন হয় সে চাইলেই এমন কি না চাইলেও তাকে দেন এবং সে গোলাম লোকের সামনে ব'লে বেড়ায় আমার প্রয়োজনীয় সব কিছুই যখন যা দরকার হয় আমার মালিক আমাকে দিয়ে থাকেন। তারপর ঐ গোলামকেই যখন তার মালিক বলেন, "আমার কাছে এসে কিছুক্ষণ গোলামের মত দাঁড়া, গোলামের মত বস, গোলামের মত কথা বল, গোলামের মত আচরণ কর, তা হ'লে তোকে আমার সম্পত্তির মালিক করে দেবো" তখন সে মালিকের ঐ নির্দেশ অমান্য ক'রে বসে। ঐ অবাধ্য গোলামই হচ্ছে সলাৎ পরিত্যাগকারীর উপমা। বস্তুতঃ মালিক তার যে কোন গোলামকে যেভাবে গোলামী প্রকাশ করতে নির্দেশ দেন সেই গোলাম যদি সেই ভাবে গোলামী প্রকাশ করতে অলসতা বা কুণ্ঠা বোধ করে তবে ঐ মালিক ঐ গোলামকে কোন ক্রমেই নিজের গোলাম ব'লে স্বীকার করে না। প্রকৃতপক্ষে ঐ গোলাম হয় নিজের প্রবৃত্তির গোলাম। এই কারণেই সলাৎ ত্যাগকারীকে রসূলুল্লাহ সঃ অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ আখ্যা দেন। সলাতে মানুষের জন্মগত মৌলিক ব্যাপারগুলো সম্পর্কে গোলামীর অভিব্যক্তির ব্যবস্থা রয়েছে; তার অর্জিত বিষয়গুলো সম্পর্কে গোলামীর ব্যবস্থা সলাতে নেই। সেই অর্জিত বিষয়গুলি সম্পর্কে গোলামীর ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে যকাতে। এটা সর্ববাদীসম্মত সত্য যে গোলাম স্বয়ং যেমন তার মালিকের সম্পত্তি তেমনি সে যা কিছু অর্জন করে সে সবও তার মালিকেরই সম্পত্তি। গোলাম গোলামই; সে মালিকের অনুমতি বা নির্দেশ ছাড়া কোন কিছুরই মালিকানা স্বত্ব লাভ করিতে পারে না। মানুষের অর্জিত ধনসম্পদ, জ্ঞান বিদ্যা ইত্যাদির প্রতি এই নীতি প্রয়োগ করলে তাৎপর্য কী দাঁড়ায় তা

হাদীসে 'শহীদ' বলা হ'য়েছে। এর ব্যাখ্যায় আলিমগণ বলেন যে, প্রথমটি হ'চ্ছে বাস্তব (حقيقي) শহীদ আর অপরগুলো হ'চ্ছে শহীদের মত (شهيد حكمي)। রোগবিশেষের বা অবস্থাবিশেষের কারণে কোন মুমিন মারা গেলে তাকে কেও শহীদ বলেন না; বরং বলা হয় 'শহীদী মওৎ মরলো'। সলাৎ পরিত্যাগ সম্পর্কেও অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রযোজ্য। (তুলনা করুন য়াহুদী বা খৃষ্টান মওৎ মরা, তিরমিযীর ভাষ্য তুহ্‌ফা, ২য় খণ্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা)।

চতুর্থতঃ ভাষা হিসেবে 'কুফর' শব্দটি হ'চ্ছে 'শুক্‌র্' শব্দের বিপরীত। কাজেই كفر শব্দের অর্থ 'অকৃতজ্ঞতা দেখানো'ও হ'তে পারে। আর প্রকৃত পক্ষে 'স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কুফর' এর এই অর্থই করা হ'য়ে থাকে।

পঞ্চমতঃ মুহাদ্দিসূন ও সুন্নী ধর্মতাত্ত্বিকদের মতে কোন মুমিন কোন কবীরা গুণাহ করার কারণে কাফির হয় না। সলাৎ পরিত্যাগ করা একটি কাবীরা গুণাহ। কাজেই তাতে কোন মুমিন কাফির হয় না। তাঁরা এ বিষয়েও একমত যে, 'সলাৎ ফরয' এই ব্যাপার অস্বীকার ও ইন্‌কার না করা পর্যন্ত কোন মুমিন কাফির হয় না। ইমাম বুখারীও এই মত পোষণ করেন। (দেখুন বুখারী, পৃঃ ৯)।

المعاصي من امر الجاهلية
ولا يكفر صاحبها بارتكابها الا بالشرك

পাপ কাজগুলো হচ্ছে অজ্ঞতা যুগের ব্যাপার; শিরক ছাড়া অপর কোন পাপ কাজ করার কারণে কোন মুমিনকে কাফির বলা যাবে না।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দেখা যাক। আসমান ও যমীনে যা' কিছু আছে সবেরই মালিক আল্লাহ لله ما في السموات وما في الارض এ সবের মালিক আল্লাহ তাঁর যে গোলামকে এ থেকে যা' দেন সে তাই পায়, তার বেশীও সে পায় না, তার কমও সে পায় না। মালিক যাকে যা' দেওয়া বরাদ্দ ক'রে রে'খেছেন সে যাতে তা' লাভ ক'রতে পারে মালিক তারও ব্যবস্থা ও উপায় ক'রে দেন। গোলাম-মানুষ সেই ব্যবস্থা ও উপায় অবলম্বন করে তা অর্জন করে আর মনে করে যে, সে তার বুদ্ধি, জ্ঞান, কৌশল ইত্যাদি দিয়ে ঐ সব অর্জন করলো; আর কারূণের মত বলে, انما اوتيته على علم عندى আমার নিজ জ্ঞানের দরুণই আমাকে এ সব দেয়া হ'য়েছে (২৮ঃ৭৮)। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষের এই ধারণা ভুল। ইসলামে সব কিছুরই মূল মালিক আল্লাহ। তিনি তাঁর সম্পদের যা' কিছু তাঁর কোন গোলামের অধিকারে ন্যস্ত করেন তার মালিক আল্লাহই থাকেন এবং তার ঐ গোলাম-মানুষ হয় ঐ সম্পদের তত্ত্বাবধানকারী খাযানচী মাত্র। মূল মালিক আল্লাহ তাঁর নিজ সম্পদ থেকে যা' কিছু তাঁর যে খাযানচী-মানুষের হাতে ন্যস্ত করেন সেই খাযানচী মানুষ তা' মূল মালিক আল্লাহর নির্দেশমতে ব্যয় ক'রতে বাধ্য। মূল মালিক বড় দয়ালু রাহমানুর রহীম। তিনি নির্দেশ দিলেন, তাঁর গোলামের হাতে বেশ কিছু পরিমাণ সম্পদ বেশ কিছুকালের জন্য জমা থা'কলে ঐ সম্পদের সব নয়—বরং সামান্য অংশ মাত্র কয়েক প্রকার লোককে নিঃস্বার্থভাবে কর্তব্যজ্ঞানে, প্রফুল্লচিত্তে দান করবার জন্য। একেই বলা হয় যাকাৎ। এই যাকাৎ হ'চ্ছে ফরয, অবশ্য পালনীয় কিন্তু শুধু যাকাতের সম্পদ দ্বারা সব সময়ে সব খুঁটিনাটি অভাব মেটানো সম্ভবপর হয় না। তাই যাকাৎ ছাড়াও নফল দানের জন্য ইসলামে উৎসাহ দেয়া হ'য়েছে।

ক্রমশঃ—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক যুদ্ধ ও পাকিস্তানের আদর্শ

(উর্দু হইতে অনূদিত)

অনুবাদ : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

মুসলিম ইতিহাসকে চারিটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম, আরবীয়দের প্রাধান্যের যুগ। ইসলামের আবির্ভাব কাল হইতে এই প্রাধান্যের সূচনা এবং ১২৫৮ ঈসায়ী সালে হালাকু খাঁ কর্তৃক বাগদাদ নগরীর বিধ্বস্তিকালে উহার পরিসমাপ্তি। এই পর্যায়ের প্রথম দিকেই আরবের বীর যোদ্ধাগণ কায়সর ও কেসরার শক্তিদম্ভ চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া রোমক ও পারস্য সাম্রাজ্যের শান শওকত ধূলায় লুটাইয়া দিয়া অর্ধ পৃথিবীর প্রত্যন্তপ্রান্তে ইসলামের হেলালী ঝাণ্ডা উড়াইয়া দেন। বিভেদ বৈষম্য ও অসাম্যের অন্ধকার দূরীভূত করিয়া ইসলামের বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও অনুপম সাম্যের মশাল তখন চারিদিকে জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতে থাকে। এই সুদীর্ঘ কালে আরবীয় মুসলমানগণ শুধু অসি চালনাতেই বাহাদুরী দেখান নাই, জ্ঞান বিজ্ঞান এবং তাহযীব তমদ্দুনের উৎকর্ষতা বিধানেও তাহারা পূর্ণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকগণও একথা একবাক্যে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, পাশ্চাত্য জগত যখন অশিক্ষা, কুশিক্ষা এবং প্রতিক্রিয়াশীলতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, তখন বাগদাদ, কায়রো কর্দোভা ও গ্রাণাডার শিক্ষা কেন্দ্রগুলি হইতে জ্ঞান বিজ্ঞান এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির আলোক-শিখা উজ্জ্বল ভাতি বিকীরণরত। বাগদাদের পতনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আরবীয় মুসলমানদের এই কৃতিকর্মের তৎপরতা অব্যাহত ছিল।

ইহার পর শুরু হয় মুসলিম ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্যায়। মুসলিম সভ্যতার মশাল আরবীয় দের নিকট হইতে তুর্কী মুসলমানদের নিকট হস্তান্তরিত হয়। আরববাসীরা পতিত জমিনে ইসলামরূপ যে বৃক্ষটিকে রোপিত ও পরিপোষিত করেন, তুর্কীরা তার গোড়ায় আপন বক্ষের রক্ত দিয়া পানি সিঞ্চন করিতে থাকেন। আরবদের পতনের পর পাশ্চাত্যের অধিবাসীদের মনে যে আনন্দের বান ডাকিয়া উঠে, অচিরেই তাহাতে ভাটা পড়িয়া যায়। কারণ তুর্কী ঘোড় সওয়াররা ইউরোপের ক্রুসধারী ভ্রাতাগণকে এক মুহূর্তের জন্যও এমন অবকাশ দেন নাই যখন তারা মধ্যপ্রাচ্যের দিকে চোখ তুলিয়া তাকাইতে পারে। তুর্কী বিজয়ীদের প্রাণচঞ্চল ঘোড়ার বিদ্যুৎ কদম ইউরোপবাসীর হৃদয়ে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে। কখনও কখনও কোন কোন ইউরোপীয় রাজ্যকে তুর্কীদের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার নির্বুদ্ধিতায় পাইয়া বসে। কিন্তু খুব ভালভাবেই তাদের ভুলের মাশুল তাদেরকে যোগাইতে হয়। হামলাকারী দুশমনদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তুর্কী বীররা অপ্রতিহত ভাবে আগাইয়া চলে এবং অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা তুর্কীদের কদম চুম্বন করে। মহান সুলায়মানের (Sulaiman, the Magnificent) শাসন আমলে তুর্কীদের নাম শুনিয়াই ইউরোপের ভীতসন্ত্রস্ত অধিবাসীদের হৃদয় আতঙ্কিত হইয়া উঠে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মুসলিম ইতিহাসের এই পর্যায় এজন্যও গৌরবধন্য যে, ইউরোপীয়দের কনস্টান্টিনোপল পুনর্দখলের শতাব্দীব্যাপী স্বপ্ন এ সময়ে চিরতরে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

তুরস্কের উসমানী সুলতানতের অবনতি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শুরু হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম ইতিহাসের সুবর্ণ যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে। পাশ্চাত্য জগত মুসলিমদেরকে নিস্তনাবুদ করার জন্য শত শত বৎসর হইতে যে স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছিল, উসমানী সুলতানতের অবনতি এবং অধোগতি তাদের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের সুযোগ আনিয়া দেয়। মুসলিম ইতিহাসের তৃতীয় পর্যায় আরম্ভ হয়। এই যুগ মুসলমানদের অপমান ও ঘিল্লতির যুগ; এক এক করিয়া মুসলিম রাজ্যগুলি তাদের আজাদীর নেয়ামত খোয়াইতে লাগিল, পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যলোভী শক্তিগুলি তুরস্ক ছাড়া সমুদয় মুসলিম রাজগুলিকে গোলামীর শিকলে বাঁধিয়া ফেলিল। তুর্কীর আযাদী বহাল থাকিল বটে, কিন্তু তার শান শওকত, শক্তি ও প্রাধান্য অতীতের কাহিনীতে পর্যবসিত হইল। মুসলমানদের অবনতির কার্যকারণের উপর আলোকপাত করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, এই প্রসঙ্গে শুধু ইব্নে খলদূনের একটি মন্তব্য উধৃত করাই যথেষ্ট। তিনি বলিয়াছেন,

"যে জাতি তার অতীত গৌরব-উত্তরাধিকার সংরক্ষণের শক্তি হারাইয়া ফেলে, যে জাতি যুগের চাহিদার সঙ্গে সমন্বয় সাধন করিয়া চলিতে জানে না তাদেরকে বিধ্বস্তির কবল হইতে রক্ষা করিতে পারে একমাত্র কোন অলৌকিক শক্তি—অন্য কিছু নয়।"

মুসলিম জাহানের সামগ্রিক অবস্থা অবনতির এমন নিম্নস্তরে গিয়া পৌঁছে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে চরম আশাবাদী মুসলমানও একথা ভাবিতে পারে নাই যে, ঘিল্লতির গভীরতম পঙ্ক হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া আবার তারা মুক্তির আস্বাদ লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু কুদরতের অদৃশ্য কারিগর ইতিপূর্বেই দুর্গতির পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া মুসলমানদিগকে পুনঃ দুনিয়ার নেতৃত্ব দানের সুযোগ দিবার সঙ্কল্প করিয়া রাখিছিলেন।

এইবার মুসলিম ইতিহাসের চতুর্থ পর্যায় শুরু হইয়া গেল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সমগ্র দুনিয়ার মুসলমানদের সুষুপ্ত হৃদয়ে চেতনা ও চাঞ্চল্যের তরঙ্গ প্রবাহ দেখা দিল। শতাব্দীর সূচনায় যাহা ছিল একটা স্বপ্ন, এই যুদ্ধের পর তাহাই বাস্তবতার রূপরেখায় মুসলমানদের চোখের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল। পাশ্চাত্যের অনধিকার প্রভুত্বের জোয়াল ঘাড় হইতে ছুঁড়িয়া ফেলার জন্য দেশে দেশে বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হইয়া গেল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই আন্দোলন প্রায় সর্বত্র ফলপ্রসূ হইল। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা এই আন্দোলনের শ্রেষ্ঠতম ফলশ্রুতি।

মুসলিম ইতিহাসের চতুর্থ পর্যায়ে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা একটি অর্থবহ তাৎপর্য বহন করে। ইহা ইতিহাসের গতির মোড় ইসলামের উদ্দিষ্ট পথে ঘুরাইয়া দিয়াছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ভৌগলিক ভিত্তি অপেক্ষা ধর্মীয় ভিত্তির উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়া পাকিস্তানের আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছে। মুসলিম জাতীয়তার আদর্শ অচল ও নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নাই, উহাকে সচল এবং বাস্তবায়িত করা সম্ভব —ইহা প্রমাণিত এবং প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল এ আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সকল মুসলমান মিলিয়া এক মিল্লত—এক জাতি। এই আদর্শ চিরসত্য। "মুসলিম হায় হাম, ওয়াতন হায় সারা জাহাঁ হামারা" আমরা মুসলমান, সমস্ত জগতই আমাদের স্বদেশ ভূমি—আল্লামা ইকবালের এই বাণীই ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের মূলমন্ত্র। পাক-ভারতের মুসলমানগণ শুধু নিজেদের বসবাসের জন্য একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমি চায় নাই, তারা কেবলমাত্র এই দেশের মুসলমানদের পৃথক সত্তা বজায় রাখার জন্য জদ্দো-জিহাদ করে নাই, তাদের দৃষ্টি ছিল আরও অধিক দূরে প্রসারিত। তারা চাহিয়াছিল পৃথিবীর মানচিত্রে এমন একটি শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক যাহা হইবে সমগ্র আলমে ইসলামের জন্য এক সুরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য দুর্গ।

ব্রাহ্মণ্য সাম্রাজ্যবাদ এবং ফিরিঙ্গী কূটনীতির সংযুক্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া 'পাকিস্তান' একটি 'ধারণা' হইতে একটি আন্দোলনে রূপান্তরিত হইল এবং 'পাকিস্তান' সেই আন্দোলনেরই ফলশ্রুতিরূপে বাস্তবরূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিল। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা শুধু পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের বিজয় বার্তা বহন করিয়া আনে নাই, আনিয়াছে বৃহত্তর বিজয়ের সুসংবাদ, ইহার মাধ্যমে সূচিত হইয়াছে বিশ্ব মুসলিম এক-জাতীয়তার জয়ধ্বনি। জাহানে ইসলামের নব জাগরণ ও জয়-যাত্রার জন্য যে সুদৃঢ় ঘাটির প্রয়োজন ছিল ইহার মাধ্যমে তাহাই কায়েম হইয়া গেল।

এ সম্পর্কে আমেরিকার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও কে স্মীথের মন্তব্য শ্রবণযোগ্য। তিনি বলেন,

"ইসলামের উজ্জীবনকে পাকিস্তানীগণ নিজেদের জীবনের লক্ষ্যরূপে নির্ধারণ করিয়াছে। এই লক্ষ্য অর্জনের সঙ্কল্পই পাকিস্তানকে বিশ্ব-রাজনীতিতে এক স্বাতন্ত্রধর্মী একক সত্তা প্রদান করিয়াছে। পাকিস্তানই একমাত্র উন্নয়নশীল রাষ্ট্র—যে রাষ্ট্র সেকুলারিজম (ধর্ম নিরপেক্ষতা) এবং অনুরূপ নব নব মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করিয়া ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে মুসলিম জাতীয়তাকে রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। পাকিস্তানীগণ 'মুসলিম জাতীয়তার' ভিত্তিতে পাকিস্তান আন্দোলনের জদ্দোজিহাদ চালাইয়াছিল। তাদের সংগ্রাম জয়যুক্ত হইয়াছে। পাকিস্তানীগণ বিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যুগ চাহিদার সঙ্গে তাদের ইসলামের কী করিয়া সমন্বয় সাধন করে, এখন তাহাই লক্ষণীয় বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

"মুসলিম ইতিহাসের গতিতে যে নিশ্চলতা দেখা দিয়াছিল পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা তা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে; মুসলিম ইতিহাসের গতি স্তব্ধতার অচলায়তন ভিঙ্গাইয়া আবার নব উদ্যমে সম্মুখ পানে আগাইয়া চলিয়াছে। পাকিস্তান মাত্র ১০ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (এ মন্তব্য ১০ বৎসর পূর্বের) সুতরাং এখনও এ কথা বলার সময় আসে নাই যে, ইসলামকে রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবন দানের চেষ্টা ফলপ্রসূ হইবে, কিম্বা ব্যর্থতা বরণ করিবে। এখন পর্যন্ত পাকিস্তান উহার অধিবাসীদের জন্য এমন কোন অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলতে পারে নাই যাহা ইসলামের বুনিয়াদী দাবীগুলির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করিতে সক্ষম হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"পাকিস্তানে এমন এক শ্রেণীর লোকেরও অস্তিত্ব রহিয়াছে যারা পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল (?) দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থক। তারা বলেন, ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের ধারণা এই যুগে অবাস্তব এবং অচল। (বলা বাহুল্য) পাকিস্তানের কম্যুনিস্টরাও ধর্ম-ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আদর্শের ঘোর বিরোধী। কিন্তু পাকিস্তানের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ আপামর জনসাধারণ মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্যের পুন-প্রতিষ্ঠাকেই নিজেদের জীবনের লক্ষ্য মনে করিয়া থাকে। পাকিস্তানের অধিবাসীগণ তাহাদের ধর্ম ও ইতিহাসের শিক্ষা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতে পারে না। পাকিস্তানীদের চিন্তা ও ধ্যান ধারণায় তাহাদের ধর্ম ও ইতিহাস ঐতিহ্যে কোন পার্থক্য নাই। যখন তারা বলে—'আমরা মুসলমান' তখন তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তারা আরবী ও তুর্কী বিজয়ীদেরই উত্তরাধিকারী। পাকি-স্তানীদের এই বিশ্বাসের অনুভূতিই মুসলিম ইতিহাসের উজ্জীবনে তাদিগকে এক বিশিষ্ট ভূমিকা প্রদান করে। তারা পাক-ভারতের সমগ্র ইতিহাসকে নিজেদের ইতিহাস মনে করে না, বরং আরব ইতিহাস ও তুরস্কের ইতিহাসকে নিজেদের ইতিহাস মনে করে (এবং সে ইতিহাস হইতে প্রেরণাও গ্রহণ করে)। এই দৃষ্টিকোণ হইতে আজ মুসলিম জগতে পাকিস্তান ঠিক সেই গুরুত্ব অর্জন করিয়াছে যে গুরুত্ব ছিল মুসলিম ইতিহাসের প্রথম পর্যায়ে আরবদের আর দ্বিতীয় পর্যায়ে তুর্কীদের।"

উপরের মন্তব্যগুলি একজন খৃষ্টান ঐতি-হাসিকের চিন্তাপ্রসূত এবং এ মন্তব্যের অনেকটাই সত্য। এই মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছিল ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে—তখনও পাকিস্তানে শাসনতান্ত্রিক এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জিত হয় নাই। পাকিস্তানের জন্মমুহূর্তে পাশ্চাত্যের পর্যবেক্ষক মহল একথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না যে এই নবজাত রাষ্ট্র অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুকাবেলা করিতে সক্ষম হইবে। ভারতের ব্রাহ্মণ্য-বাদী সাম্রাজ্যও এই দুঃস্বপ্নে আশান্বিত ছিল যে, পাকিস্তান কিছুতেই একটি স্বাধীন স্বনির্ভর অর্থনৈতিক সত্তা লইয়া টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। কিন্তু পাকিস্তানের জনক কায়েদে আ'যম পাকিস্তানের শত্রুকুলের এই আশার মুখে ছাই নিক্ষেপ করিয়া দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন, 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং উহা চির স্থায়িত্বের প্রতিশ্রুতি লইয়াই টিকিয়া থাকিবে।"

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। এই বিশ বৎসরের মধ্যে পাকিস্তানীগণ এই কথা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন যে, যদি কোন জাতি জীবন্ত থাকার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হয় তবে সেই জাতি—বিপদের তুফান যত প্রচণ্ড আকারে ও যত ভয়াল মূর্তিতেই গর্জন করিয়া আসুক না কেন তার মুকাবেলা করিতে সক্ষম। আমরা শুধু অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জকেই অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে মুকাবেলা করি নাই, বরং নিজেদের অস্তিত্ব এবং স্বকীয়-তাকে একটি প্রাণবান ও সবল সত্তায় প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য নিজেদের অপেক্ষা পাঁচগুণ বড় একটি সম্রাজ্যের সশস্ত্র আক্রমণের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে পারিয়াছি।

১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর যখন ব্রাহ্মণ্য সাম্রাজ্যবাদ আমাদের সীমানায় তাদের তোপের গোলাগুলী বর্ষণ শুরু করিয়া দিল, যখন ভারতের অস্ত্রদানব আমাদের জাতীয় সত্তায় তার বিষ দন্ত প্রবিষ্ট করানর জন্য আগাইয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আসিল তখন জাতির সঙ্কল্প কোন্ দুর্মর শক্তির রূপ ধরিয়া পাকিস্তানকে এক দুর্জয় ও দুর্ভেদ্য ভূমিতে পরিণত করিয়া দিয়াছিল ?

পাশ্চাত্য জগত হয়ত ইহার জবাব দিতে পারিবে না। কিন্তু আমরা পারিব। আমরা জানি ১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বরের সকালে আমাদের প্রতিটি জোয়ান কোন্ অমর শক্তিবলে খালেদ ইবনে ওয়ালীদ, তারীক ইবনে যিয়াদ, নূরুদ্দীন জঙ্গী ও সালাহুউদ্দীন আইয়ুবীতে রূপান্তরিত হইয়া উঠিয়াছিল। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট তারীখে মুসলিম জাতীয়তা নূতন জীবনে অভিষিক্ত হয় আর উহার আঠার বছর পর ১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর মুসলিম ইতিহাস জীবন্ত হইয়া উঠে।

ইসলাম এবং বিশ্ব রাজনীতি

মুসলমাদের নব জাগরণের আন্দোলন এক সুশৃঙ্খল ও সুসমন্বিত পন্থায় শুরু হয় নাই। কারণ মুসলিম রাজ্যগুলিকে কোন একক রাজনৈতিক কেন্দ্র সম্মিলিত করা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। মুসলিম রাজ্যগুলিতে ঐক্য যতটা কাম্য ও হৃদয়বাঞ্ছিত, উহা ততটাই অস্পষ্ট এবং বাধা বিপত্তির দ্বারা বেষ্টিত। আরব এবং তুর্কীদের মধ্যে যে মন-কষাকষি ও অসন্তোষ প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে সৃষ্টি করা হয় তা আজও বিদূরীত হয় নাই। 'লরেন্স অব অ্যারাবিয়া' আরব এবং তুর্কীদের মনে ভুল বুঝাবুঝি এবং ঘৃণাবিদ্বেষের যে বিষাক্ত বীজ বপন করেন, অর্ধ শতাব্দী পার হইয়া যাওয়ার পরও উহার অশুভ ক্রিয়ার রেশ এখনও নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। যতদিন পর্যান্ত তুর্কী এবং আরবীয়গণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে, যে পর্যন্ত আরবাসীগণ তুর্কীদের প্রতি বন্ধুত্বের হস্ত সম্প্রসারিত না করিতেছে ততদিন মুসলিম জাতীয়তার আন্তর্জাতিক আন্দোলন একটি পূর্ণ রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে না।

মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক যুদ্ধে আরবদের পরাজয় আরব জাতীয়তার মূলে কুঠারাঘাত হানিয়াছে। এই দৃষ্টিকোণ হইতে আরবীয়দের এই পরাজয় মুসলিম জাতীয়তার আদর্শের বিজয় সূচিত করিয়াছে। যদি বলা যায় যে, এই যুদ্ধ মুসলিম ইতিহাসের উপর একটি সুস্থ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে তাহা হইলে অন্যায় বলা হয় না। আরব জাতীয়তার (অ্যারাবিজম) যে হুলুধ্বনি আরব জগত এবং অনারব মুসলিম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এক বেদনাদায়ক রাজনৈতিক ভুল-বুঝাবুঝির সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল সেই ভৌগলিক ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার অনুপযোগিতা এই যুদ্ধে উদঘাটিত হইল এবং উহার কল্যাণকারিতার অন্তসারশূন্যতা প্রমাণিত হইয়া গেল। অবশ্য এ কথার অর্থ ইহা নয় যে, আরব ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, বরং উহার অর্থ ও তাৎপর্য শুধু এই যে, আরব জগত মুসলিম জাহানেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ-উহার পৃথক ও স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নাই।

আরব ঐক্য এবং আরব জাতীয়তার (Arab Nationalism) মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য যে সব আরবীয় নেতারা এতদিন বুঝিতে পারেন নাই, আজিকার এই লজ্জাস্কর পরাভবের পর তাহাদের জ্ঞান চক্ষু উন্মোচিত হওয়া উচিত। আরব ঐক্য এক অপরিহার্য রাজনৈতিক প্রয়োজন কিন্তু আরব জাতীয়তা মুসলিম জাতীয়তা হইতে দূরে যাওয়া এক দুঃখজনক পশ্চাদশীল পদক্ষেপ মাত্র।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মুসলিম জাতির পুনর্জাগরণের জন্য আরব রাজ্যসমূহের নিজেদের ভিতর ঐক্য ও সংহতির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার্য কিন্তু আরব জাতীয়তাকে মুসলিম জাতীয়তার উপর প্রাধান্য ও অধিক গুরুত্ব আরোপ করা শুধু অনাবশ্যকই নয়, রীতিমত ক্ষতিকর। কারণ ইহা মুসলিম ইতিহাসের মূলধারা হইতে আরবদের দূরে সরিয়া যাওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সার্থক হইবে তখনই যখন আরব রাজ্য সমূহ নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গীকে একমুখী করিতে সক্ষম হইবে। আর উহা সম্ভব হইবে শুধু তখনই যখন তারা তাদের পারস্পরিক রাজনৈতিক, সামাজিক ও তামাদ্দুনিক সম্পর্ককে ইসলামের ইতিহাসের গ্রন্থিবন্ধনে সংযুক্ত করিয়া লইতে পারিবে

পাকিস্তানীরা ভারতের অন্যায় আক্রমণের সমুচিত জবাব দিবার জন্য সাহস ও বীরত্ব, দৃঢ় সঙ্কল্প ও অনমনীয়তার যে চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল, উহার প্রেরণা তাহারা কোথা হইতে লাভ করিয়াছিল? তারা শুধু পাক-ভারতের মুসলিম ইতিহাস হইতেই নয় সমগ্র ইসলামের ইতিহাস হইতেই উক্ত প্রেরণা ও কর্মদ্যোতনা লাভ করিয়াছিল। আমরা শুধু পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষার মরণপণ সংগ্রামই করি নাই—আমরা সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মুসলিম ইতিহাসের গৌরবধন্য ঐতিহ্য রক্ষার জিহাদে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বরের পাক-ভারত যুদ্ধ আর সাম্প্রতিক আরব-ইস্রাইল যুদ্ধের মধ্যে এইখানেই রহিয়াছে মূলগত পার্থক্য। আরবীয়রা কেবল আরব স্বার্থ এবং কেবল আরব জাতীয়তার সংরক্ষণে যুদ্ধের অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল; অপরপক্ষে পাকিস্তানীগণ ইসলামের স্বার্থ এবং মুসলিম জাতীয়তার সংরক্ষণে—যুদ্ধ নয়—আল্লার নামে আল্লার পথে জিহাদ করিয়াছিল। ইসরাইলের হাতে আরবীয়দের পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মরক্কোর শাহ দ্বিতীয় হাসান এমন একটি রূঢ় সত্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন যে দিক হইতে কোন আরব রাষ্ট্রই দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিতে পারে না—সেই রূঢ় সত্যকে অস্বীকার করার ক্ষমতা ও সাহস কোন আরব রাজ্যেরই নাই। তিনি বলিয়াছেন,

"আল্লাহ আমাদিগকে আমাদের পাপরাশির শাস্তি প্রদান করিয়াছেন। আল্লাহ আমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন, তোমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ থাক, কিন্তু আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন রহিয়াছি, তিনি আমাদিগকে পরস্পরের ভ্রাতারূপে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে বলিয়াছেন কিন্তু আমরা একে অপরকে গালি বর্ষণে মশগুল রহিয়াছি। এখন আমাদের এই পরাজয় হইতে সবক হাসেল করা উচিত। সাধারণ দুশমনের মুকাবেলার জন্য নিজেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা একান্ত বাঞ্ছনীয়!"

শুধু আরব রাজ্যসমূহের মধ্যেই নয়—সমস্ত মুসলিম রাজ্যগুলির মধ্যেও ইত্তেফাক ও ইত্তেহাদ বাঞ্ছনীয়। এই ইত্তেহাদ প্রথমতঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শুরু করা যাইতে পারে, অতঃপর ধাপে ধাপে অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে উহাকে সম্প্রসারিত করিয়া প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাকে দৃঢ় ও মজবুত করিয়া তোলা যাইতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক যুদ্ধ এই সহযোগিতা এবং ঐক্যের পথকে মসৃণ এবং আগাইয়া চলার অনুকূল করিয়া দিয়াছে।

(২৫শে জুন রবিবার উর্দু 'মাশরিকে' প্রকাশিত জনাব গোলাম আকবর লিখিত প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ)

(অসমাপ্ত)

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল-হাদীসের চতুর্দশ বর্ষের যাত্রা

রহমানুর রহীম আল্লাহ পাকের পাকপূত অভিপ্রায় মুতাবিক বর্তমান সংখ্যায় তর্জুমানুল হাদীস চতুর্দশ বর্ষে পদার্পণ করিল। পূর্বে অনেক সময়ে তর্জুমান অনিয়মিত বাহির হইয়াছে— আল্লার অশেষ অনুগ্রহে ত্রয়োদশ বর্ষের পত্রিকা প্রথম কয়েক সংখ্যা ছাড়া বাকী সমস্তই প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে অর্থাৎ প্রত্যেক ইংরাজী মাসের ৩রা তারীখে বাহির হইয়াছে। আমরা আশা করি ইনশা আল্লাহ ভবিষ্যতেও এইরূপ নিয়মিত ভাবেই তর্জুমান প্রকাশ করিতে সক্ষম হইব।

তর্জুমানের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মরহুম আল্লামা মোঃ আবদুল্লাহেল কাফী আলকরায়শী উহার ৬ষ্ঠ বর্ষের প্রথম সংখ্যায় নববর্ষের সাদর সম্ভাষণে তর্জুমানের চলার পথ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে যে কয়টি মূল্যবান কথা বলিয়াছিলেন উহা এখানে উধৃত করা সমীচীন বোধ করিতেছি। তিনি বলিয়াছিলেন :

"পৃথিবীতে পথ চলার পদ্ধতি মোটামুটী-ভাবে দুই প্রকার। যে সময়ের যে পরিবেশ তাহার সহিত খাপ খাওয়াইয়া কালের স্রোতে গড্ডালিকা প্রবাহের মত ভাসিয়া চলার সুবিধা অফুরন্ত। বিরোধ ও সংঘর্ষের সকল প্রকার অসুবিধাকে এড়াইয়া সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধার অধিকারী হইয়া পথ চলা শুধু সুবিধাজনকই নয়, লাভজনকও বটে। কিন্তু যুগের হাওয়ার বিপরীত সুবিধাবাদের কৌশলকে বর্জন করিয়া দুর্গম ও দুস্তর পথের যাত্রী হওয়া সত্যই কষ্টসাধ্য ও নিরুৎসাহব্যঞ্জক। তর্জুমানুল-হাদীস কুফর ও নাস্তিকতা, বহু ঈশ্বরবাদ ও নিরীশ্বরবাদ, প্রবৃত্তি পরায়ণতা ও পরানুকরণশীলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া তওহীদ ও সুন্নতের রাজপথকে তাহার চলার পথরূপে বাছিয়া লইয়াছে, এপথ বাস্তবিকই কুসুমাস্তীর্ণ নয়।"

প্রকৃত পক্ষে এপথ অত্যন্ত বন্ধুর এবং কণ্টকাকীর্ণ। এই দুর্গম পথে চলার জন্য আল্লামা মরহুম স্বয়ং যে ঐতিহ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন আমরা তাঁহার দুর্বল উত্তরসুরীগণ সেই ঐতিহ্যের পথ ধরিয়াই বহু অসুবিধা ও সঙ্কটের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। যাঁহার অনুগ্রহে এবং সাহায্যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া এই নব মনযিলে আসিয়া উপনীত হইয়াছি সেই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরগাহে আমরা সর্বপ্রথম শুকুরের সিজদা আদায় করিতেছি।

অতঃপর যে সকল লেখক আমাদিগকে তাঁহাদের রচনা দ্বারা সাহায্য ও সহযোগিতা করিতেছেন, যে সকল গ্রাহক ও পাঠক, অনুগ্রাহক ও শুভাকাঙ্খী নিজেরা এই পত্রিকা লইয়া ও অপরকে গ্রাহক বানাইয়া, ইহা পাঠ করিয়া ও পাঠ করাইয়া আমাদের কাজে উৎসাহ যোগাইতেছেন, নব বর্ষের শুভাগমনে তাহাদের সকলকে আমরা অকপট হৃদয়ে ধন্যবাদ ও মুবারকবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারা আমাদের এই বন্ধুর অথচ অত্যাবশ্যক চলার পথে যে ভাবে সাহায্য ও সাহচর্য দিয়া আসিয়াছেন, আমরা আশা করি, শুধু তাহাই অব্যাহত রাখিবেন না, চিন্তাগর্ভ ও তথ্যসমৃদ্ধ রচনা দিয়া, নূতন নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া এবং নব নব পাঠক বৃদ্ধি করিয়া সত্যসন্ধানী মানুষকে আল্লার পথে চলার তওফীক লাভে সহায়তা করিতে থাকিবেন। আল্লাহ্ আমাদের সকলের সহায় হউন।

নিবেদক

মোহাম্মদ আবদুর রহমান,
জেনারেল সেক্রেটারী পূর্বপাক জমঈয়তে
আহলে হাদীস

www.ahlehadeethbd.org

ঈদে মীলাদুন্নবী

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি যুগ যুগ ধরিয়া নিজেদের পীর-পয়গম্বর, অলী-দরবেশ এবং ধর্মগুরু-গণকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া আসিতেছে এবং এই ভক্তির বহিঃপ্রকাশ করার জন্য নানাবিধ আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ এবং সাজসজ্জা ও আমোদ-প্রমোদের উপকরণগুলিও নির্ধারিত করিয়া লইয়াছে। মুসলমানগণও আল্লাহ তা'আলার সমগ্র মখলূকাতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে এবং প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে, তাহাদের শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সঃ-কে। কিন্তু তাহাদের এই ভক্তির রূপও প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও আলাহিদা।

এই ভক্তি প্রকাশের নিয়ম সম্বন্ধে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার কি নির্দেশ এবং খোদ রসূলুল্লাহ সঃ এর কি অভিপ্রায় আর ইসলামের স্বর্ণযুগের খুলাফা-এ-রাশেদীন এবং রসূলুল্লাহ সঃ এর আসল প্রেমিক সাহাবা-এ-কেরামের তাঁহার প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধা নিবেদনের কি পদ্ধতি ছিল তৎসম্পর্কে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

কোন মহান ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে হইলে সর্বাগ্রে তাঁহার মর্যী ও রুচি ও তাঁহার প্রকৃত ভক্তগণ তাঁহাকে কিভাবে ভক্তি প্রদর্শন করিয়া তাঁহার এবং আল্লাহ তায়ালার বিশ্বাস অর্জন এবং নৈকট্য লাভ করিয়াছেন তাহাও অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

এ সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন, "হে রসূল! আপনি (লোকজনকে) বলিয়া দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ কর তাহা হইলে আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন ও তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিবেন আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল—করুণাময়। আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ এবং রসূলের তাবেদারী কর আর যদি তাহারা মান্য না করে, তাহা হইলে (তাহারা যেন জানিয়া রাখে) নিশ্চয় আল্লাহ অমান্যকারীগণকে পসন্দ করেন না। (সূরা আল ইমরান, ৪ রুকূ)

সুতরাং জানা যায় যে, আল্লাহকে রাযী করার একমাত্র উপায় হইতেছে—রসূলুল্লাহ সঃ-কে সঠিকভাবে অনুসরণ করা।

তাঁহার অনুগামী না হইয়া কেবল তাঁহার মৌখিক জয়গান গাহিলে ও ঘটা করিয়া সভা ডাকিয়া প্রশংসাগীতি আওড়াইলে এবং মিষ্টির তবর্ক বিতরণ করিলে উহা কোনই কাজে আসিবে না। সাহাবা-এ-কেরাম রসূলুল্লাহ সঃ-এর প্রত্যেক বাক্য ও কর্মকে অন্তর দিয়া গ্রহণ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিতেন এবং উহার অনুসরণ করিয়া চলিতেন। রসূলুল্লাহ সঃ দরুদের ফযীলত বয়ান করিয়াছেন এবং উহা পাঠ করার জন্য উৎসাহ দিয়াছেন। তজ্জন্য সাহাবাগণ দরুদ পাঠ করিতেন এবং প্রত্যেক মুসলিম ভক্তি সহকারে পাঠ করে কিন্তু উহা মিলিতভাবে সুর করিয়া পাঠ করার প্রমাণ নাই।

শরীয়তে মুহাম্মদীয়ায় মাত্র দুইটি ঈদ নির্ধারিত হইয়াছে, উহা হইল ঈদুল ফিত্তর এবং ঈদুল আযহা। পরবর্তীকালে বহু যুগ পরে ইসলামের মধ্যে যেমন নানাপ্রকার বিদআত প্রবেশ করিয়াছে তদ্রূপ বর্তমানে আর একটি তৃতীয় ঈদের আবির্ভাব হইয়াছে "ঈদে মীলাদুন্নবী"। এই কাজে অনেক সময় এবং অনেক স্থলে বেশী উৎসাহ ও উদ্যোগ ঐসব ব্যক্তিগণই গ্রহণ করিয়া থাকেন যাহাদের আচার ব্যবহার, আমল আখলাক রসূলুল্লাহ সঃ এর সুন্নতের সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে রসূল-ভক্তির বাহ্যিক অনুষ্ঠানের পরিবর্তে তাঁহার সুন্নত অনুসরণ করার তওফীক প্রদান করেন, তাঁহার দরবারে ইহাই প্রার্থনা করি।

আরবী ও ইয়াহুদী

দুনিয়ার এক বিরাট ঐতিহ্যবাহী জাতি যে জাতি এককালে পৃথিবীর বক্ষে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল ও বিপুল ক্ষমতার অধিকারী অন্ততঃ দশগুন রোমক এবং পারসিক বাহিনীর মুকাবিলার দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে পরাভূত ও বিধ্বস্ত করিয়া বিশাল ভূখণ্ডের অধীশ্বর হইয়াছিল, যাহারা জেনারেল তারিকের অধিনায়কত্বে ক্ষুদ্র সৈন্য বাহিনী লইয়া অনায়াসে স্পেন জয় করিয়া তথায় দীর্ঘ কাল ধরিয়া ইউরোপকে জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষা দিয়াছিল, যাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি, শিল্পকলা, সাহিত্য ঐতিহাস এবং সভ্যতা তমদ্দুনে সমগ্র পৃথিবী উপকৃত হইয়াছিল তাহারা আজ কয়েক শতাব্দী হইতে অবনতির অতল গহ্বরে ক্রমশঃ তলাইয়া যাইতেছে দেখিয়া দুনিয়ার মানুষ অবাক হইয়া ভাবিতেছে একি হইল! কেন এত বড় একটি জাতির ভাগ্যে এরূপ বিড়ম্বনা নামিয়া আসিল! তাহাদে বাহাদুরী, সাহসিকতা কোথায় উবিয়া গেল! কেন তাহারা মাত্র ২৫ লক্ষ জনসংখ্যা সমবায়ে গঠিত একটি ক্ষুদ্র ইয়াহুদী রাষ্ট্রের নিকট এরূপ নির্মম ভাবে মার খাইয়া মাত্র চারি দিনের যুদ্ধে বিশালভূখণ্ড ছাড়িয়া দিয়া পলাইয়া আসিল! যখন কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী একজন খাটী মুসলিম দশজন শত্রুর মুকাবিলায় জয়ী হইতে পারে।

অন্ততঃ পক্ষে একজন মুসলিম তার দ্বিগুণ শত্রুর সহিত বুঝিয়া বিজয়ী হইতে পারে তখন বর্তমান আরবদের বেলায় উহা কার্য্যকরী হইল না কেন? তবে কি তাহারা মুসলিম নয়? বা তাহারা এমন কোন জঘন্য পাপ কার্য্য করিয়াছে যাহার ফলে তাহারা আল্লাহর কোপানলে পতিত হইয়াছে? এইরূপ নানাবিধ প্রশ্ন সকলের মনে উদিত হইতেছে এবং উহার সঠিক উত্তর পাওয়া যাইতেছে না কিন্তু যদি একটু তলাইয়া দেখা যায় তাহা হইলে উহার প্রকৃত উত্তর পাওয়া যাইবে। মনে রাখা উচিত যে, মুসলমানদের পার্থিব উন্নতি তাহাদের দ্বীনী উন্নতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। আল্লাহ মুসলমানগণকে তাঁহার দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ক্ষমতাসীন করেন, তাহারা যতদিন দ্বীনের সরবুলন্দীর কাজে লিপ্ত থাকে, ততদিন আল্লাহ তাহাদের শক্তি সামর্থ্য বাড়াইতে থাকেন আর

www.ahlehadeethbd.org

যখন তাহারা দ্বীন হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং বেপরওয়া হইয়া যায় তখন আল্লাহর রহমতের ছায়া তাহাদের মাথার উপর হইতে সরিয়া যায় এবং তৎপরিবর্তে তাহাদের উপর তাঁহার রুদ্ররোষ নামিয়া পড়ে। বর্তমান আরব ভাষাভাষী ভ্রাতৃবৃন্দের দ্বীনী হালাত পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে বর্তমান পরিস্থিতির গুঢ় রহস্য উদঘাটিত হইয়া যাইবে। একমাত্র সওদী রাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য প্রত্যেক আরব রাষ্ট্র কিছু কম বেশী যেরূপ দ্বীনের শোচনীয় অবস্থা ও বেইযযতী হইতেছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া বর্তমানে সমীচীন হইবে না। সংক্ষেপে এবং আভাষে বলিতে গেলে আরবদের আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণী এবং ক্ষমতাসীন দল ইসলাম হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে। প্রায় ২৪৩০ বৎসর পূর্বে লেবাননের খৃষ্টান মিশনারীদের প্ররোচনায় তথকার কতিপয় আরব খৃষ্টান যুবক আরব জাতীয়তাবাদের ধুয়া তোলে এবং দীর্ঘ দিন ধরিয়া অতি অধ্যবসায় সহকারে জাতীয়তাবাদ আন্দোলন চালাইয়া কিছু সংখ্যক মুসলিম আরব যুবককে দলে ভিড়াইয়া লইতে সমর্থ হয় এবং পরবর্তী কালে উহা প্রবল শক্তি সঞ্চয় করিয়া মুসলিম নওজোয়ানদের মন মগজকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

বর্তমান শাসক বৃন্দও ঐদল ভুক্ত, তাহারা সব কিছু আরব জাতীয়তবাদের দৃষ্টি কোন দিয়া অবলোকন করে, ইসলামকে প্রকাশ্য গালাগালি দেয়, বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখে, ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদই তাহাদের ধর্ম, কম্যুনিজমকে সাদরে আহ্বান জানাইয়া বরণ করিয়া লইয়াছে, মিসরে ফেরাউনী তহযীবকে নিজেদের কওমী তহযীব মনে করে, তাহারা মুসা আঃ ও ইউসুফ আঃ এর দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। একমাত্র ফেরাউনকে নিজেদের নেতা ও হিরো মনে করে কায়রোর সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ পথের নাম ফেরাউনের নামে নামকরণ করা হইয়াছে এবং উহার ধারে লক্ষলক্ষ টাকা ব্যায় করিয়া ফেরাউনের মর্মর মুর্তি প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে এবং ফেরাউনের জন্ম বার্ষিকী পালন করা হয়। অলিগলিতে মদ্য পান ও ব্যভিচারের ছড়াছড়ি। যাহারা এইসব কুকীর্তির প্রতিবাদ করিয়াছে তাহারা নির্মম অত্যাচারের শিকারে পরিণত হইয়াছে। বিখ্যাত আলেমগণকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলান হইয়াছে, বর্তমান দুঃসময়ে কায়রোর কারাগারে হাযার হাযার ইসলামপন্থী অশেষ নির্য্যাতনের মধ্যে তিলে তিলে মরিতেছে। ইহা ছাড় এই সকল ডিকটেটর শাসকবৃন্দের মধ্যে দলাদলি ও একে অপরের বিরুদ্ধে কাঁদা ছুড়াছুড়ি লাগিয়াই আছে। একে অপরের রাজ্য গ্রাস করার ফন্দীবাজীতে মাতিয়া আছে, ইহারা ভাইএর রক্ত পান করিতে খুব বাহাদুর কিন্তু অপরের বেলায় ভেজা বিড়াল। এইরূপ নীতিহীন সমাজের নৈতিক অধঃপতিত সৈন্যবাহিনী লইয়া যুদ্ধ করিতে গেলে যে পরিণতি হয় বর্তমান যুদ্ধে তাহাই হইয়াছে। যদি তাহারা পুনরায় আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়া আসে এবং বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া এক লক্ষ্য ও একই নীতির উপর একত্রিত হয় তবে তাহাদের মুক্তির আশা করা যাইতে পারে, নচেৎ তাহাদের ভবিষ্যত অন্ধকার। আরব জাতীয়তাবাদ এবং ফিরাউন হামানের ঐতিহ্য তাহাদিগকে কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিবে না।

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার, ১৯৬৭

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

জানুয়ারী মাস

যিলা ঢাকা

১০৫। আবদস সালাম বেপারী ১৩৭/১ লুৎফর রহমান লেন যাকাত ১০৲ ১০৮। আবদুল হালীম ৯নং ফ্রেস রোড যাকাত ৫৲ ১০৯। মোহাঃ মাহবুবর রহমান যাকাত ১০৲ ১১০। আলহাজ আতীকুল্লাহ মুতাওয়াল্লি বংশাল বড় মসজিদ যাকাত ২৫৲ ১১১। মোহাঃ হুসাইন, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন যাকাত ২০৲ ১১২। মোহাঃ মহিব্‌বুর রহমান ৯০নং কাযী আলাউদ্দীন রোড যাকাত ২৫৲ ১১৩। মোহাঃ ওমর আলম ৮০নং নাজিরা বাজার যাকাত ১৫৲ ১১৪। এস, এম, রহমতুল্লাহ করাচি মটর কোং যাকাত ২৫৲ ১১৫। হাজী মোহাঃ ইমতিয়াজ উদ্দীন সা বরমী পোঃ বরমী বাজার যাকাত ১০৲ ১১৬। আলহাজ মোঃ আহমদ ইসমাঈল মাপারা নওয়াবপুর রোড যাকাত ৩০০৲ ১১৭। কাযী মোহাঃ রহমতুল্লাহ ৪৩নং বনোগ্রাম লেন যাকাত ১০৲ ১১৮। মোহাঃ উসমান হাইডস মার্চেন্ট পোস্তা যাকাত ২০০৲ ১১৯। হাফিয মোহাঃ ওমর বংশাল যাকাত ৩৲ ১২০। মোঃ মোহাঃ আবুছিদ্দীক ভূঞা ৯নং কে, বি, শাহা রোড নারায়ণগঞ্জ যাকাত ২০৲ ১২১। আবদুল খালেক মুতাওয়াল্লী মালিবাগ যাকাত ১১৲ ১২২। মুছাম্মাৎ আসিয়া খাতুন c/o খন্দকার মোহাঃ তাহেরুস ইসলাম ১।২।৩ আর, টি, কলোনি মতিঝিল এককালীন ২৲ ১২৩। মওঃ আবদুল মান্নান আজহারী ১৫৯/১ বি, দায়েরা শরিফ রোড যাকাত ৫৲ ফিৎরা ৫৲ ১২৪। মোঃ মোহাঃ আহছানুল্লাহ বি, এ, ধানমণ্ডি সেন্ট্রাল রোড ফিৎরা ৫৲ ১২৫। শেখ মোহাঃ মনছুর ১১৩/১ আগামসীহ লেন ফিৎরা ২৲ ১২৬। খান মোহাঃ ইদ্‌রিস ফিৎরা ২৲ ১২৭। মোঃ মোহাঃ আবদুল জলিল ২৬৭নং সেন্ট্রাল রোড ধানমণ্ডি ফিৎরা ১৪৲ ১২৮। মোহাঃ ইয়াকুব ১/৪নং নূরজাহান রোড মোহাম্মদপুর ফিৎরা ৫'২৪ ১২৯। মনজুর আহমদ ৩৩৯ নং নূরজাহান রোড ফিৎরা ৫'২৪ ১৩০। আবদুল হামীদ মডেল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস ১২নং মদনপাল লেন ফিৎরা ৬'৫৫ ১৩১। মোঃ আহমাদ ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৬'৫৫ ১৩২। মোহাঃ আবদুল কাইউম ৬নং ভজহরি সাহা ষ্ট্রিট ফিৎরা ২৲ ১৩৩। মওঃ মোহাঃ আদম উদ্দীন এম, এ, ৯নং ময়মনসিংহ রোড ফিৎরা ৫৲ ১৩৪। মওঃ মোহাঃ ওবায়দুল্লাহ ১৩নং উমেশ দত্ত রোড ফিৎরা ৬৲ ১৩৫। মোঃ শামছুয্‌যোহা খান বি, এ, ২নং কাযী আলাউদ্দীন রোড ফিৎরা ৪৲ ১৩৬। মোহাঃ আবদুন্নূর ও আবদুল বাছের সাং দোলেশ্বর এককালীন ১০৲ ১৩৭। মোহাম্মৎ নুরুন্নাহার বেগম ১১৯ নং সেগুন বাগিচা যাকাত ১০৲ ১৩৮। হাজী মোহাঃ হেলাল-উদ্দীন সাং পুটিনা যাকাত ১০৲ ১৩৯। ডাঃ মমতাজুর রহমান সিভিল সার্জন ১১৭ নং আযিমপুর ফিৎরা ৭৲ ১৪০। মোঃ মোহাঃ ইব্রাহিম রিসার্চ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অফিসার এগ্রিকালচার ১৩ নং উমেশ দত্ত রোড ফিংরা ৫'২৫ ১৪১। মোঃ আবদুস সাত্তার এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার সেণ্ট্রাল রোড যাকাত ২১'৮১ ১৪২। অধ্যাপক মোঃ মোহাঃ শামছুল হক ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয় ১৪ নং ফোলার রোড ফিংরা ৮৲ ১৪৩। ডক্টর সিরাজুল ইসলাম এম, এ, পি, এইচ, ডি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফিংরা ৫৲ ১৪৪। ডক্টর মোহাঃ মুমতাজুর রহমান তরফদার এম, এ, পি, এইচ, ডি ফিংরা ২৲ ১৪৫। ডাঃ মাহাঃ আবদুল মজিদ খানমণ্ডি সেণ্ট্রাল রোড যাকাত ১৫৲ ১৪৬। ডক্টর এম, ইউ, সরকার ২নং সেণ্ট্রাল রোড ফিংরা ৫৲ ১৪৭। মোঃ মোহাঃ উসমান গণী ২৩৪ নং এলিফ্যাণ্ড রোড ফিংরা ৫৲ ১৪৮। আছগর আলম সেকসন নং ১১ সি ব্লক ১ নং ফিংরা ৫৲ ১৪৯। মুকতাদির আহমদ নাজিরা বাজার ফিংরা ৩৲ ১৫০। মালেক মুহাম্মদ আবদুল হক ১১ নং ইংলিশ রোড এককালীন ১৲ ১৫১। মোঃ মোহাঃ নজরুল ইসলাম ৫৪ নং শান্তিবাগ ফিংরা ৬৲ ১৫২। মোহাঃ আবদুল মতীন ১৫৪ নং আজিমপুর রোড ফিংরা ১২৲ ১৫৩। কারী মোঃ আবদুল আযীয ইমাম নাজিরা বাজার জামে মসজিদ ফিংরা ২৲ ১৫৪। এস, এফ, হামিদ মালিবাগ বাজার যাকাত ১০৲ ১৫৫। হাফেয আবদুস সালাম নারায়নগঞ্জ ফিংরা ৫৲ ১৫৬। খন্দকার মোহাঃ জহিরুল ইসলাম ১।৩।৩ সি, এস, টি, কলোনি ফিংরা ৩৲ ১৫৭। আবদুর রহমান খান ষ্টেট ব্যাঙ্ক ফিংরা ১৩'১৪ ১৫৮। মোঃ মোহাঃ হাসান আলী মার্ফত আব্দুল আওয়াল সেক্রেটারী ভাসান টেক ফুরকানিয়া মাদরাসা পোঃ ক্যাণ্টনমেণ্ট ফিংরা ১০৲ ১৫৯। হাজী মোহাঃ মুসলিম উদ্দিন সাং ইকুরিয়া পোঃ ধামরাই ফিংরা ১০৲ ১৬০। হেফাজ উদ্দিন আহমদ সাং নওয়া গাঁও পোঃ বিরাব ফিংরা ৫৲

আদায় মার্ফত মওলবী মোহাঃ এব্রাহীম সাহেব বি, এ, নারায়নগঞ্জ

১৬১। ডাঃ মোহাঃ রেজাউর রহমান শাহিন হোমিও হল ২৮ নং কে, বি, শাহা রোড যাকাত ২০৲ ১৬২। ডাঃ এস, নেয়ামতুল্লাহ এম, বি, বি, এস, ম্যাডিক্যাল ষ্টোর নারায়নগঞ্জ যাকাত ৫০০৲ ১৬৩। মোঃ মোহাঃ জাজিস ৭নং লিয়াকত আলী খান এভিনিউ নারায়নগঞ্জ যাকাত ১০০৲ ১৬৪। মোঃ মোহাঃ ইদ্রিস টানবাজার নারায়নগঞ্জ যাকাত ১০৲ ১৬৫। মোঃ মোহাঃ রুকুন উদ্দিন কে, বি, শাহা রোড নারায়নগঞ্জ যাকাত ১০৲ ১৬৬। আলহাজ মোহাঃ ওমর আলী টান বাজার নারায়নগঞ্জ যাকাত ২৫০৲ ১৬৭। আলহাজ মোহাঃ ইউসুফ টানবাজার, নারায়ণগঞ্জ যাকাত ১০০৲ ১৬৮। মোঃ মোহাঃ ওয়াকিল উদ্দিন ঠিকানা ঐ যাকাত ২৫৲ ১৬৯। মোঃ মোহাঃ মনির উদ্দিন ১০ নং এম, এম, রোড যাকাত ১০০৲ ১৭০। মোঃ মোহাঃ ছালামত উল্লাহ টানবাজার নারায়ণগঞ্জ যাকাত ১০৲ ১৭১। মোহাঃ লাল মিঞা ২২।২৩ মাল্লেহ রোড টানবাজার নারায়ণগঞ্জ যাকাত ৫৲ ১৭২। আলহাজ মোঃ মোহাঃ রফিউদ্দিন ভূঞা ৯ নং কে, বি, শাহা রোড নারায়ণগঞ্জ যাকাত ৩০০৲ ১৭৩। আলহাজ মোহাঃ নান্নু মিঞা কালির বাজার নারায়ণগঞ্জ যাকাত ২৫৲ ১৭৪। মোহাঃ ইসমাইল কে, বি, শাহা রোড, যাকাত ৫৲ ১৭৫। মোঃ মোহাঃ এব্রাহিম হোসেন বি, এ, নওয়াব সলিমুল্লাহ রোড নারায়ণগঞ্জ যাকাত ১০০৲।

আদায় মারফত মওলবী রইছুদ্দিন আহমদ, মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে ফযল এবং মওলানা মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ সাহেবান সদর দফতর জমঈয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা প্রেস বাবদ আদায়

১৭৬। ইকুরিয়া জামাত হইতে আদায় এককালীন ৭৭৪'২৫ ১৭৭। হাজী মোহাম্মদ আবদুস শুকুর সাং কাকরান পোঃ ধামরাই এককালীন ২৫৲ ১৭৮। আলহাজ মোহাঃ ফছিহুদ্দিন সাং সাভার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বাজার এককালীন ১০০৲ ১৭৯। মোহাঃ হীরালাল মিঞা সাভারবাজার এককালীন ৫৲ ১৮০। বেরাইদ জামাত হইতে আদায় এককালীন ৪৬৩'৫০ ১৮১। পাতিরা জামাত হইতে আদায় এককালীন ৫৫৲ ১৮২। নওয়গাঁও জামাত হইতে আদায় ৩৭৲ এবং ফেরাজীকান্দা জামাত হইতে পোঃ মদনগঞ্জ এককালীন ১৩৬৲ ১৮৩। আলহাজ মোহাঃ নূরুদ্দিন সাং দোলেশ্বর এককালীন ১০০৲ ১৮৪। আলহাজ আদম আলী সরদার ঠিকানা ঐ ১০৲ ১৮৫। আলহাজ মোহাঃ কালাচান্দ মিঞা ঠিকানা ঐ ১০৲ ১৮৬। আলহাজ মোহাঃ ইউনুছ ঠিকানা ঐ এককালীন ১০৲ ১৮৭। মোহাঃ উসমান মিঞা ঠিকানা ঐ এককালীন ২৲ ১৮৮। আবদুল আযিয মিঞা ঠিকানা ঐ এককালীন ১৫৲ ১৮৯। মোহাঃ শাহজাহান ঠিকানা ঐ ৩০৲ ১৯০। কাযী মোহাঃ রফিকুল ইসলাম ঠিকানা ঐ ১০৲ ১৯১। আলহাজ মোহাঃ কমর আলী সাং নূরালাপুর পোঃ এম, পঁচগাও ৫০০৲ ১৯২। নূরালাপুর জামাত হইতে মারফত মৌঃ মোহাঃ শহীদুল্লাহ ১১২'৫০ ১৯৩। মুন্সী মোহাঃ হযরত আলী পুরিন্দা বাজার ৫১'৩৬ ১৯৪। মৌঃ রইছুদ্দিন আহমদ সাং পাঁচগাঁও ১৲ ১৯৫। আলহাজ আবদুর রাজ্জাক সাং ইকুরিয়া পোঃ ধামরাই ৩০০৲ ১৯৬। আলহাজ মোহাঃ তাজউদ্দিন সাং ইকুরিয়া পোঃ ধামরাই ১০০৲ ১৯৭। হাজী মোহাঃ রিয়াজ উদ্দিন ঠিকানা ঐ ১০০৲ ১৯৮। মোহাঃ আযিবুল হক ঠিকানা ঐ ১৫০৲ ১৯৯। মোহাঃ মাহফুজুর রহমান ঠিকানা ঐ ২০০৲ ২০০। মোহাঃ আবদুল আলী বেপারী ইকুরিয়া দক্ষিণ পাড়া ৫০৲ ২০১। তেঁতুলিয়া জামাত হইতে ১৪'৫০ ২০২। মোহাঃ ছমির উদ্দিন বেপারী সাং তেঁতুলিয়া পোঃ ধামরাই ২৫৲

অফিসে আদায়

২০৩। ত্রিমোহিনী জামাত হইতে মারফত আবুল হাশেম বেপারী ও মোহাঃ কমরউদ্দিন মাতব্বর পোঃ রূপগঞ্জ ফিৎরা ৬০৲ ২'৪। মওলানা মোহাঃ হাবিবুল্লাহ খান রহমানী শরীফপুর পোঃ গাছা ফিৎরা ১০৲ ২০৫। হাজী মোহাঃ এলাহী বখশ সাং চৌরা পোঃ আমদিয়া ফিৎরা ৪০৲ ২০৬। মৌলবী আবদুল মালেক সাং নূতনবাটি পোঃ পাঁচরুখী ফিৎরা ৩০৲ ২০৭। মোঃ আজম আলী মোল্লা কাঞ্চন বাজার অন্যান্য ৫৲ ২০৮। ফেরাজীকান্দা জামাত হইতে মারফত হাফেয মোহাঃ ইউসোফ পোঃ মদনগঞ্জ অন্যান্য ২৪৯'৫০ ২'৯। মোজাম্মেল হক অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিলস মুন্সীনগর টঙ্গি ফিৎরা ৫৲ ২১০। পীরুজালী জামাত হইতে মৌঃ মোহাঃ আতাউল্লাহ সরকার ফিৎরা ১০৲ ২১১। মোহাঃ রুকুনুদ্দিন সাং ভাওয়াইদ পোঃ জয়দেবপুর ফিৎরা ৮৲ ২১২। আবদুল মান্নান মিঞা মারফত মওঃ আবুল কাসেম রহমানী কাথোরা দক্ষিণ পাড়া পোঃ গাছা ফিৎরা ২৫৲ ২১৩। মুন্সী আঃ হামিদ মারফত ঐ ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৫৲ ২১৪। মোহাঃ মকবুল হোসেন মিঞা সাং সোণ্ডা ফিৎরা ৫৲ ২১৫। হাজী মোহাঃ আলিমুদ্দন সাং কামারজুড়ি ফিৎরা ২৲ ২১৬। মুন্শী মোহাঃ সানাউল্লা সাং বাদে কলমেশ্বর ফিৎরা ২৲ ২১৭। হাজী আবদুস সোবহান ধামালকোট কেন্টনমেন্ট ফিৎরা ১০৲ ২১৮। মৌঃ মোহাঃ মিজানুর রহমান খান বি ৫৫/এফ ১০ মতিঝিল কলোনী ফিৎরা ২৲ ২১৯। হাজী মোহাঃ ইমতিয়াজ উদ্দীন সাং বরমী, পোঃ বরমী বাজার যাকাত ১০৲ ২২০। মোহাঃ নজিম উদ্দিন সাং বারতোপা পোঃ মাওনা ফিৎরা ৫৲ ২২১। মোহাঃ আবদুল খালেক সাং ও পোঃ কালোহা ফিৎরা ৫৲

যিলা রাজশাহী

১। মোহাঃ হাফিযউদ্দিন সাং গোরমাটী পোঃ মুলাডুলি ফিৎরা ১০৲ ২। হাজী মোহাঃ সেকান্দর আলী চাপাই নওয়াবগঞ্জ ফিৎরা ১০৲ ৩। হাজী মোহাঃ বদরউদ্দীন শেখ সাং আন্দারিয়া পাড়া পোঃ কেশব এককালীন ৪৲ ৪। মোহাঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শওকাত আলী প্রামাণিক সাং ক্ষিদ্রকালিকাপুর পোঃ কাশিমপুর ফিৎরা ৪০৲ ৫। মোহাঃ এলাহী বখশ প্রাং সাং নন্দনালী উশর ২০৲ ৬। মুকবুল হোসেন সরকার সাং ব্রহ্ম পোঃ জেনাইল এককালীন ৫৲ ৭। মুন্সী সিদ্দীক আহমদ সাং পরেশো পোঃ কামারগাঁও এককালীন ৫৲ ৮। মোহাঃ আবদুর রহমান মোল্লা সাং গনিয়াহাটী পোঃ হারোয়া ফিৎরা ৭০৲ ৯। মোহাঃ এহইয়া সাং বাসুদেবপুর পোঃ বাসুদেবপুর ফিৎরা ৫৲ ১০। আবদুল মালেক বিশ্বাস সাং শাহাপাড়া পোঃ চাপাই নওয়াবগঞ্জ ফিৎরা ১০৲ ১১। মৌঃ মোহাঃ হুরমতুল্লাহ সরদার সাং ও পোঃ নন্দনালী ফিৎরা ২০৲ ১২। হাজী মোহাঃ উসমান আলী সরদার বোয়ালিয়া ফিৎরা ১০৲ ১৩। আলহাজ আবদুল ওয়াহেদ সাং ইলিসমারী পোঃ দেবীনগর ফিৎরা ২০৲ ১৪। শেখ মৌঃ মোহাঃ ইউনুস বিশ্বাস সাং ভগবতপুর পোঃ গোদাগাড়ী ফিৎরা ৬৲ উশর ২৲ ১৫। মোহাঃ আবুল কালাম সাং ও পোঃ দেবীনগর ফিৎরা ১০৲ ১৬। হাজী মোহাঃ সিরাজুল হক সাং গওগোহালী পোঃ রঘুরামপুর ফিৎরা ৫০৲ ১৭। মোহাঃ আশরাফুল আলম গোয়াবাড়ী জামাত হইতে পোঃ কানসাট যাকাত ২৮৲ ১৮। সিন্দুরী জামাত হইতে মঃ ফঃ মওঃ আবদুল হামীদ পোঃ মোহনপুর, ফিৎরা ১০৲ ১৯। মোহাঃ জয়নাল আবেদীন সাং ইসলামপুর পোঃ দেবীনগর ফিৎরা ২০৲ ২০। খন্দকার আবদুল রহমান সাং ও পোঃ মুণ্ডমালা ফিৎরা ১০'৪০ ২১। হাজী মোহাঃ গিয়াছউদ্দিন সাং মকরমপুর পোঃ আলীনগর ফিৎরা ২৯'৫৫ ২২। হাজী হারুনুর রশিদ সাং ভদ্রখণ্ড পোঃ সরঞ্জায় ফিৎরা ৪০৲ ২৩। মোহাঃ আনছারুয্যামান সাং নামোরাজারামপুর ফিৎরা ২০৲ ২৪। মোহাঃ আইউব আলী মিঞা সাং বুরুজ পোঃ সরঞ্জায় ফিৎরা ৪০৲ ২৫। খন্দকার শমশির আলী সাং ঠকবুলালী পোঃ রাণীনগর ফিৎরা ৫৲ ২৬। কাষী মোহাঃ তৈয়েব আলী, সাং কাষীপাড়া, হাট মজহারগঞ্জ ফিৎরা ১০৲ ২৭। মোহাঃ ওয়ায়েজ উদ্দীন নামো শঙ্করবাটী ফিৎরা ১০০৲

আদায় মারফত মওলানা তুরুল হুদা আইয়ুবী

২৮। মোহাঃ জয়নুল আবেদীন সাং হোগলা পোঃ গোমস্তাপুর ফিৎরা ২০৲ ২৯। মোহাঃ নঈম উদ্দীন শাহ ধোপাঘাটা ফিৎরা ১৫৲ ৩০। এ, এইস, আনওয়ার উদ্দীন সলফী, সের কুল, হলিখালী ফিৎরা ১০৲

মনি অর্ডারযোগে প্রাপ্তে

৩১। মোহাঃ রহমতুল্লাহ প্রাং সাং মাধবনগর ফিৎরা ৮৲ ৩২। হাফিয মোহাঃ ইদ্রিস সাং রাধাকান্তপুর যাকাত ৬৲ ফিৎরা ৫৲ ৩৩। মৌঃ মোহাঃ বাহার আসী মোল্লা আন্ধারিয়া পাড়া জামাত হইতে পোঃ কেশব ফিৎরা ২০৲।

—ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আরাফাত-সম্পাদক মৌলবী মুহাম্মদ আবদুর রহমানের

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্ম

নবী-সহধর্মিণী

[প্রথম খন্ড]

ইহাতে আছে : হযরত খদীজাতুল কুবরা রাঃ, সওদা বিনতে যমআ রাঃ, হাফসা বিনতে ওমর রাঃ, যয়নব বিনতে খুযায়মা রাঃ, উম্মে সলমা রাঃ, যয়নব বিনতে জাহশ রাঃ, জুয়ায়রিয়াহ বিনতে হারিস রাঃ, উম্মে হাবীবাহ রাঃ, সফীয়া বিনতে হুয়াই রাঃ এবং মায়মুনা বিনতে হারিস রাঃ—মুসলিম জননীবৃন্দের শিক্ষাপ্রদ ও প্রেরণা সঞ্চারক, পাকপূত ও পুণ্যবর্ধক মহান জীবনালেখ্য।

কুরআন ও হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য বহু তারীখ, রেজাল ও সীরত গ্রন্থ হইতে তথ্য আহরণ করিয়া এই অমূল্য গ্রন্থটি সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক উম্মুল মুমেনীনের জীবন কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্র বৈশিষ্ট্য, রসূলুল্লার (দঃ) প্রতি মহব্বত, তাঁহার সহিত বিবাহের গূঢ় রহস্য ও সুদূর প্রসারী তাৎপর্য এবং প্রত্যেকের ইসলামী খেদমতের উপর বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ হইতে আলোকপাত করা হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ ইহাই প্রথম। ভাবের দ্যোতনায়, ভাষার লালিত্যে এবং বর্ণনার স্বচ্ছন্দ গতিতে জটিল আলোচনাও চিত্তাকর্ষক এবং উপন্যাস অপেক্ষাও সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক গঠনঅভিলাষী এবং আচরণ ও চরিত্রের উন্নয়নকামী প্রত্যেক নারী পুরুষের অবশ্যপাঠ্য।

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অপরিহার্য, বিবাহে উপহার দেওয়ার একান্ত উপযোগী।

ডিমাই অক্টেভো সাইজ, ধবধবে সাদা কাগজ, গাম্ভির্যমণ্ডিত ও আধুনিক শিল্প-রুচিসম্মত প্রচ্ছদ, বোর্ডবাঁধাই ১৭৬ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের মূল্য মাত্র ৩'০০।

পূর্ব্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিবেশিত।

প্রাপ্তিস্থান : আলহাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,

৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Regd. No. DA—130

Phone 5490

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শীর
অমর অবদান

দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাঁধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল্-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দী রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি আরজ

• তর্জুমানুল হাদীসে ইস্‌লামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মণীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়।

• উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

• রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।

• অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।

• বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।

• রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।

• তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road, Dacca—2 East Pakistan.

www.ahlehadeethbd.org